আয়ুর্ব্বেদ-সোপান।

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থ প্রাপ্তির ঠিকানা।—

২০১ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল
ররী, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট
ং সিমূলা ষ্ট্রীট গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

সূচনা।

"শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"।—অর্থাৎ আমাদের এই শরীর নানারোগের আবাস-গৃহ বা মন্দির-স্বরূপ। এই মন্দিরের কখন্ চূণবালি খসিল, কখন একটু ফাটিয়া গেল, কোথায় দাগ লাগিল, কোন্ দিকে লোণা ধরিল—কিছুই ঠিক নাই। অতএব এ মন্দিরের মিস্ত্রীগিরি সকলেরই কিছু না কিছু পরিমাণে শিখিয়া রাখা উচিত!

কোন কোন রোগ বর্ত্তমান অবস্থায় যতই মারাত্মক হউক্ না কেন, দূর অতীতে তাহার কারণ খুঁজিতে গেলে প্রায়ই এক মুহূর্ত্তের অতি তুচ্ছ ঘটনামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আজ যে ভয়ানক যক্ষ্মায় প্রাণসংশয় হইতেছে, হয়ত তাহার কারণ তিনবৎসর-পূর্ব্বকার একরাত্রি-জাগরণের সামান্য সর্দ্দিবোধ। সম্প্রতি যে গ্রহণীরোগ দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া চিকিৎসককর্তৃক পরিত্যক্ত হইল, তাহারও কারণ হয়ত অনুরোধে বা লোভবশতঃ এক দিনের নিমন্ত্রণ-রক্ষা। আজ যে প্লীহা-যকৃৎ পেট জুড়িয়া বসিয়া মৃত্যু আহ্বান করিতেছে, তাহার মূল বোধ হয় কিছুকাল পূর্ব্বের একদিনের সামান্য জ্বরভাব মাত্র। আলস্য, ঔদাস্য, বিরক্তি বোধ, ব্যয়ভয়, বা "ক্ষতি নাই"-অনুমানে কে না রোগের আরম্ভে চিকিৎসকের নিকটে যাইতে পরাঙ্মুখ হন্? সহজে উপেক্ষা, কঠিনে চেষ্টা, কোথায় না হইয়া থাকে? কিন্তু নিজের কোনও অনায়াসসাধ্য প্রতীকারোপায় জানা থাকিলে

বোধ হয় প্রায় সকলেই তাহা অবলম্বন করিতে পারেন; এবং তাহা করিলে ভবিষ্যতের দুর্ঘটনা এত ঘটিতে পারিত কি?

আজকাল মুষ্টিযোগ-পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তাহার অধিকাংশই কার্য্যতঃ কোনও উপকারে আসেনা। তাহার কতক গুলির মধ্যে এরূপ দুর্লভ পদার্থসমূহের উল্লেখ দেখা যায় যে তাহা পাওয়াও যায় না, ঔষধও প্রস্তুত হয় না। কোনও খানা এরূপ দুর্ব্বোধ পারিভাষিক শব্দে পরিপূর্ণ যে চিকিৎসা-শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি না থাকিলে রোগী নিজের উপসর্গ তাহাতে ঝটিতি খুঁজিয়া পান্না। মনে করুন্, সামান্য চোয়া ঢেকুর (ধূমা-ঢেকুর) উঠিতেছে, রোগী বুঝিবেন না যে তিনি উহার ঔষধ অজীর্ণ অধিকারে খুঁজিবেন্? কি অম্লপিত্ত অধিকারে? বা গ্রহণী অধিকারে? অথবা ক্রিমিরোগে খুঁজিলে তাঁহার ঐ উপসর্গের ঔষধটী পাইবেন! সেই 'পূতিবুয়োদ্গার' শব্দটি হয়ত তাঁহার বুদ্ধিগোচর অথবা দৃষ্টিগোচরই হইবেনা। কোন কোন পুস্তকের ঔষধগুলি চক্রদত্ত প্রভৃতি প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকের মধ্য হইতে শুদ্ধ নকল করিয়া রাখা মাত্র। যাহা প্রকাশ আছে তাহাই প্রকাশ হইতেছে; কিন্তু যে সকল সুলভ অথচ আশু-উপকারী মুষ্টিযোগগুলি প্রায় প্রত্যেক চিকিৎসকের হাতে-লেখা পুঁথিতে আবদ্ধ আছে তাহা কদাপি প্রকাশ হয় না। সেগুলি বরং তিনি স্বয়ং স্বল্পব্যয়ে প্রস্তুত করতঃ রোগীকে দিয়া নিজ ব্যবসায়ের সাশ্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের এই পুস্তকে এরূপ অনেক মুষ্টিযোগ লিখিত হইল যাহা বাস্তবিকই নানাবিধ নামে কলিকাতায় ও মফঃস্বলের নানা স্থানে প্রচলিত ও বিশেষ উপকারী বলিয়া বিখ্যাত আছে।

উপরি-উক্ত অভাবের পূরণ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া এই পুস্তক খানি রচিত হইল। ইহাতে অকারাদি ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া চলিত কথায় এরূপে রোগের নাম লিখিত হইয়াছে যে খুঁজিতে কষ্ট না হয়। আবশ্যকমত অনেক রোগের ও উপসর্গের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু রোগের লক্ষণ লিখিত হয় নাই; যেহেতু উদরাধ্মান না বলিয়া সোজা কথায় পেট-ফাঁপা বলিলে অধিকাংশ স্থলেই আর লক্ষণ লিখিবার প্রয়োজন থাকেনা। পথ্যের ব্যবস্থাও সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। মুষ্টিযোগের নীচে নীচে প্রত্যেক রোগের প্রচলিত শাস্ত্রীয় ঔষধসমুদায়ও লিখিত হইল; পূর্ব্বাঞ্চলের কবিরাজগণ ও দক্ষিণাঞ্চলের কবিরাজগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ঔষধের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়, এ পুস্তকে উভয়প্রকার ব্যবস্থাই আছে। পুস্তকের শেষে ব্যবস্থিত ঔষধ সমূহের গুণ, প্রয়োগবিধি, ও অনুপান যথাসম্ভব লিখিত হইল। পাঠক মনে করিতে পারেন—ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ ত তৎতৎ শাস্ত্রেই লিখিত আছে, তবে নূতন লিখিবার আবার কি আছে? কিন্তু তাহা নহে। শাস্ত্রে গুণবর্ণনাকালে প্রায় প্রত্যেক ঔষধেই সমস্ত রোগ সারে বলিয়া লিখিত আছে; অথচ কতকগুলি সদা ব্যবহৃত পরমোপকারী ঔষধের বিষয়ে বেশী কিছু লেখা নাই। শৃঙ্গারাভ্র কাশরোগের একটী সাধারণ ঔষধ, কিন্তু ইহার বিষয়ে লিখিত আছে:—বল্যো বৃষ্যশ্চ ভোগ্যঃ তরুণতরকরঃ সর্ব্বরোগে প্রশস্তঃ, শৃঙ্গারাভ্রেণ কামী যুবতিজন-শতাভোগ যোগাদতুষ্টঃ (অর্থাৎ ইহা বলকারক, শুক্র জনক, ভোগযোগ্য, তরুণ যৌবন প্রদ, সমস্ত রোগে প্রশস্ত, এবং কামুক ব্যক্তি ইহা সেবনান্তে শতরমণীসহ পূর্ণ সঙ্গমে ও পরি-

তৃপ্ত হয় না।) কিন্তু আবার দেখুন, চন্দনাদিলৌহ নানাবিধ বিষমজ্বর, পিত্তাশ্রিত জ্বর, মেহজ্বর ও জীর্ণজ্বরের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহার বিষয়ে "নিহন্তি বিবিধান্ বিষম জ্বরান্"— কেবল এই মাত্রই লিখিত আছে। অগ্নিতুণ্ডী-নামক বটী অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, গ্রহণী, শূল ও অম্লপিত্তের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ, কিন্তু উহার বিষয়ে কেবল লেখা আছে—"মরিচাভাং বটীং খাদেৎ অগ্নিমান্দ্য প্রশান্তয়ে।" এইরূপে প্রত্যেক রোগের যে শত শত ঔষধ শাস্ত্রে লিখিত রহিয়াছে তন্মধ্যে কোন্ অবস্থায় কোন্-টির প্রয়োগ করিলে ফললাভের সম্ভাবনা তাহা বৃদ্ধ বৈদ্যগণের উপদেশগ্রহণ ও নিজের অনুসন্ধিৎসা-ব্যতিরেকে শুধু গ্রন্থ পড়িয়া কদাপি আয়ত্ত হয় না।

এই উভয় উপায়ে দীর্ঘকালে যাহা কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছি, শিক্ষার্থী তৎসমুদায় একযোগে অনায়াসে অল্প সময়ে এই পুস্তক হইতে শিখিতে পারিবেন। অধিকন্তু নিজগৃহে একজন চিকিৎসক থাকিলে যেমন কোনও রোগ হইবামাত্র তৎপ্রতিবিধানবিষয়ে অনুক্ষণ তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা যায়, তেমনি গৃহস্থ অসুখ-বিসুখে সর্ব্বসময়ে এই পুস্তকের দ্বারা কিংকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবেন এরূপ আশা করি, এ আশার ন্যূনাধিক পূরণ এক্ষণে বিশ্ব-বিধাতার ইচ্ছাধীন।

(ইতঃপর এই পুস্তকের আর চারিটী প্রকরণ প্রকাশিত হইবে;—যথা জারণ-প্রকরণ, দ্রব্যগুণ প্রকরণ, নাড়ীজ্ঞান-প্রকরণ ও ভৈষজ্যোপকরণ।)

সহজ

কবিরাজী-শিক্ষা।

চিকিৎসা-প্রকরণ।

অজীর্ণ-অগ্নিমান্দ্য।—গুরুপাকদ্রব্য অধিক পরিমাণে, বা অনভ্যাসে অধিক রাত্রে খাইলে, বা একবার খাইয়া পরিপাক না হইতেই পুনর্ব্বার খাইলে, রাত্রে বেশী ঠাণ্ডা লাগাইলে কিম্বা অতিরিক্ত গরম করিলে, রাগ শোক দুশ্চিন্তা প্রভৃতির দ্বারা মনের যে অস্থিরতা হয় সেই অবস্থাতেই আহার করিলে, যদি পেট ফাঁপে বা পেট ফাঁপিয়া ভস্‌কা ভস্‌কা বাহ্যে হয়, অথবা তরল ভেদ হইতে থাকে তবে অজীর্ণ বা "বদ্ হজমী" হইয়াছে বলা যায়। এ অবস্থা সচরাচর প্রায়ই লোকের হইয়া থাকে, একটু সাবধান থাকিলেই সারিয়া যায় কিন্তু এরূপ অবস্থায় অত্যাচার করিলে, উৎকট অতিসার রোগ জন্মিতে পারে।

এরোগে সহসা ধারক ঔষধ না দিয়া পাচক ও ঈষৎ ধারক এই উভয় গুণযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

আধছটাক মউরী দেড় পোয়া জলে এক বা দেড় ঘণ্টা ভিজাইয়া পরে রগ্‌ড়াইয়া ছাঁকিয়া লইবেন এবং উহাতে আধ ছটাক চূণের জল ও একটী কাগজী নেবুর রস মিশাইয়া এক ঝিনুক পরিমাণে দিনে ৩।৪ বার পান করিলে অতি শীঘ্র অজীর্ণ উপশমিত হয়।

মুথা, সৈন্ধব লবণ ও আমরুল শাক একত্রে ছেঁচিয়া আগুণে একটু সেকিয়া ঠাণ্ডা হইলে রস নিংড়াইয়া লইবেন—এই রস এক কাঁচ্চা পরিমাণ দু তিন বার সেবন করিলে অগ্নিদীপ্তি ও অজীর্ণ দোষ নিবারিত হয়।

লবঙ্গ, বিট্ লবণ, মৌরী ও যোয়ান্ সমভাগে লেবুর রসে বাটিয়া কুল আঁটীর মত বড়ী করিয়া চালুনি জলের সহিত বা শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অপাক নিবারণ হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি ও আহারে রুচি হয়।

হিমসাগরের (পাথরকুচী, পাথর চুণে) পাতা, যোয়ান্, মউরী ও সৈন্ধব পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে অজীর্ণ ও অক্ষুধার শান্তি হয়।

কেবল কাগজী লেবুর রসে কিঞ্চিৎ বিট্লবণ বা সৈন্ধব লবণ অথবা সোডা গুলিয়া খাইলেও যথেষ্ট উপকার হয়।

এই রোগে শাস্ত্রোক্ত ঔষধ—বজ্রক্ষার, অগ্নিকুমার, ক্ষুধাবতী, লবঙ্গাদি, বটী অজীর্ণ ভৈরব, ভাস্কর লবণ।

পথ্য।—প্রথমে উপবাস, বার্লী বা যবমণ্ড, বেশ ক্ষুধা হইলে সদ্য ধোয়া গরম ভাত ও লেবুর রস এবং ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, কাঁচকলা, ডুমুর, পটোল, মানকচু, নেবুর রস মিশ্রিত মসূরের ঝোল, গন্ধভাদালের ঝোল।

অতিসার।—পূর্ব্বোক্ত অজীর্ণদোষ বৃদ্ধি পাইয়া, দূষিত জলবায়ু কর্ত্তৃক, ক্রিমি বশতঃ, মনের কোনও রূপ প্রচণ্ড উদ্বেগ, শীতে অতিরিক্ত শীতক্রিয়া, গ্রীষ্মে অত্যন্ত উষ্ণসেবন, বা রৌদ্র সেবন বশতঃ বা কোনও রূপে পেট গরম হইলে, জলবৎ

মলের অতিসরণ অর্থাৎ অতিরিক্ত নিঃসরণ হইতে থাকে তাই রোগের নাম অতিসার।

অতিসারে অপক্ক (য়্যাকিউট্) ও পক্ক অবস্থা বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা কর্ত্তব্য; অপক্কাবস্থায় অজীর্ণোক্ত পাচক ঔষধ ও পক্কাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমেই তীব্র ধারক দিলে বিপদের সম্ভাবনা।

জায়ফল, জীরা, ভূষাকালি (যাহা হাঁড়ীর তলায় থাকে) বেল শুঁট, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, চূণের জলের সহিত ৬ রতি প্রমাণ বড়া করিয়া রাখিবেন, ৩ ঘণ্টা অন্তর এক একটি বড়ী গরম ধাতুতে চালুনি জলের সহিত ও কফের ধাতুতে কর্পূর জলের সহিত সেবন করিলে নিশ্চয় অতিসার বন্ধ হয়।

সোহাগের খই ১ পুরাতন দেওয়ালের চুন ১ ধনে চূর্ণ ১ মোচরস ১ মউরী চূর্ণ ২ ভাগ—ইহার ।০ বা ।৵০ আনা ওজন, শীতল জলের সহিত খাইলে অতিসারের বেগ ক্ষান্ত হইয়া অগ্নিদীপ্তি হয়।

কচি তেঁতুলপাতা, বাবলাপাতা, যোয়ান্, আধপোড়া লবঙ্গ এবং ফুলখড়ী একত্রে আমরুলের রসে পিশিয়া কুল অাঁটির মত বড় করিয়া চূণের জলের সহিত বা শীতল জলের সহিত সেবন করিলে প্রবল অতিসার শীঘ্রই নিবৃত্ত হয়!

মুথা, কর্পূর, ফট্‌কিরি ও মউরী চালুনিজলের সহিত বাটিয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিয়া "চিৎ" হইয়া নিদ্রা গেলে, এবং উহাই বড়ী করিয়া দুই একটী খাইলে দুর্দ্দম অতিসার বেগ ক্ষান্ত হয়।

কমলা লেবুর খোসা, বেলপাতা, সিদ্ধি, শুঁঠ, বিট লবণ,

জীরা, শঙ্খভস্ম, মুথা ও কয়েৎ বেলের পাতা একত্রে জল দিয়া বাটিয়া ছোট কুলের মত বড়ী করিয়া শুকাইয়া রাখিবেন। এই বড়া আবশ্যক মত চালুনি জল, কর্পূর জল বা লেবুর রসের সহিত দিনে ৩।৪টা সেবন করিলে, অম্লজনিত দম্‌কাভেদ, পেট কাম্‌ড়ানি, পেট ফাঁপা, আমাতিসার, অপাকজনিত প্রবল অতিসার, ও পুরাতন গ্রহণী রোগের দুর্দ্দমনীয় ভেদ আশু প্রশমিত হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—ভুবনেশ্বর, রামবাণ, নৃপবল্লভ, বৃহল্লবঙ্গাদি, রাজবল্লভ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, প্রবাহকপাট, কর্পূর রস।

পথ্য।—প্রথমে উপবাস, পরে বার্লী, এরারুট, আতপ-চালধোয়া জলের সহিত সিদ্ধকরা সাগু; ক্ষুধা হইলে, বেশী জলে অল্প পরিমাণ পুরাতন সূক্ষ্ম চাউল ন্যাক্‌ড়ায় ঝুলাইয়া সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে ফেণ ঝরাইয়া গন্ধভাদালের ঝোল, ট্যাংরা ও খল্‌সে মাছের ঝোল এবং লেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইবেন।

অম্লপিত্ত।—অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া, ভাজা পোড়া প্রভৃতি গুরু দ্রব্য বেশী বা সর্ব্বদা খাওয়া, পেটে দুটি ভাত দিয়াই কার্য্যের অনুরোধে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া যাওয়া, এক দিন এক সময়ে অন্য দিন অন্য সময়ে আহার করা, ম্যালেরিয়া জ্বরে বহুদিন ভুগিতে ভুগিতে যকৃতের ক্রিয়া বিকৃত হওয়া, যৌবনে অন্যায় উপায়ে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হেতু পাকযন্ত্রের দুর্ব্বলতা, বৃথা বিলাসিতার জন্য বিনা সর্দ্দিতে প্রতিদিন গরম গরম চা খাওয়া, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথচ তৎসঙ্গে কায়িক

পরিশ্রমের অভাব, উপদংশ বিষ শরীরে থাকা, অতিরিক্ত মদ্যপান বা দিনমানে মৈথুন, ক্রিমির উৎপাত ইত্যাদি কারণে আজকাল শতকরা আশী জন লোকের অম্লপিত্ত রোগ জন্মিতে দেখা যায়। অম্লপিত্ত অতি কঠিন রোগ, একবার শরীরে রীতিমত বদ্ধমূল হইলে, শেষে চিরজীবনের সঙ্গী হইয়া থাকে। ইহা হইতে ক্রমে এরূপ সমস্ত উপসর্গ দেখা দিতে থাকে যে, অম্ল যে তৎসমুদায়ের কারণ তাহা হঠাৎ ধারণাই হয় না। তাই শাস্ত্রে লিখিত আছে—"ভিষগ্‌মোহকরং হি তৎ" অর্থাৎ ইহা চিকিৎসকের ভ্রান্তিজনক। হিষ্টিরিয়া, উন্মাদ, অকারণ মনের বিষণ্ণভাব, সর্ব্বদা মৃত্যু-ভয়, শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, গায়ে চাকা চাকা দাগ, জ্বর জ্বর ভাব, জলোদর, উৎকাশি, শোথ, গুল্ম, শূল, সর্ব্বদা সর্দ্দিবোধ বা হঠাৎ অতিরিক্ত গরম বোধ, স্ত্রীলোকের রজোদোষ, শুক্র তারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ঘন চূণের জলের মত বস্তু (ফস্‌ফেট্) নিঃসরণ, বহুমূত্র, হৃদ্রোগ, ক্ষয়কাশ, ওজঃক্ষয় (আল্‌বুমেন্‌-ইউরিয়া) প্রভৃতি নানা উপদ্রব ইহা হইতে ক্রমে আসিয়া জুটে। এই রোগে কাহার পাতলা দাস্ত, কাহারও বা কোষ্ঠবদ্ধ, কাহার সাদা ঢেকুর, কাহারও অম্লাস্বাদযুক্ত ঢেকুর, কাহারও বা যাহা খাওয়া যায় সেই দ্রব্যেরই কাঁচা গন্ধযুক্ত ঢেকুর উঠিতে থাকে। এ রোগে বৈদ্যের কঠোর হুকুম অপেক্ষা রোগীর সহ্যাসহ্য বুঝিয়া পথ্য করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু দেখা যায়—কেহ এক বিন্দু ঘৃত খাইলে সারাদিন ঘিএর ঢেকুর তুলেন, কেহ ঘি খাইয়া ভাল থাকেন, কেহ দুধ খাইয়া আরাম পান, কেহ বা আদৌ দুধ সহ্য করিতে পারেন না। কাহারও পক্ষে মাংস বিষবৎ, কাহার কাহার

পক্ষে মাংসাহার সুখকর হইয়া থাকে। অনেকে অম্লের লেশমাত্র সহিতে পারেন না, কেহ বা অম্ল খাইয়া ভাল থাকেন। অম্লরোগী যত অল্প জলপান করেন, ততই ভাল থাকেন, কিন্তু একেবারে জল পরিত্যাগও উচিত নহে। শরীর পোষণের জন্য মানবশরীরে জলের কিছু আবশ্যকতা আছে। প্রথম হইতেই জলপান অনভ্যাস করিয়া ফেলিলে, শেষে আর জল সহ্য হয় না; রোগী ক্রমে শুষ্ককায়, কৃশ ও লাবণ্যহীন হইয়া পড়ে। দিনের আহারের মধ্যে জল না খাইয়া উষাপান করিলে বিশেষ উপকার হয়। শাস্ত্রে বলিতেছে :—

অম্ভসঃ প্রস্থতান্যষ্টৌ পিবন্ রবৌ অনুত্থিতে।
বাতপিত্ত গদান্ হত্বা জীবেৎ বর্ষশতং নরঃ॥

অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আধ সের জল প্রতিদিন পান করিলে, বায়ুপিত্তজনিত সমস্ত রোগ দূর হইয়া মনুষ্য শতবর্ষ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। যাহাদের কফের ধাতু, উষাপান দ্বারা তাহাদিগের প্রথম প্রথম সর্দ্দি বোধ হইতে পারে, কিন্তু নাসিকা বন্ধ করিয়া জলপান করিলে কফবৃদ্ধি হয় না।

সংক্ষেপে, এ রোগে ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের দিকে বেশী দৃষ্টি আবশ্যক।

হাঁসের ডিমের খোলা ভস্ম ১ যোয়ান্ ২ তেঁতুল ফলের খোলা ভস্ম ১ সাজীমাটী ।।০ আমলকী চূর্ণ ২ ভাগ—ইহার ৵০, ৶০, বা ।০ আনা পরিমাণ শীতল জলের সহিত আহারান্তে সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও তজ্জনিত শূলের আশু প্রতিকার হয়।

কাঁচা হলুদ, পল্‌তা, কাঁচা আমলকী ও আদা একত্রে

ছেঁচিয়া উহার রসে ৩০ ফোঁটা কাঁচা পেপের আঁটা দিয়া প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিলে যকৃতের দোষ ও অম্লের দোষ নিশ্চয় নিবারিত হয়।

পুদিনা শাক, পুরাতন তেঁতুলের শাঁস, কিস্‌মিস্‌, ইক্ষুগুড় ও অল্প গোলমরিচ একত্রে বাটিয়া চাট্‌নী করিয়া প্রত্যহ ভাতের সঙ্গে খাইলে অম্লপিত্ত উপশমিত হয়।

মিশ্রি ৪, ছোলা ৩, আমলকী ২ ও লবঙ্গ ১ ভাগ একত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে পান করিলে অম্লপিত্ত নিশ্চয় দমন হয়।

হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও নালতে ভিজাইয়া কিঞ্চিৎ চূণের জলের সহিত পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—অম্লপিত্তান্তক চূর্ণ, অম্লক্ষার, অগ্নিমুখ চূর্ণ, অগ্নিসন্দীপন, বজ্রক্ষার, ক্ষুধাবতী, ধাত্রীলৌহ, মহাশঙ্খবটী, আমলকী খণ্ড, নারিকেল খণ্ড অম্লবজ্র।

পথ্য।—বৃদ্ধির সময়ে ৪০।৫০ ফোঁটা চূণের জলের সহিত মিশ্রিত বক্না দুধ, দুধ খই, দুধ বার্লী, দুধ সাগু, একটু ভাল হইলে দিনে ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল ও সুসিদ্ধ অন্ন, রাত্রে দুধ খই বা ফুল্‌কা লুচী।

অনিদ্রা।—কোনও রোগের জন্য নিদ্রাহানি হইলে সেই রোগেরই চিকিৎসা আবশ্যক। বায়ুজনিত হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া কর্ত্তব্য :—

নারিকেলের জলে, মিশ্রি, হরিতকী, আমলকী ও বহেড় ভিজাইয়া সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে ও মস্তকের উপর

ন্যাকড়ার পটি করিয়া লাগাইলে মস্তিষ্ক শীতল হইয়া নিদ্রা হয়।

কেশুত্তে পাতা, সুশুনি শাক ও হিমসাগরের পাতা ছেঁচিয়া সেই রস পরিষ্কার চিনির সহিত পান করিলে নিদ্রা হয়।

তেলাকুচার পাতা ও কাঁচা হলুদ ছেঁচিয়া তাহার রস তিল তৈলের সহিত ফেনাইয়া মস্তক মর্দ্দন করিলে মস্তিষ্কের উত্তাপ ও নিদ্রাবিঘ্ন দূর হয়।

কাঁচা পটোল, রাস্না ও শতমূলী এক সঙ্গে পেষণ করিয়া সেই রসের সহিত আধ রতি মকরধ্বজ, অভাবে আধ রতি উৎকৃষ্ট রসসিন্দুর মাড়িয়া পান করিলে অনিদ্রা দূর হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—বৃহচ্চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ, বায়ুবিধ্বংসী, প্রাণবল্লভ, প্রস্বাপন চূর্ণ, মকরধ্বজ, মধ্যম নারায়ণ তৈল, বিষ্ণু তৈল, বায়ুসুরেন্দ্র তৈল, হিমসাগর তৈল।

অর্শ।—বাহ্যের বেগ চাপিয়া রাখা, মল ত্যাগ কালে অতিরিক্ত কুন্থন, উৎকটুকভাবে উপবেশন, বহুকালস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা, মলের দ্বারস্থ ক্ষুদ্রক্রিমি, পুরাতন আমাশয় রোগ, সঞ্চিত গ্রহণী, অতিরিক্ত লঙ্কার ঝাল খাওয়া, আগুণের কাছে কাজ করা, আলস্যবশতঃ সর্ব্বদা কোমল শয্যায় শুইয়া বা বসিয়া থাকা, অতিরিক্ত মদ্যপান, নিরন্তর ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ বশতঃ পিত্ত বিকৃত হওয়া বা পিতা মাতার অর্শ থাকা ইত্যাদি কারণে অর্শোরোগ জন্মে। বাহিরে ও ভিতরে—এই দুই রকম অর্শের বলি হয়। কঠিন মল নির্গত হইবার সময়ে ভিতরকার বলিতে ঘর্ষণ লাগিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। এই রোগে দাস্ত পরিষ্কার রাখার দিকে দৃষ্টি আবশ্যক।

জঙ্গীহরিতকী, নাগেশ্বর ফুলের রেণু, দুর্ব্বামূল ও পিপুলমূল সমভাগ একত্রে আমলাভিজান জলে পিষিয়া কুল আঁটির মত বড়ী করিয়া শুকাইয়া রাখিবেন। এই বটি ঘোলের সহিত দুবেলা দুটি সেবন করিলে দুপ্রকার অর্শই আরোগ্য হয়।

ওলকচু চূর্ণ ॥০ কৃষ্ণজীরা ।০ ও গন্ধক ✓০ একত্র করিয়া মাখন ও মিশ্রির সহিত প্রত্যহ খালিপেটে খাইলে নানা প্রকার অর্শোরোগ ভাল হয়।

আল্‌তা-ভিজান জলের সহিত ।০ আনা লাল গ্যাঁদা ফুলের পাপ্‌ড়ী, ৵০ আনা আতপ চাউল ও ৬ রতি খএর এক সঙ্গে বাটিয়া খাইলে অর্শের রক্তস্রাব আশু নিবারণ হয়।

সিদ্ধিচূর্ণ ৪ হলুদের গুঁড়া ২ ও শুঁঠ চূর্ণ ১ ভাগ একত্রে কাপড় পুঁটলীতে আগুণে গরম করিয়া অর্শের গুটীতে স্বেদ দিলে শীঘ্র বেদনা নিবারণ হয়।

একরতি আফিং, ৪ রতি কর্পূর ও ৮ রতি সাজিমাটী একত্রে গাওয়া ঘিএর সহিত মাড়িয়া প্রলেপ দিলে অর্শের ব্যথা নিবারণ ও বলি শুকাইয়া যায়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—অর্শঃকুঠার, কুটজরসক্রিয়া, শোণিতার্গল, প্রাণবল্লভ, প্রাণদাগুড়িকা, বৃহৎ শূরণ মোদক। আর্শোবজ্র।

পথ্য—সারক দ্রব্য মাত্রেই, পাকা পেঁপে, কাঁচা পেপের তরকারী, পাকা যজ্ঞডুমুর, ওল, মানকচু, ভূষিযুক্ত আটা, পুরাতন চাউলের অন্ন, কাঁচা মুগের ডাল, রাত্রে দুদ সুজী, দুদ খই বা দুদরুটী।

আগুনে পোড়া।—রেড়ীর তৈল ও মধু এক সঙ্গে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে পোড়া জায়গার জ্বালা নিবারণ হইয়া ফোস্কা বা ঘা হইতে পারেনা।

ঘৃতকুমারীর রসে চিনি মিশাইয়া প্রলেপ দিলে পোড়ার জ্বালা সদ্য নিবারণ হয়।

মাখন ও মধু, বা মাখন ও মাৎগুড়, অথবা গোলাপ জল ও তিলের তৈল এক সঙ্গে মিলাইয়া পোড়া জায়গায় লাগাইয়া দিলে জ্বালা নিবারণ হয় ও ঘা হইতে পারেনা।

চূণের জলের সহিত তিলতৈল বা নারিকেল তৈল মিশাইয়া প্রলেপ দিলে তদ্দণ্ডে পোড়া ঘাএর জ্বালা নিবারণ হইয়া ক্রমে ঘা শুষ্ক হয়।

আঙ্গুনি।—পায়ের তলায় হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মূল বসিয়া গরম হইলে ঐ আঙ্গুলের মূল বারম্বার ফোলার উপরে ধরিবেন, এইরূপ করিলে ক্রমে বসিয়া যায়; পাকিবার উপক্রমে এরূপ করিতে নাই; বরং সে সময়ে ফোড়া পাকিবার যে যে ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহারই একটী বিবেচনা পূর্ব্বক দিবেন।

সিদ্ধিচূর্ণ, হলুদের গুঁড়া, ও নিমপাতা চূর্ণ, একত্রে কাপড় পুঁটলীতে করিয়া আগুনের তাপে গরম গরম স্বেদ দিলে ব্যথা ফোলা নিবারণ হয়।

মধুতে জায়ফল ও গেরিমাটী ঘসিয়া পানের বোঁটায় করিয়া লাগাইয়া দিলে আঙ্গুনি বসিয়া যায়।

আমাশয়।—ভাজা পোড়া পচা বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, রাত্রে বেশী ঠাণ্ডা লাগান, অনভ্যাসে বা দুর্ব্বল শরীরে

অতিরিক্ত রৌদ্র সেবা, ম্যালেরিয়া বিষ শরীরে থাকা, অতিরিক্ত মদ্যপান, বেশী রুক্ষ করা, একবার খাইয়া পরিপাক না হইতেই পুনরায় খাওয়া, যে সর্দ্দি বা শ্লেষ্মা নাকমুখ দিয়া উঠিতেছে তাহা হঠাৎ বসিয়া যাওয়া ইত্যাদি, এই রোগের কারণ। অচিকিৎসা, কুচিকিৎসা বা রোগীর দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা হইতেই রক্তামাশয় জন্মে। এ রোগের প্রথমে নাড়ীতে প্রায়ই একটু জ্বর থাকে. সেরূপ অবস্থায় গরম হইয়াছে মনে করিয়া, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা করিলে অনেক স্থলে আরো অধিক উপসর্গ উপস্থিত হয়। প্রথমাবস্থায় ধারক ঔষধ দেওয়া নিষিদ্ধ; তবে মুহুর্মুহু অতিরিক্ত ভেদ হইয়া বলক্ষয় হইতে থাকিলে অবশ্য প্রবল ধারক দিতে হয়। আধ পোয়া চিড়া ভিজাইয়া চট্‌কাইয়া কাথ ছাঁকিয়া লইবেন, সেই কাথের সহিত মর্ত্তমান কলা, দই ও চিনি মিশাইয়া খাইলে পেটগরম জনিত আমাশয় ভাল হয়।

ইসব্‌গুল ভিজাইয়া তাহাতে ১০।১৫ ফোঁটা তার্পিন তেল দিয়া দিনে দুবার খাইলে অতিশীঘ্র আমাশয় ভাল হয়।

দুই রতি শ্বেত ধুনা, ৪।৫ টী কচি কুল পাতা, দু আনা শাদাজীরা, ৷৷০ আনা পরিষ্কার চিনি একত্রে পিষিয়া দুইবারে খাইলে শীঘ্র আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

গন্ধ ভাদুলে (গাঁদাল) থানকুনী (থুলকুড়ী) দাড়িমপাতা ও মুথা ছেঁচিয়া সেই রস আধছটাক পরিমাণ খাইলে নিশ্চয় আমাতিসার ভাল হয়।

রাত্রে একটী কাঁচা বেল আগুনের মধ্যে রাখিয়া দিয়া, প্রাতঃকালে তাহার ২ ভরি শাঁস লইবেন, পরে চাল-ধোওয়া জলের সহিত শ্বেতচন্দন ঘসিয়া ঐ বেলশাঁসের সহিত মিশা-

ইবেন এবং উহাতে আধ রতি কর্পূর ও আধভরি চিনি মিশাইয়া খাইলে আমাশয় ও তৎসহিত পেট কামড়ানি গা-বমি-বমি প্রভৃতি উপসর্গ নিশ্চিত ভাল হয়।

ডালিমের খোলা, ধনে, সিদ্ধি, মোচরস, হরিদ্রা, সোহাগার খই ও জায়ফল একত্রে বাটিয়া ৪।৫ রতি প্রমাণ বড়ী করিয়া রাখিবেন; গরম ধাতুতে মুথার রস ও নরম ধাতুতে চাল ধোয়া জলের সহিত ব্যবহার করিলে সত্বর ইহার আরোগ্য হয়।

কেবল জীরা ভাজার গুঁড়া ৬ রতি ও মোচরস চূর্ণ ৩ রতি মধু দিয়া খাইলেও আরোগ্য হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—আনন্দভৈরব, রামবাণ, সিদ্ধ-প্রাণেশ্বর, প্রাণবল্লভ, নৃপবল্লভ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, প্রবাহকপাট, আমরাক্ষসী, লালগুঁড়া, মহাকামেশ্বর মোদক।

পথ্য।—বাড়াবাড়ির সময়ে জল বার্লী, বেলশুঁঠের-সহিত-সিদ্ধ বার্লী, আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত সিদ্ধ সাগু, পরে হৃদ্ ভাত, ঘোলভাত, ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল ও নেবুর রস যুক্ত ভাত, এবং রাত্রে বার্লী।

আধকপালি।—অর্দ্ধহস্ত পরিমিত আতার ডাল যে দিকে বেদনা তাহার বিপরীত দিকের কাণের উপরে রাখিলে আধকপালি আরোগ্য হয়।

শুল্ফা ও বিট্ লবণ বাটিয়া ওলের রসে গুলিয়া ব্যথা স্থানে প্রলেপ দিলে ব্যথার উপশম হয়।

দারুচিনি, কুঁচলে, লবঙ্গ ও চিনি বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেদনার শান্তি হয়।

মুচুকুন্দ ফুল, (বেণে দোকানে পাওয়া যায়) কর্পূর, গোল-মরিচ, সমুদ্র ফেন, ও ধুতরার বীচি এক সঙ্গে ছাগদুগ্ধে বাটিয়া লাগাইলে বেদনার আশু উপশম হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—শিরোবজ্র রস, নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস মহা দশমূল তৈল, ষড়বিন্দু তৈল, ভৃঙ্গরাজ তৈল, পুষ্পরাজ প্রসারিণী তৈল।

আলজিব ফোলা।—হরিতকী, গিরিমাটী, রান্না-ঘরের ঝুল, ও গোল মরিচ বাটিয়া জলে গুলিয়া সেই জল গরম করিয়া আকণ্ঠ কবল করিবেন অর্থাৎ মুখের মধ্যে এত বেশী পরিমাণে পূরিয়া রাখিবেন যাহাতে গলার মধ্যে ঐ জলের তাপ লাগে।

এক ঘটি জলে খএর, কর্পূর ও অল্প পরিমাণ চূণ গুলিয়া ঐ ঘটী আগুনের উপরে বসাইবেন, যখন উহার মধ্য হইতে বাষ্প বাহির হইতে থাকিবে, তখন ঘটীর উপরে মুখ হাঁ করিয়া গলার মধ্যে গরম স্বেদ লইলে শীঘ্র ব্যথা-ফোলার উপশম হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—লক্ষ্মীবিলাস, কস্তুরাভূষণ, কফ রাক্ষসী, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মকরধ্বজ।

আমরক্ত।—(রক্তাতিসার) অস্পষ্ট আমাশয় হইতে জন্মে, পরিশেষে অন্ত্রমধ্যে ঘা হইয়া ক্রমে পুঁজের সহিত মিশ্রিত নানা বর্ণের মল, এমন কি নাড়ী পর্য্যন্ত পচিয়া ভয়ানক যন্ত্রণার সহিত, বাহির হইতে থাকে। এ অবস্থায় বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

সাদাজীরা, খএর, কুকসিমার শিকড় (কুকুর শোঁকা) ও

কচি ডালিম বাটিয়া মেথী ভিজান জলের সহিত ।০ আনা পরিমাণ দিনে ৩।৪ বার খাইলে অতি কঠিন রক্তামাশয়ও আরাম হয়।

আয়াপানের পাতা, আকনদ্ পাতা (নিমুখীর পাতা) কচি জাম পাতা ও ইন্দ্রযব বাটিয়া /০ আনা হইতে ✓০ আনা পরিমাণ জলের সহিত সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

কুড়্‌চি, মেথী, দা[illegible]ফুল, বটের ঝুরি ও গেরিমাটী প্রত্যেক সমভাগ, জল দিয়া বাটিয়া কুলবীজের মত বড়ী করিয়া রাখিবেন, ইহার এক একটী বটী ছাগ দুগ্ধের সহিত দিনে তিন বার সেবন করিলে অতি দুঃসাধ্য রক্তামাশয় নিশ্চিত আরোগ্য হয়।

কুড়চি ১ ভরি, বকুল ছাল ॥০ ও গাবের ছাল ॥০ আনা /॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া (ঠাণ্ডা হইলে) তিনবারে সেবন করিলে নিশ্চয় রক্তামাশয় ভাল হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—কুটজাষ্টক, কুটজরসক্রিয়া, বৃহৎ কুটজাবলেহ, অভয়নৃসিংহরস, পীযুষবল্লীরস, প্রবাহকপাট।

পথ্য।—কঠিনাবস্থায় বেলশুঁঠ ও জামপাতা-সিদ্ধজলের সহিত পাক-করা বার্লী। ছাগ দুগ্ধ, ছাগদুগ্ধসিদ্ধ বার্লী, আতপ চাউলের জলের সহিত সিদ্ধ-করা ও কাপড়-ছাঁকা সাগু, এরারুট, পরে পুরাতন চাউলের অন্ন, মাগুর, কৈ, শিঙ্গীমাছের ঝোল প্রভৃতি।

উন্মাদ।—দুঃসহ শোকবেগ, দিবানিশি দুশ্চিন্তা, বিষভক্ষণ, মস্তকে আঘাত-লাগা, স্ত্রীলোকের ঋতুবিঘ্ন, পুরুষের শুক্রা-

পচার প্রভৃতি কারণে বায়ু বিকৃত ও মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া এ রোগ জন্মে। শ্লেষ্মদোষে ও বাতশ্লেষ্ম দোষে হইলে রোগী ধন্ধ ও নিশ্চল হইয়া থাকে, কথা কহিতে বা লোকালয়ে যাইতে ভাল বাসেনা। এক দৃষ্টে অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ কতকগুলি অসম্বদ্ধ কথা বলিয়া বা হাসিয়া ফেলে, রোগী একগুঁয়ে হয়, শুইলে উঠিতে চায়না—উঠিলে শুইতে চায়না। এরূপ উন্মাদে ঠাণ্ডা করিলে রোগের বৃদ্ধি হয়।

পুরাতন ঘৃত ।০ আনা, বহেড়ার বীজচূর্ণ ৵০ উৎকৃষ্ট মকরধ্বজ এক রতি, মধু ।০ আনা, মিশ্রীচূর্ণ ৷৷০ আনা একত্রে মাড়িয়া খাইয়া আধসের ধারোষ্ণ দুগ্ধ (গোরুর টাট্‌কাদোহা দুধ) প্রতিদিন প্রাতে পান করিলে দুর্জ্জয় উন্মাদ রোগ প্রশান্ত হয়।

ব্রহ্মীশাকের রস আধ ছটাক, কাঁচা হলুদের রস এক কাঁচ্চা, শতমূলীর রস এক কাঁচ্চা, পরিষ্কার চিনি ২ ভরি, মাখন ২ ভরি একত্রে উত্তমরূপে মিশাইয়া খাইলে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বায়ু জনিত উন্মাদে অনিদ্রার প্রায় সমস্ত ঔষধই প্রয়োগ করা যায়। "অনিদ্রা" দেখুন। দাস্ত পরিষ্কার রাখা ও নিদ্রা জন্মান এরোগে প্রধান লক্ষ্য করিতে হয়।

শ্লেষ্ম ও বাতশ্লেষ্ম জনিত উন্মাদ রোগে পক্ষাঘাতের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে।

ঔষধ—চতুর্ম্মুখ, বাতচিন্তামণি, চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ, ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, রসরাজ, মহাব্রহ্মী ঘৃত, মহাচৈতসঘৃত, শিবাঘৃত, মহাপৈশাচিক ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত, জীবনারিষ্ট, মধ্যম নারায়ণ তৈল, মহানারায়ণ তৈল, হিমসাগর ও মহামাষ তৈল।

পথ্য।—ঘৃত সৈন্ধবযুক্ত তরকারী, কৈমাছ, সরপুঁটী মাছ, পাব্দা মাছ, রুইমাছের মুড়ো, পাঁঠার মুড়ী, মাখন মিশ্রী, ডাবের জল, ইক্ষু, ধারোষ্ণদুগ্ধ, সদ্যদধি প্রভৃতি।

ঋতু গোলমাল—আজ-কাল যেমন প্রায় প্রত্যেক পুরুষেরই কিছু না কিছু মেহদোষ আছে, তেমনি অন্যপক্ষে অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই কোন না কোন রজোঘটিত দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কখন কমস্রাব, কখন বেশী স্রাব, কখন বা বেদনার সহিত স্রাব হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কারণে সাধারণ স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়া, অম্ল-পিত্ত, ভয়ানক মানসিক উদ্বেগ, অতিরিক্ত সঙ্গম, বিশেষতঃ ঋতুকালে সহবাস প্রভৃতিই ইহার কারণ।

সোহাগার খই, দারুচিনি, কাবাবচিনি, জঙ্গী হরিতকী ও রেণুক সমান ভাগ জবাফুলের রসের সহিত বাটিয়া ১০ আনা পরিমাণ বটী করিয়া সেবন করিলে ঋতুদোষ নিবারণ হয়।

দূর্ব্বার মূল, সোঁদালের আঠা, গোলমরিচ, পিপুল, শুঁঠ একত্রে ৵০ আনা পরিমাণ গরম জলের সহিত সেবনে উক্ত দোষ উপশম হয়।

হিরাকস ১ মুসব্বর ২ জারা ৩ ও জঙ্গী হরিতকী ৪ ভাগ কাটা নটের শিকড়ের রসের সহিত ১০ আনা পরিমাণ বড়ী করিবেন। ডাবের জল একটু গরম করিয়া তাহার সহিত সেবন করিলে রজোবিঘ্ন নিবারণ হয়।

ঔষধ—মকরধ্বজ, পোষ্টাইএর লালগুঁড়া, অমৃত প্রাশ ঘৃত, জীবনারিষ্ট প্রভৃতি সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকারক ঔষধসমুদায়ও [illegible] প্রভৃতি।

একশিরা।—অতিরিক্ত কুন্থন, বাল্যকালের কু-অভ্যাস বশতঃ কোষে টান্ লাগা, শরীরে আমরসের সঞ্চার, ধাতুস্থ বাত-রোগ ইত্যাদি ইহার কারণ।

যবের ক্ষার, সৈন্ধব লবণ, পুরাতন ঘৃত ও আকন্দের আঠা একত্রে মাড়িয়া রৌদ্র-পক্ক করিয়া প্রলেপ দিলে ব্যথা ফোলা নিবারণ হয়।

জয়ন্তীপাতা, নিশিন্দাপাতা, গোলমরিচ, বেলপাতা ও ধুতরা পাতা পিশিয়া রুটির মত করিয়া আগুণের তাপে গরম করিয়া কোষে বাঁধিয়া রাখিলে ব্যথা ও ফোলা উপশমিত হয়।

ঔষধ—লক্ষ্মীবিলাস, নিত্যানন্দরস, প্রাণবল্লভ, শোথশার্দ্দূল বটী, শোথ শার্দ্দূল তৈল, কুব্জ প্রসারণী তৈল।

এঁড়েলাগা।—রুগ্ন মাতার বা গর্ভবতী মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিতে করিতে বা আদৌ স্তনদুগ্ধ না পাইলে, শিশুদিগের মন্দাগ্নি, কাশ, বমি, অরুচি, অক্ষুধা প্রভৃতি জন্মে; ক্রমে পেট্‌টী ফুলিয়া উঠে, পশ্চাদ্ দেশ শুকিয়া যায় ও শিশুর বিশ্রী চেহারা হইয়া পড়ে। এরোগকে সংস্কৃত ভাষায় পারিগর্ভিক বলে।

এই পীড়ায় যাহাতে অগ্নিবৃদ্ধি ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তাহাই দেখা আবশ্যক। কাশ বমি প্রভৃতি উপসর্গের অবশ্য বিবেচনা পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা কর্ত্তব্য। এইরোগে আমাদের মহা-পাচক বটীর ন্যায় উপকারী ঔষধ প্রায় দেখা যায় না।

লবঙ্গ, যোয়ান্, মউরী, হরিতকী, আমলা, চিরতার ফুল যবক্ষার ও সোহাগার খই প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্রে মিশাইয়া ২।৩ রতি পরিমাণে দুবেলা উষ্ণ জলের সহিত সেবন

ঔষধ—ক্ষুধাবতী, অগ্নিসন্দীপন, ভাস্করলবণ, অগ্নিমুখলবণ, হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, জীবনারিষ্ট।

ওলা-উঠা।—এ রোগ যতই ভয়ঙ্কর উপসর্গ যুক্ত হউক, ইহার মূলে আহার বিহারের কোন না কোন অত্যাচার আছে অনুসন্ধান করিলে জানা যায়। তবে বিন্দুমাত্রও অত্যাচার ব্যতীত যে স্থলে ইহা উপস্থিত হইয়া অত্যল্পসময়ে কার্য্যসমাধা করিতে থাকে, সে স্থলে স্বয়ং যম উপস্থিত জানিতে হইবে। মৃত্যুভয় এরোগে ভয়ানক কুপথ্য-স্বরূপ।

রোগটী হইবামাত্র কর্পূরযুক্ত এক গেলাস শীতল জল পান করিলে, ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে না।

জয়িত্রী ✓০ আনা, আপাঙ্গের শিকড়ের ছাল ✓০ আনা, রসসিন্দুর আধ রতি, জাফ্রান ১ রতি একত্রে মাড়িয়া কর্পূরের জলের সহিত সেবন করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

হিং, আফিং, কর্পূর, গোলমরিচ প্রত্যেক সমভাগ, তাম্র ভস্ম অর্দ্ধভাগ একত্রে মটর প্রমাণ বড়ী করিয়া শীতল জলের সহিত দিনে দু তিনবার সেবন করিলে প্রবল ভেদ-বমি শান্ত হয়।

৩টা বটের কুঁড়ী, ১টা বিছাটীর পাতা ও একটী স্থলপদ্মের কচি পাতা একত্রে বাটিয়া তিনটী বড়ি করিয়া কর্পূর জলের সহিত তিনবারে সেবন করিলে ওলাউঠা আরোগ্য হয়।

এতদ্ব্যতীত বমি, হিক্কা, খাইলধরা, গা-জ্বালা প্রভৃতি নূতন নূতন উপসর্গ অনুযায়ী বিবেচনা পূর্ব্বক নূতন নূতন প্রক্রিয়া করিতে হয়।

ঔষধ—প্রথমে নৃপবল্লভ, রামবাণ, বিসূচিবিধ্বংস রস, মধ্যে কর্পূররস, কর্পূরারিষ্ট, ক্ষীরবটী, বিকারাবস্থায় কস্তুরী ভৈরব, সূচিকাভরণ, মৃতসঞ্জীবনী সুরা।

কাউরের ঘা।—পায়ে হয়, কদাচিৎ হস্তেও হয়, পূর্ব্ববঙ্গে বিকাচ বা বিখাজ বলে; বিচর্চ্চিকা ইহার সংস্কৃত নাম। এ রোগ ছেলেদেরই বেশী হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরও কখন কখন হইয়া থাকে।

নিমপাতা, ঘরের ঝুল, হরিদ্রাচূণ, জঙ্গীহরিতকী চূণ ও উনানের পোড়া মাটী প্রত্যেক সমভাগ, মনঃশিলা (মনছাল) সিকিভাগ সর্ষপ তৈলে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ঐরূপ ঘা ভাল হয়।

গন্ধক ২ ভরি, গোবর ভস্ম ।০ আনা, সোরা ॥০ আনা, কর্পূর ॥০ আনা, আয়াপানার রস ⁄।০ একপোয়া, আকন্দপাতার রস ⁄।০ একপোয়া নারিকেল তৈল আধ পোয়া, একত্রে সিদ্ধ করিয়া তৈল অবশেষ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে দিনে দুবার করিয়া প্রলেপ দিবেন। ইহা আশু উপকার দর্শায়।

১ ভাগ আল্‌কাতরা ও ২ ভাগ গজ্জন তৈল একত্রে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে কাউর-ঘা আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়।

চালমুগ্‌রার তৈলের সহিত সোহাগার খই ও মেটে সিঁদুর মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র উপশম হয়।

গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধনে ও জঙ্গী হরিতকী সিদ্ধ করিয়া সেই জল প্রাতে খালিপেটে খাওয়া উচিত।

ঔষধ—জীবনারিষ্ট, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, প্রলেপার্থ ব্রণবৈরী সর্ব্বক্ষতারি চূর্ণ, মরিচাদি তৈল, সোমরাজি তৈল, সিন্দুরাদ্য তৈল।

কাণপচা ও ব্যথা।—ঘোড়ার বিষ্ঠার রসে একটু সমুদ্র ফেন চূর্ণ মিশাইয়া কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করাইলে কাণের পুঁজ-ব্যথা নিবারণ হয়।

তামার পাত্রে সর্ষপ তৈলের সহিত বড় শামুক ও রসুন সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল ফোঁটা২ করিয়া কাণের মধ্যে দিলে এ রোগের দুঃসাধ্য অবস্থাতেও উপকার হয়।

শুষ্ক পানের রস গরম করিয়া অথবা গরুর চোনা গরম করিয়া কাণের মধ্যে দিলে আশু শান্তি পাওয়া যায়।

আধভরি সর্ষপতৈলে দুই তিন ফোঁটা তার্পিণ তৈল দিয়া পানের উপরে প্রদীপ-শিখায় গরম করিয়া কর্ণরন্ধ্রে ফোঁটা ফোঁটা ঢালিয়া দিলে কর্ণশূল আশু নিবারণ হয়।

ঔষধ—লক্ষ্মীবিলাস, কফরাক্ষসী, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস, শিরোবজ্র রস, মকরধ্বজ, মহাদশমূল তৈল, ক্ষার তৈল।

কোষ্ঠবদ্ধ।—কোষ্ঠবদ্ধ হইতে না জন্মিতে পারে এমন রোগ নাই। ইহা দুইপ্রকার আছে; এক প্রকারকে অতিসার রোগের রূপান্তর মাত্র বলিতে পারা যায়। অতিসারে কোষ্ঠগত বায়ু কুপিত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যকে অবিলম্বে বহির্গত করিয়া দেয়; কোষ্ঠবদ্ধ-রোগে কুপিত বায়ু ভুক্ত দ্রব্যকে টানিয়া রাখে ও পরিপাক করিতে একটু সময় গ্রহণ করে; ইহা কেবল পাকস্থলীর দুর্ব্বলতার ফল। এরূপ অবস্থায় দাস্তের ঔষধ না লইয়া পাচক অথচ সারক ঔষধ দিতে হয়, নতুবা প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া কেবল রোগীর অনিষ্টই করা হয়।

দ্বিতীয় প্রকার কোষ্ঠবদ্ধ রোগে, ভুক্ত অন্ন যথাসময়ে পরি-

পাক পায়, তথাপি মল বহির্গত না হইয়া ঊর্দ্ধগ বায়ুদ্বারা মল-বাহিনী নাড়ীতে আবদ্ধ থাকে এবং তথায় পাকোয়া দ্বারা শোষিত হইয়া ক্রমে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় কঠিন হইয়া পড়ে। এস্থলেও প্রবল বিরেচক না লইয়া অনুলোমক (মৃদু-রেচক) বস্তু দ্বারা কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুকে প্রসন্ন করা উচিত, নতুবা বিরেচক ঔষধে একদিন বেশী ভেদ হইয়া প্রতিক্রিয়া (রি-য়্যাক্সন্) দ্বারা ৩।৪ দিনের জন্য পুনরায় কঠোর কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। সঞ্চিত অম্ল এবং ক্রিমিদ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে; অতিরিক্ত ঘাম-প্রস্রাব হইলেও কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিতে দেখা যায়। সে স্থলে একপথ বন্ধ না করিতে পারিলে অন্যপথ মুক্ত হয় না।

সোঁদালের ফুল ঘৃতে ভাজিয়া প্রতিদিন আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

জঙ্গী হরিতকী ৵০ আনা, বিট্ লবণ /০ ও মুসব্বর /০ আনা একত্রে রাত্রের আহারান্তে সেবন করিলে প্রাতঃকালে একটী পরিষ্কার দাস্ত হয়।

সোনামুখী ॥০ আনা, বড় হরিতকী ৪টা, জঙ্গী হরিতকী ৮ টা, মউরী ॥০ আনা, মিশ্রী ২ ভরি রাত্রে গরম জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে দুই একটী দাস্ত হইয়া বায়ু ও পিত্তদোষ নিবারণ হয়।

পুরাতন তেতুলের শাঁস ২ ভরি, কিস্‌মিস্ ১ ভরি, গোলাপ কড়ি ।০ আনা, মউরী ।০ আনা, পাকাবেলের শাঁস /০ ছটাক ও পরিষ্কার চিনি ২ ভরি একত্রে পিশিয়া জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া পান করিলে কোষ্ঠ সাফ হয়।

রেউচিনি, সোনামুখী, কালাদানা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ,

গোলকন্দ সমষ্টির দ্বিগুণ, কুল প্রমাণ বটী করিয়া গরম দুগ্ধের বা গরম জলের সহিত সেবন করিলে উত্তমরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া শরীর স্ফূর্ত্তিমান্ হয়।

কতকগুলি জঙ্গী হরিতকী গরুর চোণায় সিদ্ধ করিয়া চোণা উহাতেই শুকাইয়া লইবেন, পরে নেবুর রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইবেন, এইরূপে ৪ দিন পুনঃ পুনঃ রৌদ্রে রাখিয়া নেবুর রস উহাতে বসাইয়া বেশ্ শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া রাখিবেন।—এই চূর্ণ ৵০ আনা, ৶০ আনা বা।০ আনা পরিমাণ বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠ চূর্ণের সহিত, শীতে পিপুলের সহিত, বসন্তে মধু এবং গ্রীষ্মে ইক্ষুগুড়ের সহিত খাইলে দীর্ঘকালের কঠোর কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হইয়া নানা রূপ পুরাতন ব্যাধি আরোগ্য হয়।

পথ্য—পুরাতন তেতুল, পাকা বেল, পাকা পেঁপে, কাঁচা পেঁপের তরকারী, রাত্রে গরম গরম দুদ্, ও আটার রুটী, নারিকেল, উষাপান প্রভৃতি সারক পথ্য সেবন কর্ত্তব্য।

ঔষধ—অভয়া খণ্ড, ইচ্ছাভেদী, প্রসাদন চূর্ণ, জীবনারিষ্ট।

ক্রিমি—অধিক মিষ্ট, পিঠে, ভাজাপোড়া দ্রব্য, অধিক দধি, মাষকলায়ের ডাল, ও অন্য কফ পিত্ত জনক দ্রব্য খাওয়া, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া—ইত্যাদি ক্রিমি জন্মিবার কারণ; ইহাতে বালক দিগের বড়ই কষ্ট পাইতে দেখা যায়।

জ্বর জ্বর ভাব, দেহের বিবর্ণতা, শূল, গা-বমি-বমি, অক্ষুধা, মুখে ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখ দিয়া জল উঠা, হাঁচি ও সর্দ্দি, অনুৎসাহ, মূর্চ্ছা, ; অতিসার বা একেবারে কোষ্ঠবদ্ধ, এমন কি হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগ ও ক্রিমি-জন্য হইতে পারে।

মলদ্বারের নিকটস্থ অতি-উদ্বেগজনক ক্ষুদ্র ক্রিমি সমুদায় পেটের অবস্থা খারাপ হইলেই প্রায় উদয় হইতে দেখা যায়।

কুট্‌কী ।০, দাড়িমের শিকড়ের ছাল ॥০ ও বিড়ঙ্গ ॥০, আপাঙ্গের পাতা ॥০ ও দারুচিনি ।০ আনা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ৪।৫ ফোটা তার্পিন তৈলের সহিত খাইলে কোষ্ঠে-আবদ্ধ সমস্ত ক্রিমি নিশ্চিত সমূলে নিষ্কাশিত হয়।

পলাশবীজ, সোমরাজ, খোরাসানী যোয়ান, বিটলবণ, বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান জঙ্গীহরিতকী, ইহার ⁄০ আনা বা ৵০ আনা পরিমাণ চূর্ণ চূণের জলের সহিত খাইলে ক্রিমি ও তজ্জনিত সমস্ত উপসর্গ লুপ্ত হয়।

ভাঁট পাতা ও আনারসের পাতা এক সঙ্গে ছেঁচিয়া সেই রস এক ঝিনুক প্রমাণ লইয়া ৩। ৪ রত্তি বিট্‌লবণের সহিত খাইলে নিশ্চয় নানা প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—পারাশরীয় চূর্ণ, ক্রিমিনির্ম্মূল, ক্রিমি-বজ্র চূর্ণ, ক্রিমিমুদ্গার।

পথ্য।—পুরাতন তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন, দুদ্ রুটি, দুদ্ খই, দুদ্ সুজী, দুদ্ সাগু, করোলা, পল্‌তা, নিম-বেগুণ, উচ্ছে, খএর-চূণ-কর্পূর ও যোয়ান-যুক্ত পান, বেশী লবণ, দাস্ত পরিষ্কার রাখা।

কামলা—(ন্যাবা)—এরোগে যকৃতের দোষে চক্ষু ও প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ হয়, সমস্ত শরীর পর্য্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ হইতে দেখা যায়। ইহাতে বাহ্যের রং অধিকাংশ স্থলে শাদা হয়।

নিশাদল পোড়াইয়া তাহার তিনরতি, কট্‌কীচূর্ণ /০ আনা, হরিতকীচূর্ণ ।০ আনা, আমলকীভিজান জলের সহিত খাইলে শীঘ্রই ন্যাবা (কাঁওল) আরোগ্য হয়।

পুনর্ণবাষ্টক পাচনের সহিত একরতি লৌহভস্ম সেবন করিলে দুঃসাধ্য অবস্থাতেও বিশেষ উপকার হয়; পুনর্ণবাষ্টক পাচন যথাঃ—পুনর্ণবা (বা শেপুনে) ।০, নিমছাল ।০, পল্‌তা ।০ শুঁঠ ।০, কট্‌কী ।০, গুলঞ্চ ।০, দারু হরিদ্রা ।০, হরিতকী ।০, আধ-সের জলে সিদ্ধ করিয়া /০ ছটাক অবশেষ রাখিবেন। রোগীর উদরাময় থাকিলে কট্‌কী স্থানে ইন্দ্রযব, এবং হরিতকী স্থানে মোচরস দিবেন।

পিপুলচূর্ণ /০ আনা, আধ ছটাক কাঁচা হলুদ ও পলতার রসের সহিত সেবন করিলে নিশ্চয় এ রোগ আরোগ্য হয়।

আধ ছটাক ডাবের জল ও আধ ছটাক গরুর চোনা এক সঙ্গে মিশাইয়া দিনে তিনবার সেবন করিলে আশ্চর্য্য উপকার হয়।

শস্ত্রোক্ত ঔষধ।—নবায়স লৌহ, পাণ্ডুপঞ্চানন, প্রাণ-বল্লভ, শঙ্খপর্প্পটি, পুনর্ণবা মণ্ডুর, মর্দ্দনার্থ কিরাতাদি তৈল।

পথ্য।—জ্বরযুক্ত অবস্থায় সাগু, যবের মণ্ড, কিস্‌মিস্‌, বেদানা, অন্য অবস্থায় কাঁচা মুগের ডালের ঝোল, সুসিদ্ধ পুরা-তন তণ্ডুলের অন্ন, পল্‌তার ডাল্‌না, আনারস, বেতের আগা প্রভৃতি তিক্ত খাদ্য, পটোল মোচা ইত্যাদি।

কাটা-ঘা—দূর্ব্বা ও লাল গ্যাঁদা ফুল ফটকারী-ভিজান জলে বাটিয়া লাগাইলে তদ্দণ্ডে রক্ত বন্ধ হয় ও ক্রমে ঘা যোড়া লাগিয়া যায়।

তগরপাদুকার পাতা (পাড়া গাঁয়ে পুকুরে ছোট ছোট পদ্মপাতার মত দেখা যায়) ও আয়াপানার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কাটাঘা শীঘ্র জুড়িয়া যায়।

আলতার জলে ন্যাকড়ার পটি ভিজাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়।

পথ্য—দধি, অম্ল, শ্লেষ্মকর দ্রব্য ও অতিরিক্ত রূক্ষসেবা নিষেধ।

কাশ—সর্ব্বদা ধূলি ও ধূম নাসিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া, উপস্থিত হাঁচির বেগ হঠাৎ বন্ধ করা, শক্তির অতিরিক্ত অঙ্গ চালনা যাহাতে বুকের ছাতিতে টান্ লাগে, আহারকালে শ্বাস নালীর মধ্যে ভুক্ত দ্রব্যের প্রবেশ, আলজিব ফোলা, ক্রিমির প্রাদুর্ভাব, পেট গরম হওয়া, কাঁচা সর্দ্দি হঠাৎ শুকাইয়া যাওয়া, অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় ইত্যাদি কারণে এ রোগ জন্মে।

কাবাব চিনি, বড় এলাচের দানা, তুলসীমঞ্জরী ও মিশ্রী এক টুকরা, মুখের মধ্যে রাখিয়া ক্রমে চুষিলে কাশবেগ ক্ষান্ত হয় ও শ্লেষ্ম তরল হইয়া উঠিয়া যায়।

বচ, যষ্টিমধু, পিপুল ও কুড় প্রত্যেকের চূর্ণ একত্রে /০ আনা পরিমাণ দিনে দু তিনবার মধুর সহিত লেহন করিলে নিশ্চয় কাসের উপশম হয়।

সাঁচি পান, কাল তুলসীর পাতা, আদা, অল্প কর্পূর ও লবঙ্গ এক সঙ্গে দিনে দুতিনবার চিবাইয়া খাইলে শ্বাসনালা হইতে শ্লেষ্মা উঠিয়া গিয়া বুকের ভার কমে ও কাসের উদ্বেগ ক্ষান্ত হয়।

বংশলোচন ২ রতি, পিপুল চূর্ণ ২ রতি, গন্ধক চূর্ণ ১ রতি, সোহাগার খই ১ রতি, আকন্দফুল চূর্ণ ১ রতি একত্রে মধুর সহিত

গুলিয়া খাইলে আলজিব-বৃদ্ধির জন্য কাশি, বায়ু জনিত উৎ-কাশি ও বুকের ঘড়্-ঘড়্ শব্দযুক্ত শ্লেষ্মপূর্ণ কাশ প্রভৃতি নানা প্রকার কাশ রোগ ভাল হয়।

যষ্টিমধু /০ ছটাক, কণ্টকারী /০ ছটাক, পিপুল আধছটাক, তুলসীর মঞ্জরী আধছটাক একত্রে খলে কুটিয়া /১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /।০ এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেন ও উহাতে /।০ পোয়া মিশ্রী ও এক ভরি বচ চূর্ণ দিয়া সিদ্ধ করিবেন এবং ঘন হইলে নামাইয়া কাচপাত্রে রাখিবেন। ইহার পরিমাণ ।০ আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত, অনুপান গরম জল, দিনে দুই তিন বার সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কাশ, বিশেষতঃ বালকের কাশ শীঘ্রই উপশমিত হয়। বালকের মাত্রা /০ আনা মাত্র।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—পুষ্করাদি চূর্ণ, তালীশাদি চূর্ণ, কাস কুঠার, কাসারি গুড়িকা, শৃঙ্গারাভ্র, সার্ব্বভৌম, চন্দ্রামৃত, লক্ষ্মী-বিলাস, চ্যবনপ্রাশ।

খাইল্‌ধরা।—আদা ১ সোরা ১ মস্‌নে ২ মাষকলাই ৪ ভাগ জলে বাটিয়া কাপড় পুঁটলীতে অল্প গরম করিয়া হাত পায়ে বুলাইলে খাইলধরা ছাড়িয়া যায়।

ভেরাণ্ডার বীজ, ভেরাণ্ডার মূল, ভেরাণ্ডার পাতা, হিং প্রত্যেক সমভাগ ও চিনি সর্ব্বসমান এক সঙ্গে বাটিয়া ঐরূপে গরম স্বেদ দিলেও খিল্‌ধরা সদ্য ভাল হয়।

খেঁচুনি—হরিতকী ২, আমলকী ১, বহেড়া ১, বিড়ঙ্গ ১, জটামাংসী ১, নিশাদল ১, হিং ॥০, কর্পূর ।০ সিকি ভাগ একত্রে আধ আনা বড়ী করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে নানাজাতীয় আক্ষেপ বা খেঁচুনি ভাল হয়।

সর্ষপতৈল /॥০ সের, গরুরচোনা /২ সের, তেলাকুচা পাতার রস /১ সের, জটামাংসী ৪ ভরি, একত্রে সিদ্ধ করিয়া তৈলশেষ করিয়া ছাঁকিয়া লইবেন। এই তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে দুর্জ্জয় আক্ষেপ নিবারণ হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—অশ্বগন্ধারিষ্ট, প্রাণবল্লভ, বায়ুবিধ্বংসী, বৃহচ্চিন্তামণি, রসরাজ, হিঙ্গ্বাদ্য ঘৃত, মহাচৈতস ঘৃত, বৃহৎ ছাগ-লাদ্য ঘৃত, বায়ুচ্ছায়া সুরেন্দ্র তৈল, পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল।

পথ্য—ঘৃত সৈন্ধব যুক্ত তরকারী, কৈ মাগুর রুই প্রভৃতি ভাল মাছ, মাখন-মিশ্রী, ধারোষ্ণ দুগ্ধ।

খোস্—"পাচ্ড়া" দেখুন।

খুস্কি (রুকি)—নারিকেল তৈল /১॥০, নারিকেলের জল /১॥০ সের, বেণামূল ২ ভরি, ধনে /o ছটাক, জঙ্গী হরিতকী /০ ছটাক, গন্ধক ২ ভরি, ভাজা মেথী /০ ছটাক, শুষ্ক গোলাপ-ফুল ২ ভরি একত্রে সিদ্ধ করিয়া জলীয় অংশ শুকাইলে ছাকিয়া লইবেন। এই তৈল মস্তকে মালিস করিলে রুকি-খুস্কি-মরামাস নিবারণ হয় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়।

ঔষধ।—গুড়ুচ্যাদি তৈল, ভৃঙ্গরাজ তৈল, কল্পকুসুমতৈল।

গলা-খুস্-খুসি।—বড় এলাচের গুঁড়া ১ ভাগ, লব-ঙ্গের গুড়া ২ ভাগ, বহেড়া চূর্ণ ৩ ভাগ, বচের গুড়া ৪ ভাগ, মিশ্রী ৫ ভাগ—ইহার /o আনা বা ℘/o আনা পরিমাণ কাশির বেগের সময়ে গলার মধ্যে একটু একটু প্রবেশ করাইলে তদ্দণ্ডে স্বস্তি পাওয়া যায়, ও ক্রমে উদ্বেগ প্রশান্ত হয়।

গোলমরিচ, কাবাবচিনি, যষ্টিমধু ও তালের মিশ্রী একসঙ্গে মুখের মধ্যে রাখিলে ঐরূপ উদ্বেগের শীঘ্র শান্তি হয়।

শুষ্ক লবঙ্গ ও মিশ্রী অথবা গোলমরিচ ও একটু আরবী গঁদ মুখের মধ্যে রাখিলে উদ্বেগের নিবৃত্তি হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—তালীশাদিচূর্ণ, পুষ্করাদিচূর্ণ, সিতোপলাদি চূর্ণ।

গলা-ভাঙ্গা।—২ ভরি প্রমাণ আদার রসে ⁄০ আনা পিপুলের গুড়া, ⁄০ আনা জঙ্গীহরিতকীর গুড়া, ।০ আনা পুরাতন তেঁতুলের শাঁস, ৷৷০ ভরি মধু উত্তমরূপে মিশাইয়া দিনে দুতিন বার লেহন করিলে অতি শীঘ্র ইহা ভাল হয়।

১ রতি কর্পূর ও এক টুকরা কাঁচা সোহাগা মুখমধ্যে রাখিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

তেজপত্র ⁄০ আনা, পিপুল ।০ আনা, লবঙ্গ ।০ আনা, চা ⁄০ আনা, মিশ্রী ১ ভরি একত্রে গরম জলে ফেলিয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাকিয়া পান করিলে স্বরশুদ্ধি, ক্ষুধাবৃদ্ধি ও শরীরের স্ফূর্তি হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—চন্দ্রামৃত, কাসারিগুড়িকা, কস্তুরীভূষণ, চ্যবনপ্রাশ, ব্রহ্মীঘৃত, বাসাচন্দনাদিতৈল।

পথ্য।—দিনে গরম গরম ভাত, ডালতরকারী, রাত্রে ফুল্‌কালুচী, গরম জল ইত্যাদি।

গরল।—কাঁচা হলুদের রসে নিমপাতা ও আয়াপানার পাতা বাটিয়া লাগাইলে শীঘ্র ইহা ভাল হয়।

গরুর চোণায় কট্‌কা, শ্বেতচন্দন, ও মুদ্রাশঙ্খ ঘসিয়া প্রলেপ দিলে আশু উপকার হয়।

নিমের তৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। নিমের তৈলের অভাবে সর্ষপতৈলে নিমপাতা ভাজিয়া সেই তৈল ছাঁকিয়া লইলেও চলিতে পারে।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—সোমরাজি তৈল, বৃহৎমরিচাদি তৈল, মহাতিক্ত ঘৃতের প্রলেপ, ব্রণবৈরী।

গা-বমি-বমি।—পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা, পিত্তবৃদ্ধি, উর্দ্ধগ বায়ু, অম্লদোষ, ক্রিমি, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাওয়া, পরিশ্রমের পরে বিশ্রাম না করিয়া খাওয়া, অনুরোধে অপ্রিয় বস্তু ভোজন, আহারকালে কুৎসিত বস্তু দেখা বা দুর্গন্ধ বস্তুর ঘ্রাণ পাওয়া, স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার প্রভৃতি ইহার কারণ। ভিন্ন ভিন্ন কারণ বুঝিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক।

মউরী, বিড়ঙ্গ, ও চিরতা একত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাকিয়া লইবেন, এই জলে ফলখড়ী ঘসিয়া পান করিলে বমনোদ্বেগ নিবারণ হয়।

শ্বেতচন্দন-ঘসার সহিত মউরী বাটিয়া সেই মউরী-বাটা নারিকেল জলে গুলিয়া দিবেন। আধভরি পরিমাণ চূণের জলের সহিত ঐ নারিকেল-জল পান করিলে বমির উদ্বেগ নিবারণ হয়।

ত্রিফলা ও ধনে ভিজান জলে মধু গুলিয়া পান করিলে শীঘ্রই উপকার বোধ হয়।

ঔষধ।—বজ্রক্ষার, রত্নগর্ভ, প্রাণবল্লভরস, অগ্নিসন্দীপন, বা কারণানুযায়ী অন্য ঔষধ।

গলা-বুক-জ্বালা।—"অম্লপিত্তে"র ঔষধ দেখুন।

পথ্য।—ডাবের জলে ও ধনে ভিজান জলে সিদ্ধ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, দুদ্ খই, গোলকন্দযুক্ত দুগ্ধ।

গলা-ব্যথা।—"ঢোক্ গিল্‌তে ব্যথা" দেখুন।

গরমি—(উপদংশ) এরোগ প্রায় আধুনিক, ফিরিঙ্গি জাতি দ্বারা এদেশে আনীত। চরক সুশ্রুতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে এ রোগের উল্লেখ নাই, পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগ নামে অভিহিত। কুস্থানে গমন ইহার একমাত্র কারণ। কলিকাতার স্থানে স্থানে যে সাধারণ প্রস্রাবের ঘর আছে সেখানে অসাবধানে প্রস্রাবে বসিলেও হইতে পারে। স্ত্রী হইতে পুরুষে বা পুরুষ হইতে স্ত্রীতে সংক্রামিত হয়, এমন কি বংশানুক্রমে এ রোগের ফলভোগ হইতে থাকে।

এ রোগের তিনটী অবস্থা আছে; **প্রথমাবস্থা** ঃ—কুসঙ্গমের একদিন দুই দিন বা তিন দিন পরেই অথবা দুতিন সপ্তাহের মধ্যে লিঙ্গের মুখে বা তাহার আবরক চর্ম্মে (বা স্ত্রীলোকের প্রস্রাব-দ্বারে) স্ফোটকের মত নির্গত হয়। পীড়া যত শীঘ্র প্রকাশ পায় ততই সহজ হয়। স্ফোটক ক্রমে ফাটিয়া ঘা এর মত হইলে ক্লেদ বাহির হইতে থাকে; কুচ্‌কিতে বেদনা, জ্বরভাব, অগ্নিমান্দ্য, মুখে দুর্গন্ধ বা বিস্বাদ, শরীরে কামড়ানি, শিরঃপীড়া, শরীরে স্ফূর্ত্তি হীনতা ও রাত্রে উপসর্গের বৃদ্ধি হয়।

দ্বিতীয়াবস্থা ঃ—চিকিৎসা বা পথ্যাদিদ্বারা প্রথম উপসর্গ গুলি অদর্শন হইলে, কোন স্থলে, সময়ে এই সমস্ত উপদ্রব দেখা দেয়, যথা।—গায়ে তাম্রবর্ণের ছোট-বড় নানা রকমের চাকা চাকা দাগ, চুলকানি, চক্ষুঃপীড়া, কেশ ও লোমের মূল শিথিল, শরীরে স্থানে স্থানে গাঁইট-গাঁইট মত, ও কুচ্‌কীতে ফোড়া বা বাঘী হয়।

তৃতীয়াবস্থা ঃ—(বাঘী হইতে) নালী ঘা, হাড়ে হাড়ে ব্যথা, বাত রোগ, ভয়ানক চক্ষুঃ রোগ, পক্ষাঘাত, কুষ্ঠ বা বাত-রক্ত, হাড় বেঁকিয়া যাওয়া, পীনস বা নাক বসিয়া যাওয়া, কেশ ও লোম পড়িয়া যাওয়া, নানাপ্রকার মূত্ররোগ, যকৃতের দোষ ইত্যাদি উপসর্গ হয়।

প্রথমাবস্থায় অনেকে গরম হইয়াছে মনে করিয়া অতিরিক্ত ঠাণ্ডা করিতে থাকে, এবং তদ্দারা বাতরোগ জন্মায়। কেহ বা লজ্জায় চিকিৎসকের কাছে প্রকাশ না করিয়া রোগটীকে ক্রমে কঠিন করিয়া ফেলে। এই অবস্থায় ক্ষত স্থান গরমজল ও সাবান দিয়া ধুইয়া "ঘা বা গরল"-রোগোক্ত কোনও একটী প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়; সেবনার্থ শম্ভুনাথ বটি অত্যন্ত উপকারী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার চিকিৎসার জন্য এই পুস্তকের "রক্ত খারাপ" দেখুন। এই অবস্থায় আমাদের জীবনারিষ্ট নামক ঔষধ অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ।

গ্রহণী।—প্রথমে অতিসার রোগ হইলে ভাল করিয়া সারিতে না সারিতেই যদি আহার বিহার বিষয়ে অত্যাচার করা যায় তবে গ্রহণীনামক নাড়ী দূষিত হইয়া গ্রহণী রোগ জন্মে। কাহার কাহার উক্ত কারণ ব্যতিরেকেও প্রথম হইতেই গ্রহণী রোগ জন্মে। ইহাকে সোজা কথায় চিরস্থায়ী অজীর্ণ রোগ বলিতে পারা যায়।

যদি ১০।১২।১৫ দিন বা একমাস পর্য্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া হঠাৎ দু-চারি দিন অজীর্ণ ভেদ হয় তবে তাহাকে সঞ্চিত গ্রহণী বা সংগ্রহ গ্রহণী বলে। এরূপ রোগ প্রায়ই চিরজীবনের সঙ্গী হইতে দেখা যায়।

লবঙ্গচূর্ণ, নিশিন্দাপাতা চূর্ণ, সিদ্ধিবীজচূর্ণ, বেলপাতা চূর্ণ ও কুলখড়ী চূর্ণ সমভাগ, ইহার ৵০ আনা পরিমাণ জল বা নেবুর রসের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী রোগ উপশমিত হয়।

শুঁঠ ১, ধনে ১, ভাজামেথী ১, দাড়িমের খোলা ১, শঙ্খভস্ম ১, বিটলবণ ১, মউরী ১, হিং ৷৷০, সিদ্ধি ২ ভাগ একত্রে আম-রুলের রসে বাটিয়া ৫।৬ রতি প্রমাণ বটী করিবেন, অনুপান কর্পূরের জল, ইহাতে অতি উৎকট অজীর্ণ, গ্রহণী, অম্লজনিত ভেদ, আমাতিসার প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—হিঙ্গ্বষ্টক, হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, প্রাণবল্লভ, ক্ষুধাবতী, অগ্নিকুমার, অগ্নিসন্দীপন, বৃহল্লবঙ্গাদি, অজীর্ণভৈরব, রাজবল্লভ, অজীর্ণ বজ্র, গঙ্গাধরবটী, পীযুষবল্লী রস, মহাকামেশ্বর মোদক, মুস্তাদ্য মোদক, উশীরাদ্যতৈল, গ্রহণীমিহির তৈল।

পথ্য।—"অজীর্ণ, অম্লপিত্ত" প্রভৃতি দেখুন।

গুল্ম।—অম্ল,শূল, বা বাতাজীর্ণ হইতে এরোগ জন্মে, স্ত্রীলোকের রক্তগুল্ম, রজঃকৃচ্ছ্রতা বা বাধক হইতে উৎপন্ন হয়। শূলের ঔষধ সারক অনুপানের সহিত ব্যবহার করিলে অধি-কাংশ স্থলে এ রোগ আরোগ্য হয়। শূলের মুষ্টিযোগ ও ঔষধ গুলি দেখুন্।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ, গুল্ম কালানল, অভয়া-লবণ, অজীর্ণ বজ্র।

ঘা।—হিরাকস পোড়াইয়া চূর্ণ করিবেন, এই চূর্ণ ৪ রতি কর্পূর ৪ রতি, গন্ধক ৮ রতি, নিমপাতা চূর্ণ ১৬ রতি, এক কাঁচ্চা-নারিকেল তৈলের সহিত মাড়িয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয় ঘা ভাল হয়।

করবীর পাতা, জাতী পাতা, কামিনীফুলের পাতা, নিম-পাতা ও বেলপাতার সহিত সর্ষপ তৈল সিদ্ধ করিয়া ঘায়ে দিলে অতি শীঘ্র সকল রকমের ঘা সারিয়া যায়।

শ্বেতধুনা ১ ভরি, সৈন্ধব ১ ভরি, মধু ১ ভরি, গুগ্‌গুলু ১ ভরি, পোড়া মাটি ১ ভরি, মোম /০ ছটাক, ঘৃত ✓০ পোয়া একত্রে পাক করিয়া প্রলেপ দিলে নানা প্রকারের কঠিন পচা-ঘা পর্য্যন্ত ভাল হইয়া যায়।

মেটে সিঁদুর, গন্ধক, শ্বেতধুনা, ঘরের ঝুল, খএর, প্রত্যেক ১ ভরি পোড়া তুঁতে।০ আনা, সমষ্টির দ্বিগুণ গব্যঘৃত, উহাতে /০ ছটাক পরিমাণ মনসাপাতার রস নিংড়াইয়া জ্বাল দিয়া ঘৃত শেষ করিয়া লইবেন, এই ঘৃতে নালী-ঘা পচা-ঘা দূষিত-ঘা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দুঃসাধ্য ঘা নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

ঔষধ।—সেবনার্থ শোণিতামৃত, পিত্তান্তক রস, জীবনারিষ্ট, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, মহাতিক্ত ঘৃত, প্রলেপার্থ ব্রণবৈরী, সর্ব্বক্ষতারি চূর্ণ, ক্ষতান্তক ঘৃত, সোমরাজি তৈল, মরিচাদি তৈল, কন্দর্পসার তৈল।

পথ্য।—তিক্ত প্রধান আহার কর্ত্তব্য, পিত্তকর দ্রব্য নিষেধ।

ঘাম।—পিত্তের ধাতু, বেশী মোটা হওয়া, শরীরের আভ্যন্তরিক মল বাহির করিয়া দিতে প্রকৃতির চেষ্টা, জ্বর ছাড়িবার উপক্রম, জ্বরের উপসর্গ ইত্যাদি ঘামের কারণ।

শ্বেতধূনাচূর্ণ ১ ভাগ, ভাজাকুলথকলায় চূর্ণ ৩ ভাগ, এই চূর্ণ গায়ে মাখিলে ঘাম বন্ধ হয়।

ফটকারি চূর্ণ ও আবির সমভাগে মিশাইয়া গায়ে মাখিলে ঘাম নিশ্চয়ই বন্ধ হয়।

বেদানা বা ডালিমের রসের সহিত ২।৩ রতি প্রবাল ভস্ম সেবন করিলে ঘর্ম্মরোধ হয়।

ঔষধ।—মর্দ্দনার্থ শ্রীবিল্বতৈল, গুড়ূচ্যাদিতৈল, বাসাচন্দনাদি তৈল।

ঘামাচি।—কাঁচা হলুদ ও নিমপাতার রসে শ্বেতচন্দন ঘসিয়া শরীরে লেপন করিলে ইহা ভাল হয়।

হরিদ্রাচূর্ণ ও কর্পূরের সহিত মিশ্রিত সর্ষপতৈল মাখিলে যথেষ্ট উপকার হয়।

সর্ষপ তৈলের সহিত নিমের ফুল ও সজনে ফুল ভাজিয়া সেই তৈল শরীরে মর্দ্দন করিলে ঘামাচি ভাল হয়

হিঞ্চার শাক ভাতে দিয়া খাইলে ও হিঞ্চার রস গায়ে মাখিলে বিশেষ উপকার হয়।

শুষ্ক চন্দন ঘসিয়া গায়ে মাখিলেও ঘামাচি সারিতে পারে।

চষিপোকা।—"দাদ্, পাচড়া গরল" দেখুন।

চোয়া ঢেকুর (ধূমা ঢেকুর)—হিমসাগর পাতা (পাথর চুণা বা পাথর কুচী) যোয়ান্ ও সৈন্ধব লবণ একসঙ্গে পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে অজীর্ণদোষ ও দুর্গন্ধ-উদ্গারের নিবৃত্তি হয়।

সোরা, আমলকী, মউরী, যোয়ান্, ও বিট্‌লবণ ইহার ৵০ আনা পরিমাণ নেবুর রসের সহিত সেবন করিলে চোয়াঢেকুর নিবৃত্ত হয়।

আধ ছটাক নেবুর রসের সহিত ।।০ আনা পরিস্কার চিনি ও ৵০ আনা সোরা গুলিয়া খাইলে দুর্গন্ধ ঢেকুর নিবারণ ও ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

প্রাতঃকালে ঐরূপ ঢেকুর উঠিতে আরম্ভ হওয়া মাত্র এক গেলাস শীতল জল পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

"অজীর্ণ ও অম্লপিত্তে"র মুষ্টিযোগ দেখুন্।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—বজ্রক্ষার, শঙ্খবটী, ভাস্কর লবণ, অগ্নি সন্দীপন।

চোক ওঠা।—লোহার হাতায় ডালিমের বা বেদানার রস রাখিয়া উহাতে রসোত (খএরের মত দেখিতে, বেণে দোকানে পাওয়া যায়) ঘসিয়া অল্প গরম করিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে শীঘ্র ইহা ভাল হয়।

১০।১২ টা ডালিমপাতা, ৫।৬ টা বেলপাতা, ৵০ আনা গেরিমাটী চূর্ণ হুঁকার জলে বাঁটিয়া চোকের চারিদিকে প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র চক্ষু উঠা নিশ্চিত ভাল হয়।

এক ছটাক গোলাপ জলে একটী বহেড়া ছেঁচিয়া ভিজাইয়া রাখিবেন, ঐ জল উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইয়া চক্ষুতে দিলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

ডাবের জলে চক্ষু ধুইলে চক্ষুর জ্বালা আশু নিবারণ হয়। কন্টকারীর জলেও ঐরূপ উপকার হয়।

চোকে কম দেখা।—সন্ধ্যাকালে হরিতকী, আমলকী, ও বহেড়া জলে ভিজাইয়া রাখিবেন, প্রাতঃকালে ঐ জল মুখের মধ্যে দু-তিন মিনিট পূরিয়া রাখিয়া একটু গরম হইলে হাতে ঢালিয়া দুই চক্ষুতে ঢালিয়া দিবেন।

ব্রহ্মীশাক ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধব সংযোগে প্রতিদিন অন্নের সহিত ভোজন করিলে চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—ত্রিফলাদ্য ঘৃত, বৃহচ্ছাগলাদ্য, মহা-ব্রহ্মীঘৃত, অমৃত প্রাশ ঘৃত, চব্যনপ্রাশ, জীবনারিষ্ট।

চুলকণা।—"ঘামাচি" দেখুন্।

ছুলী।—গরুর চোণায় শ্বেতচন্দন ও অল্প একটু হরিতাল ঘসিয়া প্রলেপ দিলে ছুলী আরোগ্য হয়।

নিমের ফুল ও কাঁচা সোহাগা হুঁকার জলে বাটিয়া সাদা স্থানে ঘর্ষণ করিলে পুনরায় চর্ম্মের রং ফিরিয়া আসে।

ছাগলের মূত্রে হরিতাল ঘসিয়া প্রলেপ দিলে ছুলী নিশ্চয়ই ভাল হয়।

জ্বর।—আয়ুঃশাস্ত্রে কথিত আছে জ্বরই রোগের রাজা। বাস্তবিক জ্বরের ন্যায় নানা উপসর্গ-সম্বলিত কষ্ট-সাধ্য রোগ আর নাই; কিছুদিন শরীরে থাকিলে ক্রমে ইহার দল-বল সঙ্গী-অনুচর সমুদায় উপস্থিত হইয়া শরীরের সত্বর ধ্বংস বিষয়ে পরস্পর সাহায্য করিতে থাকে।

অতএব সামান্য কুলক্ষণ দেখিবামাত্র অবিলম্বে কোনও সুচিকিৎসককে চিকিৎসা-ভার দেওয়া উচিত।

জ্বর হইবামাত্র তাড়াতাড়ী ঔষধ সেবন না করিয়া বরং দু এক দিন অপেক্ষা করা ভাল। (কিন্তু অতিরিক্ত অপেক্ষা করিতে গিয়া যেন জ্বর দোষস্থ না হইয়া পড়ে।) যদি বসন্ত বা হাম হইবার উপক্রমে জ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে তবে ঐরূপে

তাড়াতাড়ি অগ্রেই ঔষধ সেবন করিলে, উক্ত হাম বা বসন্তের স্ফোটক অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়।

যদি দেখা যায় জ্বর হইবার পূর্ব্ব হইতে তিন, চারি, পাঁচ বা ততোধিক দিন পর্য্যন্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় নাই তবে জ্বরের দ্বিতীয় দিনে নিশ্চয়ই রেচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; ওরূপ অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি ব্যতীত জ্বরারোগ্যের সম্ভাবনা অল্প।

যদি শরীরে আকস্মিক আঘাত লাগা, গলার মধ্যে বীচি হওয়া, কোষবৃদ্ধি, ফোড়া প্রভৃতির জন্য আনুসঙ্গিক জ্বর হয় তবে উক্ত মূল কারণ সমুদায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আবশ্যক স্থলে অল্পমাত্র ঔষধ দেওয়া উচিত।

নবজ্বরে অস্নান ও উপবাস নিতান্ত আবশ্যক। তদ্দারা কোষ্ঠস্থ আমরসের পরিপাক হইয়া শরীর লঘু হয় ও ঔষধের ক্রিয়াকে সাহায্য করে।

আমরস পরিপাক হইবার পূর্ব্বেই কুইনাইন প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধের দ্বারা অকস্মাৎ জ্বর বন্ধ করিলে রসরক্তাদি সপ্ত ধাতুর কোনও একটী দূষিত হইয়া বিষমজ্বর জন্মিতে পারে।

কল্পনাথ (কালমেঘ) তুলসীপাতা ও বেলপাতা ছেঁচিয়া সেইরস ২ তোলা পরিমাণ লইয়া এক আনা নিশাদল ও এক আনা সোরার সহিত দিবসে দুতিন বার সেবন করিলে দাহ পিপাসা যুক্ত প্রবল জ্বর ছাড়িয়া যায়।

রসসিন্দুর ১ ভাগ, কট্‌কী ২ ভাগ, সোরা ৩ ভাগ, শ্বেত আকন্দের মূলের রসে মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বড়ী করিবেন এই বড়ী আদার রসের সহিত দিনে তিনবার সেবন করিলে সত্বর জ্বর বিচ্ছেদ হয়।

জ্বরে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে আরগ্বধাদিপাচন বিশেষ উপকারী, উক্ত পাচন যথা :—সোঁদালের আঠা ।৵০ আনা পিপুলের শিকড় ।৵০ মুথা ।৵০ কট্‌কী ।৵০ হরিতকী ॥০ আনা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া শেষ থাকিবে, ২ বারে এই পাচন খাইলে দাস্ত পরিষ্কার, আমরসের পরিপাক ও গা-কামড়ানি নিবারণ হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়।

কাশ মূর্চ্ছা বমি হিক্কা প্রভৃতি জ্বরের উপসর্গের চিকিৎসা এই পুস্তকে যথাস্থানে দেখিয়া করিবেন।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—জ্বর থাকিতে, হিঙ্গুলেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, বৃহজ্জ্বরান্তক, জ্বরচূড়ামণি, কস্তুরীভূষণ, লক্ষ্মীবিলাস, পঞ্চাননরস, সৌভাগ্যবটী, জ্বরবিচ্ছেদকালে জ্বরমুদ্গর, স্বর্ণসত্ব, ত্রিলোচন, তারাবিলাস প্রভৃতি।

পথ্য।—প্রথমে উপবাস, খই-বাতাসা, খই-মিশ্রী, আদার কুচি মিশ্রিত টাট্‌কা খই, কিস্‌মিস্‌, বেদানা, পরে দুদ্‌সাগু, গরম দুদ্‌, মুগ বা মস্থরের যূষ, থোড়-ডুমুর-পল্‌তা প্রভৃতির ডাল্‌না, সম্পূর্ণ বিজ্বরে দিনে পুরাতন তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন, মুগ-মস্থরের ডাল, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, রাত্রে দুদ্‌সাগু, দুদ্‌সুজী বা দুদ্‌খই।

জীর্ণজ্বর।

—জ্বরের প্রথমাবস্থায় কুচিকিৎসা, জ্বরকালে স্ত্রীসহবাস বা অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ, রসপরিপাকের পূর্ব্বেই হঠাৎ কুইনাইন্‌ প্রভৃতিদ্বারা জ্বরবন্ধ করা, অথবা জ্বরান্তে দুর্ব্বল অবস্থায় অতিরিক্ত ঠাণ্ডালাগান, রৌদ্রে বেড়ান, মৈথুন বা কুপথ্য সেবন করিলে শরীরে জ্বরের অবশেষ বা "ঘুস্‌ঘুসে" জ্বর থাকিয়া যায়। এই অবস্থায় ক্রমে প্লীহা ও যকৃৎ দেখা দেয়।

জীর্ণজ্বরে ঘুস্ড়া বড় উপকারী। কাঁচা গাছড়া বা লতা-পাতা কলাপাতার মধ্যে পোড়াইয়া বাসি করিয়া প্রাতে রস নিংড়াইয়া লওয়াকে ঘুস্ড়া করা বলে।

নিমপাতা, নিশিন্দার পাতা, কালমেঘ (কল্পনাথ) ও নাটার ডগার ঘুস্ড়া করিয়া আধছটাক পরিমাণ রস মধুর সহিত প্রাতে খালিপেটে খাইলে কঠিন জীর্ণজ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

গুলঞ্চ, সিউলীপাতা, (শেফালিকা) ক্ষেতপাপড়া ও আদা একসঙ্গে করিয়া ঘুস্ড়া করিবেন, ইহার রস মধুর সহিত খাইলে জীর্ণজ্বর অবশ্য আরোগ্য হয়।

উক্ত দুই ঘুস্ড়ার সহিত সহস্রপুটিত লৌহ একরতি সেবন করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

পিপুল।০ পল্তা।০ চিরতা।০ নাটার বীজ।০ রক্তচন্দন।০ জঙ্গীহরিতকী।০ সজ্নে ছাল।০ ও গোক্ষুর।০ আনা, জল ৵৷০ সের, শেষ ৴০ ছটাক, এই পাচনের সহিত শোধিত সেঁকো বিষ এক সর্ষপপ্রমাণ প্রাতঃকালে সেবন করিলে সকলপ্রকার দুঃসাধ্য জীর্ণজ্বর নিশ্চিত আরোগ্য হয়।

সেঁকো-শোধন প্রথাঃ—২৪ ঘণ্টা অগ্নিতাপে চুণের জলে সিদ্ধ করিবেন, পরে উঠাইয়া রৌদ্রে শুকাইবেন, তৎপরে গোমূত্রে ৭ দিন ও কুক্সিমার রসে ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া পুনর্ব্বার রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে ব্যবহার-যোগ্য হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—চন্দনাদিলৌহ, নবায়সলৌহ, সর্ব্বতোভদ্র, বসন্তমালতীরস, পুটপাকের বিষমজ্বরান্তকলৌহ, জয়মঙ্গল রস, জ্বর নির্ব্বাণ, অমৃতারিষ্ট, কিরাতাদিতৈল।

পথ্য—লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর ও রুচিকর খাদ্য।

জ্বর-বিকার।—প্রবল একজ্বরীর অবস্থা কিছুদিন থাকিলে এবং ঐ অবস্থায় কুপথ্য করিলে বিকার উপস্থিত হয়।

সাত, নয়, এগার, চৌদ্দ, আঠাব, বাইশ বা বিয়াল্লিশ দিনের দিনে রোগীর প্রাণাশঙ্কা হয় অথবা বিকারের অবস্থা কাটিয়া যায়। সচরাচর বাইশ দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেলেই ভরসা জানিতে হইবে।

রোগীর শূন্য শূন্য চাউনি, নাড়ী ক্ষীণ, বেহুস থাকা, হঠাৎ চমকিয়া উঠা, অনেকবার ডাকিলে একবার মাত্র উত্তর দেওয়া, অকারণ শয্যা ত্যাগের চেষ্টা, অর্থহীন কথা বলা ইত্যাদি দ্বারা বিকার ধরিয়াছে জানা যায়।

বিকারে রোগী বাত-পৈত্তিক অথবা বাতশ্লৈষ্মিক-ভাবাপন্ন হয়। এক রোগীরই এক সময়ে এক অবস্থা অন্য সময়ে অন্য অবস্থা হইতে পারে, অথবা একরোগী পূর্ব্বাপর একই ভাবে থাকিতে পারে। উভয় অবস্থাতেই দশমূল পাচন উপকারী।

বাত-শ্লৈষ্মিক ভাবে রোগীর তন্দ্রাভাব, নাড়ী ক্ষীণ ও মোটা, শরীর শিথিল, কথা কহিতে অনিচ্ছা, মাথা ভার, হাত-পা বেদনা, চক্ষু ঘোলাবর্ণ, বেহুঁস থাকা, গলা ঘড় ঘড় করা, অস্পষ্ট ও মৃদুস্বরে প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণ হয়, এ অবস্থায় উত্তেজক ঔষধ আবশ্যক।

বাত-পৈত্তিক ভাবে রোগীর চক্ষু অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয়, মস্তিষ্কে রক্ত জমে, মাথা গরম হয়, উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপ বকিতে থাকে, অত্যন্ত পিপাসা হয়, নাড়ী ক্ষীণ সরু এবং দ্রুত এবং জ্বরের উত্তাপ অতি প্রচণ্ড হয়। এ অবস্থায় উত্তেজক ঔষধ অপকারী।

বিকারাবস্থায় বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে না লাগা, দাস্ত

খোলাসা রাখা, পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক পথ্য দেওয়া, ক্ষুধা সহ্য না করান, অথচ পেট অতিরিক্ত পূর্ণ না করা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—বাতপৈত্তিকভাবে পঞ্চানন রস, সৌভাগ্য বটী, শঙ্খবটী, দশমূল পাঁচনের সহিত নরসারাদি চূর্ণ, মাথায় জলপটী। বাতশ্লৈষ্মিক অবস্থায় কস্তুরী ভূষণ, কস্তুরীভৈরব, পঞ্চাননরস, সূচিকাভরণ, মৃগনাভিযুক্ত মকরধ্বজ, উষ্ণস্বেদ।

জ্বরাতিসার।—জ্বর হইয়া পেটের ব্যারাম হইলে বা পেটের ব্যারামের উপরে জ্বর হইলে সেই অবস্থাকে জ্বরাতিসার বলে। জ্বরের অবস্থায় গুরুপাক দ্রব্য খাইলে, বা অত্যন্ত পিত্তের প্রকোপ থাকিলে, অতিসার দেখা দেয়। অনেক সময়ে উক্ত তরল ভেদ জ্বরোৎপাদক বিষকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য প্রকৃতির চেষ্টা মাত্র। এরূপ স্থলে ধারক ঔষধে উপকার না হইয়া ভয়ানক অনিষ্টই হইতে পারে।

জ্বরের ঔষধ প্রায়ই বিরেচক-গুণযুক্ত সুতরাং ইহা অতিসারকে বাড়াইতে পারে। অতিসারের ঔষধ কোষ্ঠ রোধ করে সুতরাং জ্বরের বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এই দুই জাতীয় ঔষধ এক সঙ্গে মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিলেও কার্য্যকর হয় না; সুতরাং জ্বরাতিসারের যে বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে তাহাই অবলম্বন করা উচিত; অর্থাৎ মৃদু-ধারক অথচ মৃদু-জ্বরঘ্ন ঔষধগুলি বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়।

ধনে, ইন্দ্রযব ও মুথা বাটিয়া জলে গুলিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবেন—ইহা একঝিনুক পরিমাণ ২।৩ বার খাইলে জ্বরাতিসার ভাল হয়।

ধুতরা মূলের ছাল ১ শোধিত হিঙ্গুল ১ সোহাগার খই ১ ইন্দ্রযব ১ শুঁঠ ॥০ ভাগ একত্রে পানের রসে মাড়িয়া মটর প্রমাণ বড়ী করিবেন। ইহার অনুপান মধু ও ধনে ভিজান জল, ইহা জ্বরাতিসারের অত্যন্ত উপকারী ঔষধ।

উশীরাদি ও গুড়ূচ্যাদি পাচন এই রোগে প্রসিদ্ধ। উশীরাদি পাচন যথা :—বেণারমূল, বালা, মুথা, ধনে, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ, বেলশুঁঠ সমস্ত একত্রে ২ তোলা জল ৵॥০ সের শেষ ৵০ ছটাক।

গুড়ূচ্যাদি যথা :—গুলঞ্চ, আতইচ্, ধনে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুথা, বালা, আকনদ্, চিরতা, কুড়চী, রক্তচন্দন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ একত্রে ২ তোলা। পাক-ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।— ব্যোষাদি চূর্ণ, রামবাণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কণকসুন্দর, নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস, সর্ব্বতোভদ্র, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, ষড়্গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ, ক্ষীরবটী।

পথ্য।—প্রথমে, জলে সিদ্ধকরা বার্লী, যবের মণ্ড ইত্যাদি, পরে ঈষৎ-ভাজা দাদখানি চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন ও ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল।

ঝিন্‌ঝিনি বাত।—একভাগ রেড়ীর তৈল, দুভাগ সর্ষপতৈল, উভয় তৈলের সিকি পরিমাণ রসুন, কুঁচলে, সৈন্ধব লবণ ও গাঁদালপাতা, (গন্ধভাদালে) তৈলের চতুর্গুণ জল; এই সমস্ত একত্রে পাক করিয়া জল শুষ্ক হইয়া গেলে ছাকিয়া লইবেন; ইহা মর্দ্দন করিলে ঝিন্‌ঝিনি বাত, ও স্নায়বিক জড়তা নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

মাষ কলাই, সোরা, সৈন্ধব লবণ ও আদা একত্রে ছেঁচিয়া কাপড় পুটলীতে করিয়া গরম স্বেদ দিলে যথেষ্ট উপকার হয়।

টাকপড়া—হিরাকস, চিনি, পেঁয়াজ, কেশুত্তে (কেশরাজ) ও জবাফুলের কলি, বাটিয়া প্রলেপ দিলে টাক সারিয়া যায়।

আমের আঁটী ছেঁচিয়া রস লইয়া টাকের উপরে মাখাইয়া রাখিবেন, পরে ঐ রস শুকাইয়া গেলে মানকচুর ডাঁটা কাটিয়া উহার ভিজা মুখটী টাকের উপরে ঘর্ষণ করিবেন, এইরূপ কিছুদিন করিলেই শীঘ্র নূতন কেশের উদ্গম হয়।

লতাফটকীর (ন-ফটকীর) মূল, যষ্টিমধু, সূচমুখীরপাতা, কৃষ্ণতিল ও সোমরাজ, গরুর দুগ্ধে বাটিয়া টাকের উপরে প্রলেপ দিলে বহুদিনের টাকেও নূতন কেশ উত্থিত হয়।

ঔষধ—মৃদ্দনার্থ কল্পকুসুমতৈল, ভৃঙ্গরাজতৈল, কেশরাজ-তৈল।

ঠুন্‌কো—যে স্ত্রীর সন্তান বা গর্ভ হইয়াছে, তাহার স্তনে কখন কখন এক প্রকার ঘা হয়, তাহাকে ঠুন্‌কো বলে। এ পীড়া কন্যাকালে হয় না।

একটী কঁচুলে ও এক খানা শুষ্ক হরিদ্রা জল দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগের শান্তি হয়।

কামিনীফুলের পাতা, নিমপাতা, দুর্ব্বা ও জয়ন্তী পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে বারম্বার ধুইলে বিশেষ উপকার হয়।

এক আনা আফিং ও চারি আনা সফেদা, এক কাঁচ্চা পুরাতন ঘৃতের সহিত গুলিয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয় ইহা আরোগ্য হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—লক্ষ্মীবিলাস, কস্তুরীভূষণ, শোণিতামৃত, রত্নগর্ভ, জীবনারিষ্ট, মরিচাদি তৈল, সিন্দূরাদি তৈল।

ঠোঁট-ফাটা—আধভরি শতধৌত ঘৃতে, পুরাতন ঘৃতে বা মাখনে ২।৩ রতি ফটকারিচূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ঠোঁটফাটা নিবারণ হয়।

মাখন, মধু ও আঠাল মাটী উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে অল্পসময়ের মধ্যে উহা সারিয়া যায়।

ভেড়ার চর্ব্বীর প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই ঠোঁটফাটা শীঘ্র ভাল হইয়া যায়।

ঢোক্‌গিল্‌তে ব্যথা।—খএর ও গোলমরিচের গুঁড়া ঘটীর মধ্যে জলের সহিত সিদ্ধ করিবেন এবং ঐ ঘটীর উপরে মুখ হাঁ করিয়া গলার মধ্যে গরম গরম বাষ্প লইবেন।

গলায় পশমী বস্ত্র জড়াইয়া রাখা, শক্ত বস্তু না খাওয়া, ঠাণ্ডা না লাগান ইত্যাদি ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। "আল্‌জিব ফোলা" দেখুন্।

তলপেট ব্যথা।—গোক্ষুর বীজ ও এরণ্ডমূলের ছাল বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, হরিতকী ও শ্বেতপুনর্ণবা, প্রত্যেক সাড়ে পাঁচ আনা, আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ৪।৫ রতি বিটলবণ চূর্ণের সহিত সেবন কর্ত্তব্য।

গরুর চোনা গরম করিয়া, অথবা খালী জল গরম করিয়া বোতলে পুরিয়া ব্যথা স্থানে বুলাইলে শীঘ্র ব্যথা নিবারণ হয়।

স্ত্রীলোকের হইলে "ঋতু গোলমাল" দেখুন্।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ—বৃহচ্চিন্তামণি, শূলবজ্রিণী, হরিতকীখণ্ড, বায়ুবিধ্বংসী, বাধাবজ্রিণী।

থেঁতলে যাওয়া—ঠাণ্ডা জলের পটী বাঁধিয়া রাখিলে উত্তাপ, ব্যথা ও ফোলা নিবারণ হয়।

সোরা-ভিজান জলের পটী বাঁধিলে আরো বেশী উপকার হয়।

কাঁচা হলুদ ছেঁচিয়া তাহাতে কর্পূর ছড়াইয়া দিয়া কাপড়ের পুঁটলীতে করিয়া অল্প-গরম স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

রক্ত বাহির হইলে 'কাটা ঘা' এর মুষ্টিযোগ দেখুন্।

দাঁতে পোকা—বড় পানার শিকড় ও কর্পূর বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাঁতের পোকা মরে।

আকর করা, হিরাকস-পোড়া ও বিটলবণ চূর্ণ করিয়া দাঁতের মাড়িতে টিপিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়।

খএর ২ ভাগ গোলমরিচ ১ ভাগ কর্পূর ।০ তুঁতে পোড়া ।৷ এই মিশ্র টিপিয়া টিপিয়া লাগাইলে নিশ্চয় উপকার হয়।

দাঁতেরমাড়ি ফোলা।—শুষ্ক তামাক পাতা চূর্ণ, গোলমরিচ, গিরিমাটী ও সিদ্ধির বীজ সমভাগে মধুতে মাড়িয়া ফোলা ও ব্যথাস্থানে লাগাইয়া দিলে সত্বর উপশম হয়।

দশটী গোলমরিচ, পাঁচটী লবঙ্গ, মুসব্বর ৵০ আনা, ফট্‌কারী ৵০ আনা মনসা পাতার রসে বাটিয়া লাগাইয়া দিবেন।

তুঁতে-পোড়া, সুপারি ভস্ম, গোলমরিচের গুঁড়া, ভাজা পাপড়ি খএর চূর্ণ, শুষ্ক নিশিন্দা পাতার চূর্ণ, এই সমস্ত চূর্ণ হুঁকার জলের সহিত ব্যথা স্থানে অল্পে অল্পে টিপিয়া লাগাইলে শীঘ্র উপশম হয়।

ঔষধ।—সেবনার্থ কফরাক্ষসী, কস্তুরীভূষণ, লক্ষ্মী বিলাস, প্রলেপার্থ খদির বটিকা, খদিরাদি চূর্ণ, দন্তসুখ চূর্ণ।

দাদ্‌।—ঘেঁট কোলের (একপ্রকার বন্য কচু) শিকড়, কর্পূর, তুলসীপাতা, ও পাথুরেচুণ এক সঙ্গে হুঁকার জল দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই দদ্রুরোগ নির্ম্মূল হয়।

তুলসীপাতা, কর্পূর ও সৈন্ধবলবণ এক সঙ্গে রগড়াইয়া লাগাইয়া দিলে দাদ্‌ সারিয়া যায়।

গন্ধক ৪ কর্পূর ১ নিশাদল ১ তুঁতে পোড়া ॥০ গর্জ্জন তৈলের সহিত গুলিয়া লাগাইলে নিঃসন্দেহে ইহা ভাল হয়।

মনঃশিলা (মনছাল) ৵০ ধুনা।০ গন্ধক।০ কাঁচা সোহাগা।০ জাঙ্গাল (তুতের মত বেণেতী জিনিস) ৵০ আনা চূণ করিয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মাড়িয়া লাগাইলে অতিশীঘ্র সর্ব্বপ্রকার দাদ্‌ নিশ্চয় অরোগ্য হয়।

ঔষধ।—দদ্রুনাশন চূর্ণ, কণ্ডুদাবানল, ব্রণবৈরী; ক্ষার তৈল।

দাঁত ওঠার ব্যারাম।—দাঁত উঠিবার উপক্রমে শিশুদিগের জর, পেটের ব্যারাম, মূর্চ্ছা প্রভৃতি নানা উপসর্গ হইয়া থাকে। কয়েকদিন পর্য্যন্ত কোনও চিকিৎসাই করা উচিত নহে; রোগের বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে উপসর্গ অনুযায়ী সহজ মৃদুবীর্য্য ঔষধ দিতে হয়, "শিশুর রোগ" দেখুন্।

ধবল।—শ্বেত করবীর ফুল, আপাংবীজ, আকরকরা ও সিউলী পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ধবল স্থানে স্বাভাবিক বর্ণ উপস্থিত হয়।

জাঙ্গাল, (তুঁতের মত) হরিতাল, সোমরাজ বীজ, অনন্ত মূল, শ্বেত সর্ষপ ও চিতামূল, সমষ্টির চতুর্গুণ খাঁটী সর্ষপ তৈলে

সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া শ্বেতবর্ণ স্থানে মালিশ করিলে চর্ম্মের স্বাভাবিক রং ক্রমে ফিরিয়া আসে।

শ্বেত মাথালের শিকড় ২ চিতামূল ১ ভুঁতে ভস্ম ।০ হরিতাল ।০ মাখনের সহিত ধবলস্থানে লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। আভ্যন্তরিক ঔষধের জন্য "রক্ত খারাপ" দেখুন।

নাসা।—নাসিকারন্ধ্রে কোনও একটী শিরার মূল ফুলিয়া উঠে, তাহা হইতেই (অর্শের মত) রক্তস্রাব হয়, অথবা ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে শ্লেষ্মা জমাট্ হইয়া পরে রক্তস্রাবের সহিত নির্গত হয়।

হঠাৎ রক্ত বন্ধ করা ভাল নয়, আবশ্যক হইলে লালকাঞ্চন ফুল ও দূর্ব্বা, ছাগ দুগ্ধে বাটিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া নস্য লইবেন।

আল্‌তার জলে অল্প ফট্‌কারি চূর্ণ মিশাইয়া নস্য করিলে শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয়।

দাড়িম ফুলের নস্য নাসিকার রক্ত রোধ করে। ছাগ দুগ্ধের সহিত শুষ্ক আমলকী ও চিনি বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে মস্তিষ্কের উত্তাপ জন্য নাসিকাপথের রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—চিত্রক হরিতকী, কুষ্মাণ্ড খণ্ড, দূর্ব্বাদ্য তৈল, ষড় বিন্দু তৈল, মহাদশমূল তৈল।

নালি ঘা।—সোঁদালের আঠা, শ্বেতধুনা, গোয়ালিয়া লতার রস ও সফেদা, পুরাতন ঘৃতের সহিত মাড়িয়া প্রবেশ করাইলে নালিঘা অবশ্য ভাল হয়।

গাঁজা, গন্ধক, মুদ্রাশঙ্খ, খএর ও মনসা পাতার রস, নারিকেল তৈলে সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিলে দুঃসাধ্য নালিঘা ও অন্যান্য ঘা আরোগ্য হয়।

হিরাকস ॥० পোড়ামাটীর গুঁড়া ১, মেটে সিন্দূর ১, নালুকা ১, (বেণে দোকানে পাইবেন) ফট্‌কারী চূর্ণ ॥০, চাল মুগরা ফল ১, সর্ষপ তৈল ১৫ ও ঘৃত ১০ ভাগ একত্রে জ্বাল দিয়া ছাঁকিয়া লইবেন ; ইহা নালীর মধ্যে প্রবেশ করাইলে অতি কঠিন পচা নালীঘাও ভাল হয়।

হাফরমালির আঠার সহিত খএর গুলিয়া প্রয়োগ করিলে, নিশ্চয়ই নালীঘা আরোগ্য হয়।

মুরগীডিমের শাঁস, অল্পপরিমাণ তুঁতে, নিমপাতা ও গব্যঘৃত বাটিয়া লাগাইলে, দুঃসাধ্য নালী ঘা ও অন্যান্য দূষিত ঘা ভাল হয়।

আভ্যন্তরিক ঔষধের জন্য "রক্ত খারাপ" দেখুন।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—কৈশোর-গুগ্‌গুলু, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, মহাতিক্ত ঘৃত, জীবনারিষ্ট, শোণিতামৃত, হংসপাদী তৈল, জাত্যাদি তৈল, সিন্দুরাদ্য তৈল।

পক্ষাঘাত।—বাতরোগ, রক্তদোষ, আকস্মিক আঘাত বা মস্তিষ্ক রোগ হইতে ইহা জন্মে। এ রোগে মুখ, হস্ত, পদ বা সর্ব্বশরীরের একাংশ জড়তা প্রাপ্ত হয় বা শুষ্ক হইয়া যায়। জড়তার অবস্থায় স্নায়ু-উত্তেজক প্রয়োগ বা তৈল এবং শুষ্কতার অবস্থায় স্নিগ্ধ প্রয়োগ বা তৈল ব্যবহার করা উচিত।

আলকুশীবীজ চূর্ণ ⁄০ আনা, রশুনের রস ১ তোলা, পুরাতন ঘৃত।০ আনা, মধু ৶০ আনা একত্রে উত্তমরূপে মিশাইয়া সেবন করিলে পক্ষাঘাত আরোগ্য হয়।

অশ্বগন্ধা।০ আনা, আলকুশীবীজ।০ আনা, শালপানির মূল

।০ আনা, চিতামূল।০ আনা, বেলের শিকড়ের ছাল।০ আনা, এরণ্ডমূল ।০ আনা, অনন্তমূল ।০ আনা, কুঁচলে আধখানা, জল /॥০ সের, শেষ /০ ছটাক, এই পাচন সেবনে পক্ষাঘাত নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—মহালক্ষ্মীবিলাস, রসরাজ, অশ্বগন্ধা-রিষ্ট, বাতচিন্তামণি, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, বিষতিন্দুক তৈল, কুব্জপ্রসারণী তৈল, মহামাষ তৈল, সাল্বন স্বেদ।

প্রস্রাব-বন্ধ।—সোরা, নীলবড়ী ও স্থলপদ্মের পাতা বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে দু তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব হয়।

রজনীগন্ধের ফুল ও নদীতীরের বালি বাটিয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিলে প্রস্রাববন্ধ নিবারণ হয়।

কাবাবচিনি, সোরা ও শশার বীজ মুড়ি-ভিজান জলের সহিত পিষিয়া নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে শীঘ্রই প্রস্রাব বহির্গত হয়।

আভ্যন্তরিক ঔষধের জন্য "মূত্রকৃচ্ছ্র" দেখুন্।

পেট-ফাঁপা—সোরা, আমলা, নিশাদল ও কৃষ্ণতিল বাটিয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিলে অল্প সময় মধ্যে বায়ু-নিঃসরণ হইয়া পেট পাতলা হইয়া যায়।

হিং, সোরা, অম্লবেতস (বেণে দোকানে পাওয়া যায়) যোয়ান্, সৈন্ধব ও মউরী বাটিয়া ৪।৫ রতি বড়ী করিবেন, ইহা নেবুর রসের সহিত খাইলে সত্বর ফল পাওয়া যায়।

এক ঝিনুক নেবুর রসের সহিত ✓০ আনা পরিমাণ মউরী-বাটা ও ৩।৪ রতি বিটলবণ গুলিয়া খাইলে পেট-ফাঁপা দূর হয়।

এক ছটাক জলে।০ আনা সোরা ও ১ ভরি শুষ্ক আমলকী ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া পরে রগড়াইয়া ছাঁকিয়া লইবেন—এই জল দুবারে পান করিলে পেট ফাঁপা সারিয়া যায়।

"চোঁয়া-ঢেকুর"-উক্ত মুষ্টিযোগ দেখুন।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—বজ্রক্ষার, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ, ক্ষুধাবতী, বৃহৎ অগ্নিকুমার, অগ্নিসন্দীপন, ভাস্করলবণ, শঙ্খবটী।

পেটব্যথা।—হরিতকী, বহেড়া, আমলকী ও লবঙ্গ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবেন, এই জলে আধরতি কর্পূর ও অল্প চূণের জল মিশাইয়া পান করিলে পেট ব্যথা নিবারণ হয়।

ক্রিমি আছে বলিয়া সন্দেহ হইলে ক্রিমি নাশক ঔষধ দিবেন, অম্লপিত্তে অম্লের ঔষধ, বায়ুজনিত হইলে বায়ুনাশক ঔষধের প্রয়োগ আবশ্যক।

পেটের ব্যারাম।—"অতিসার" দেখুন।

পেট-জ্বালা।—ধনে ১ আমলকী ১।॥০ ও চিরতা ॥০ জলে ভিজাইয়া সেই জলে ৵০ আনা সৈন্ধব দিয়া অথবা (গরম ধাতু হইলে) ॥০ আনা চিনি দিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ডাবের জলে ধনে ও মৌরী ভিজাইয়া পান করিলে বাত-পিত্ত জনিত অসহ্য জ্বালাও নিবৃত্ত হয়।

মউরীর আরক (খোট্টাপসারীর দোকানে পাইবেন) ও গোলাপ জল সমভাগে মিশাইয়া বারে বারে অল্প অল্প করিয়া পান করিলে অবশ্য পেট জ্বালা নিবারণ হয়।

অম্ল-ঘটিত পেট-জ্বালা হইলে কোনও ক্ষার বা লবণাক্ত ঔষধ খাইলে তৎক্ষণাৎ উপশম হয়।

ঔষধ।—পিত্ত ঘটিত হইলে পিত্তান্তক রস, গুড়ূচ্যাদি লৌহ, বৃহৎ প্রাণবল্লভ, রত্নগর্ভ, অম্লজনিত হইলে অম্লক্ষার, অগ্নিক্ষার, বজ্রক্ষার, অগ্নিমুখ লবণ, ক্ষুধাবতী, অগ্নিকুমার, ধাত্রীলৌহ।

প্রদর।—এইরোগে স্ত্রীদিগের মাসিক রক্তস্রাব অতিরিক্ত পরিমাণে হয় বা বহুদিন ব্যাপিয়া থাকে। অকারণ অবসন্নতা, আলস্যভাব, মৃদুজ্বর, কোমরে বা তলপেটে ব্যথা, হাত পায়ে জ্বালা, মাথাঘুরা, অম্লোদ্গার, যোনিতে জ্বালা, মূর্চ্ছা ইত্যাদি ইহার উপসর্গ, এরোগ বহুদিনের হইলে ক্রমে জরায়ু মধ্যে ঘা হয় এবং পূঁয ও মাংসধোয়া জলের মত স্রাব নির্গত হয়, এই অবস্থাকে শ্বেত প্রদর বলে, কাহার কাহার প্রথম হইতেই শ্বেত প্রদর হইয়া থাকে। ক্রমে অতিশয় দুর্ব্বলতা, অরুচি, রক্তহীনতা, শোথ, জ্বর ও নানাবিধ বায়ুবিকার উপস্থিত হইয়া রোগিণীর প্রাণসংশয় করিয়া থাকে।

ঋতুকালে সঙ্গম, সাধ্যাতীত সঙ্গম, গর্ভপাত, অতিশয় রূক্ষক্রিয়া, তলপেটে আঘাত লাগা, অম্লপিত্ত, রক্তদুষ্টি, পুরুষের দ্বারা সংক্রামিত প্রমেহ, সাধারণ স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়া, বিরুদ্ধ আহার বিহার ইত্যাদি ইহার কারণ।

লালগ্যাঁদা, রক্তজবা, লাল কাঞ্চন ফুল, এবং অশোক ফুল একত্রে ছেঁচিয়া সেই রস ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলে প্রবল রক্তস্রাব ক্ষান্ত হয়।

একরতি লৌহভস্ম, সিমুলফুলের চূর্ণ ।• আনা, যষ্টিমধু ৵•

শাদা জীরা ৵০ আনা, চালুনী জলের সহিত খাইলে নিশ্চয় রক্ত-স্রাব নিবৃত্ত হয়।

কাঁচা দুধে শ্বেতচন্দন ও আরবি গঁদ ঘসিয়া মাখন ও চিনি উত্তমরূপে মিশাইয়া সেবন করিলে যোনিজ্বালা ও নানাবর্ণের রজঃস্রাব নিবারণ হয়। এই মিশ্রণে একরতি লৌহ ভস্ম দিলে বিশেষ উপকার হয়।

জৈত্রী /০ আনা, শ্বেতধুনা ২ রতি, বঙ্গভস্ম ১ রতি, গিরি-মাটী ১ রতি, বেণামূল-বাটার সহিত সেবন করিলে দুঃসাধ্য শ্বেত ও রক্তপ্রদর ভাল হয়।

অশোক ছাল ২ ভরি, মোচরস ১ ভরি, ধাইফুল ১ ভরি, আতপ চাউল ১ ভরি—সোয়াসের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄।০ পোয়া থাকিতে নামাইবেন, পরে উহাতে জীরাচূর্ণ।০ আনা, রুমীমস্তকী চূর্ণ (বেণে দোকানে পাওয়া যায়)।০ আনা আমলকীচূর্ণ।০, রক্তচন্দনচূর্ণ।০ আনা ও তালের মিশ্রী আধপোয়া, একত্রে মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিবেন, ঘন হইয়া লেহ বা কাদার মত হইলে ৵০ আনা কর্পূরচূর্ণ মিশাইয়া কাচপাত্রে রাখিবেন—ইহার।০ আনা বা।৵০ পরিমাণ ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদর রোগ ও জরায়ু দোষের শান্তি হয়।

চিনা সিঁদুর ১ রতি, মোম ২ রতি, আফিং ১ সর্ষপ, ইহাতে একটী বড়ী করিবেন, অনুপান কাঁটানটের শিকড়ের রস ও মধু, এ ঔষধটী অত্যন্ত উপকারী।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—প্রদরান্তকচূর্ণ, পুষ্যানুগচূর্ণ, স্রাবার্গল, প্রদরারি লৌহ, মেহকুলান্তক, কুটজরসক্রিয়া, বসন্তকুসুমাকর, ধাত্রী ঘৃত, মেহমিহির তৈল।

পিপাসা।—ধনে ॥০ মউরী ॥০ যষ্টিমধু ॥০ বেণামূল ॥০ কচি আমপাতা ॥০ বেলপাতা ॥০ আনা একত্রে ⁄১ সের গরম জলে আধ ঘণ্টা ফেলিয়া রাখিবেন, পরে শীতল হইলে ছাঁকিয়া সেই জল অল্প অল্প পান করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়।

নারিকেলের জলে ধনে ও মউরী ভিজাইয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাঁকিয়া পান করিলে উৎকট পিপাসার শান্তি হয়।

অল্প অল্প গোলাপ জল পান করিলেও পিপাসা থামে।

ধনে, আমলকী, ও কচি জামপাতা সিদ্ধ করিয়া ঠাণ্ডা হইলে উহাতে অল্প বরফ দিয়া পান করিলে বহুমূত্র রোগীর পিপাসা প্রশান্ত হয়।

জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া রাখিবেন। এবং ধনে, মউরী ও কিস্‌মিস্‌ ছেঁচিয়া কাপড়-পুটলীতে বাঁধিয়া রাখিবেন। এই পুঁটলী ঐ জলে ডুবাইয়া ডুবাইয়া মধ্যে মধ্যে চুষিলে পিপাসার শান্তি হয়। "পেটজ্বালা"-অধিকারে কথিত ঔষধ বাছিয়া পিপাসায় ব্যবহার করুন্‌।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—পিত্তান্তক, প্রাণবল্লভ, ধাত্র্যাদি চূর্ণ, দ্রাক্ষারিষ্ট, গুড়ূচ্যাদি লৌহ।

পাচড়া।—উত্তমরূপে গরমজল ও সাবান দিয়া ধুইয়া পরে নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ গুলির কোন একটী ব্যবহার করিবেন।—

সোহাগার খই, মুদ্রাশঙ্খ, গন্ধক ও কর্পূর নারিকেল তৈলে মাড়িয়া লাগাইলে নিশ্চয় আরাম হয়।

ভূষাসিন্দুর, হরিদ্রাচূর্ণ, সোরা ও চালমুগরাফল সর্ষপ তৈলে বাটিয়া প্রলেপদিলে অতিশীঘ্র খোস্‌ পাচড়া ভাল হয়।

ম্যাজেণ্টার রং জলে গুলিয়া উহাতে অল্প পরিমাণ কুইনাইন মিশাইয়া লাগাইলে আশ্চর্য্য উপকার হয়, এটী আধুনিক ঔষধ।

ঔষধ।—সেবনার্থ নিমপাতা, পল্‌তা হিঞ্চা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য, জীবনারিষ্ট, মর্দ্দনার্থ কণ্ডুদাবানল, ব্রণবৈরী, মরিচাদি তৈল।

পালাজ্বর।—জ্বর আসিবার পূর্ব্বে থানকুনি, (থুলকুড়ি) তেলাকুচার পাতা ও কৃষ্ণজীরা একত্রে বাটিয়া কাপড় পুটলী করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘ্রাণ লইলে এবং উহাই ।০ আনা পরিমাণ জ্বর আসিবার পূর্ব্বে চিনির সহিত জল দিয়া বাটিয়া খাইলে জ্বর আসিতে পারেনা।

জ্বর আসিবার পূর্ব্ব হইতেই কুক্‌সিমার গাছ হাতে রগড়াইয়া শুঁকিতে আরম্ভ করিলে আর জ্বর আসে না।

একটী ছারপোকা মারিয়া তাহার রক্ত চিনির সহিত মিশাইয়া প্রাতঃকালে খাওয়াইলে পালা-জ্বর ভাল হয়।

বংশপত্র হরিতাল ৮ রতি, তুঁতে ৪ রতি, গন্ধক ১৬ রতি একত্রে লৌহপাত্রে প্রচণ্ড আগুনে দীর্ঘকাল ভাজিয়া, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া ৭টী পূরিয়া করিবেন; ইহার এক এক পূরিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া খাইয়া পরে ভেরেণ্ডাপাতার রস আধ ছটাক, জ্বর আসিবার পূর্ব্বে ও জ্বর ছাড়িবার কালে সেবন করিলে দুঃসাধ্য পালাজ্বর আরোগ্য হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—বৃহজ্জ্বরান্তক, ত্র্যাহিকারি, পুটপাকের বিষম জ্বরান্তক লৌহ, জয়মঙ্গল রস, স্বর্ণসত্ব।

পথ্য।—যে দিন জ্বর না হয় সে দিন অতিরিক্ত কুপথ্য

করিলে জ্বরের দিন বেশী জ্বর হইবার সম্ভাবনা; সে দিন দুধ সাগু, দুদ্‌সুজী, দুদ্‌রুটী, বা দুদ্ ভাত প্রভৃতি বলকারক লঘুপথ্য করা কর্ত্তব্য।

প্রমেহ।—শাস্ত্রে বিংশতি প্রকার মেহের উল্লেখ আছে। কিন্তু আজকাল যেন তদপেক্ষাও অধিকসংখ্যক মেহ আছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তৎসমস্তই ঐ বিংশতি শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করা যায়। শাস্ত্রে প্রমেহ শব্দের অর্থ কিছু ব্যাপক;—বহুমূত্র, ঘন চূণের জলের মত প্রস্রাবের সহিত নির্গম (ফস্‌ফেট ইংরাজীতে বলে) সংক্রামক বিষাক্ত মেহ অর্থাৎ গণোরিয়া প্রভৃতি সমস্তই প্রমেহের অন্তর্গত। কিন্তু তথাপি এই শেষোক্ত মেহ সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া জানা উচিত। অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়াদি কারণে অন্য সমস্ত মেহ ঘটিতে পারে; কিন্তু আজকালকার এই ভয়ঙ্কর বিষময় মেহ কুস্থানে গমন ব্যতীত প্রায় কদাপি হয় না, ইহার চিকিৎসা কিছু ভিন্ন রকমের।

এরোগ হইবামাত্র যখন প্রস্রাব কালে জ্বালা, পোড়া, পূঁয পড়া, টন্‌টনানি ব্যথা, জ্বর জ্বর ভাব ইত্যাদি উপস্থিত হয়, তখন হঠাৎ স্রাব বন্ধের ঔষধ দিতে নাই।

অনেকে এ অবস্থায় গরম হইয়াছে মনে করিয়া অতিরিক্ত ঠাণ্ডা করিতে থাকে, কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় আপাততঃ স্বচ্ছন্দ বোধ হইলেও ভবিষ্যতে বাতরোগ হইবার আশঙ্কা থাকে। এ অবস্থায় কফের অবিরোধী পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

কোনও রূপে প্রথম অবস্থার জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হইলেই রোগ দূর হইয়াছে মনে করিয়া অনেকে নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু প্রথমাবস্থায় সুচিকিৎসা না হইলে কিছু দিন পরে প্রস্রাবের সহিত

তুলা পেঁজার মত, সূতার মত বা পেঁপের আঠার মত স্রাব নির্গত হইতে থাকে ও রোগীর দুর্ব্বলতা, বাত, শিরোরোগ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়; এ অবস্থায় চিকিৎসা বড় কঠিন।

এইরূপ মেহ ও গরমি দুইই বিষঘটিত ও সংক্রামক এবং প্রায়ই একজাতীয় তবে পার্থক্য এই:—ইহাতে শিশ্নের অভ্যন্তরে মূত্রনালীতে ঘা হয়; গরমীতে শিশ্নের মুখে বা আবরক চর্ম্মে ব্রণ বা ঘা হয়।

কাঁচা হলুদ, কাঁচা গুলঞ্চ, কাঁচা আমলকী, ও কাঁচা যজ্ঞডুম্বুর ছেঁচিয়া সেই রস জল-মিশ্রিত কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্রনালীর জ্বালা ও স্রাব নিবারিত হয়।

গোক্ষুর, কাবাবচিনি, বেড়েলার মূল, শ্বেতপুনর্ণবার মূল, ও পোস্তার চেঁড়ী একত্রে ২ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄১০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ৵০ আনা যবক্ষার চূর্ণের সহিত পান করিলে প্রমেহের প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপকার হয়।

জৈত্রী চূর্ণ ⁄১০ আনা, শ্বেত বেড়েলার মূলচূর্ণ ৶০ আনা, ঘৃতকুমারীর শাঁস ১ ভরি, পরিষ্কার চিনি ১ ভরি একত্রে মাখনের সহিত মিশাইয়া খাইলে প্রমেহ রোগ উপশমিত হয়।

কাঁচা হলুদের রসে শ্বেতচন্দন ও আরবী গঁদ ঘসিয়া তাহার সহিত ১ রতি প্রমাণ বঙ্গভস্ম সেবন করিলে অবিলম্বে আরোগ্য হয়।

প্রথম দুচারি দিন মেহনির্ম্মূল এবং তৎপরে ৮।১০ দিন মেহকুলান্তক সেবন করিলে প্রমেহ রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—প্রমেহচিন্তামণি, কর্পূরাদিলৌহ, বঙ্গেশ্বর, তারকেশ্বর, মেহনির্ম্মূল, মেহকুলান্তক, সোমনাথ,

বঙ্গামৃত, হেমনাথ, স্বর্ণবঙ্গ, পূর্ণচন্দ্র, বসন্তকুসুমাকর, মেহমিহির তৈল, উশীরাদ্য তৈল।

প্লীহা।—কম্পজ্বর কিছু দিন স্থায়ী হইলে, জ্বরের অবস্থায় কফজনক বা কফপিত্তজনক বস্তু ভোজন করিলে, অথবা অল্প অল্প জ্বর কিছু দিন শরীরে বর্ত্তমান থাকিলে, কফপিত্ত দূষিত হইয়া প্লীহা দেখা দেয়।

এরোগে কফপিত্তনাশক ও রেচকগুণযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়; প্লীহা হইলে শরীরের রক্ত ক্রমে সাদা হইতে থাকে, তন্নিবারণের জন্য লৌহ প্রয়োগ নিতান্ত আবশ্যক।

মুসব্বর ১ হিং ২ যবক্ষার ৩ ও জঙ্গীহরিতকী ৪ ভাগ এই চূর্ণ ।০ আনা হইতে ৷৷০ পরিমাণ গরম জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্লীহা আরোগ্য হয়।

সৈন্ধব লবণ ১ বিট্‌লবণ ১ হীরাকস ১ ভাগ এই তিন দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া আকন্দপত্রে জড়াইয়া মুখ-বাঁধা হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া ঘুঁটের আগুণে ভস্ম করিবেন। এই ভস্মের ৩,৪ রতি প্রাতঃকালে পুরাতন গুড় ও পিপুল চূর্ণের সহিত সেবন করিলে নিশ্চয় প্লীহা আরোগ্য হয়।

পিপুল মূল ।০ চিরতা ।০ সজ্‌নে ছাল ।০ রক্তচিতার মূল ।০ রড়ার ছাল ।০ শরপুঙ্খ ।০ (বননীল) রক্তচন্দন ।০ হরিতকী ১টা বা ২টা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া /০ ছটাক থাকিতে নামাইবেন, ইহাতে ৩০।৪০ ফোঁটা কাঁচাপেপের আঠা মিশাইয়া পান করিলে দুঃসাধ্য প্লীহা ভাল হয়, এই পাচনের সহিত ১ রতি সহস্র পুটিত লৌহ যোগ করিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—জ্বরনির্ব্বাণ, বৃহৎ গুড়] পিপ্পলী,

হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ, প্লীহারিচূর্ণ, জ্বরাশনি, লোকনাথ, মৃত্যুঞ্জয়লৌহ, প্লীহকুঠার, যকৃৎপ্লীহারি চূর্ণ।

ফোলা—যকৃতের দোষ, হৃদ্রোগ, শরীরের রক্তহীনতা, মূত্রের সহিত ওজঃক্ষয় (আলবুমেন্-যুরিয়া) ও সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি হেতু বা কোনও কঠিন রোগের অন্তিম উপসর্গস্বরূপ পেট-মুখ-হাত-পা ইত্যাদি স্থানে শোথ হয়। শরীরের কোনও স্থানে আমরস সঞ্চিত হইয়াও ফুলিতে পারে।

কারণানুযায়ী চিকিৎসা অবশ্যই কর্ত্তব্য, তথাপি সাধারণতঃ পুনর্ণবাষ্টক পাচন ইহাতে প্রশস্ত। উক্ত পাচন যথা ঃ—পুনর্ণবা, নিমছাল, পল্তা, শুঁঠ, কট্কী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, হরিতকী প্রত্যেক ।০ আনা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া /০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া পান কর্ত্তব্য, উদরাময় থাকিলে কট্কীর স্থানে ইন্দ্রযব, ও হরীতকীর স্থানে মোচরস দেওয়া উচিত।

শ্বেত পুনর্ণবা, বেলপাতা ও স্থলপদ্মের পাতা ছেঁচিয়া /০ ছটাক রস নিংড়াইয়া ৫।৬ রতি সোরার সহিত পান করিলে ফোলা শুকাইয়া যায়।

গোক্ষুর ।/০, গণিয়ারী ।/০, শুক্তমূলা ।/০, বেলের শিকড় ।/০ কণ্টকারী ।/০ জঙ্গীহরিতকী ॥০ আনা /॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /০ ছটাক শেষ রাখিবেন, ইহাতে এক আনা পরিমাণ গোল-মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া পান করিলে নিশ্চয়ই উপকার দর্শায়।

৵০ আনা যবক্ষার চূর্ণ ও /০ আনা গোলমরিচ চূর্ণ মিশা-ইয়া পুরিয়া করিবেন, দিনে তিন পুরিয়া, কুলেখাড়ার রসের সহিত বা পুনর্ণবার রসের সহিত পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

সজিনার মূলের ছাল, জয়ন্তীপাতা, নিশিন্দাপাতা, ধুতরা পাতা ও সৈন্ধবলবণ একত্রে ছেঁচিয়া কাপড়-পুটলীতে আগুণে গরম করিয়া স্বেদ দিলে শোথ নষ্ট হয়।

প্রলেপ দিবার জন্য 'ফোড়া বসান'র ঔষধ দেখুন্।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—বজ্রক্ষার, শঙ্খপর্পটী, পঞ্চামৃত রস পুনর্ণবামণ্ডুর, নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস, শোথশার্দ্দূল, শুষ্কমূলাদ্য তৈল, শোথ শার্দ্দূল তৈল, মহাদশমূল তৈল।

ফোড়া—(১) বসাইবার উপায়,—রসাঞ্জনের গুড়া, মধু ও চূণের সহিত গুলিয়া লাগাইলে ফোড়া বসে।

উননের পোড়া মাটী ও কাল কাশুন্দার পাতা হুঁকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া বসিয়া যায়।

সমুদ্রফেণা, মুসব্বর ও গোলমরিচ, আদার রস এবং ধুতরা পাতার রসে গুলিয়া অগ্নিতাপে কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া লইয়া গরম গরম বারম্বার প্রলেপ দিলে পাকিবার উপক্রমেও বসিয়া যায়।

আদার রসে মুসব্বর বা আফিং ঘসিয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয় বসিয়া যায়।

(২) ফোড়া পাকাইবার জন্য,—তেলাকুচার পাতা চিনির সহিত বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

কচি পুইঁপাতার সম্মুখের পিঠে গরম-করা গাওয়া ঘি লাগাইয়া ফোড়ার উপরে বসাইয়া দিবেন।

গরুর দাঁত ও হরিণের শিং ঘৃত ও মধুতে ঘসিয়া লাগাইলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

গব্যঘৃতের সহিত ১ ভাগ ইসবগুল ও ২ ভাগ মসনে বাটিয়া গরম করিয়া পুল্‌টীস্ প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে অথবা তোক্‌মারি (বেণেদোকানে পাইবেন) ও গমের ভুষি সমভাগে ঘৃতের সহিত পুল্‌টীস্ করিয়া দিলে বিনাক্লেশে ফাটিয়া পূঁয নির্গত হয়।

বাবুই তুলসীর বীজ রেড়ীর তৈলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

ফিঁক-ব্যথা—উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে হঠাৎ পিঠে বা অন্যত্র চিড়িক্ করিয়া ব্যথা ধরিয়া কিছু দিন থাকে। অনেক সময়ে এই ফিঁক ব্যথা কঠিন বাতব্যাধির পূর্ব্ব লক্ষণ।

রসুন ও সৈন্ধবলবণ ছেঁচিয়া কাপড়-পুটলীতে করিয়া গরম স্বেদ দিলে ঐ ব্যাথা ও বাতের ব্যথা নিবারণ হয়।

কেরোসিন তৈল ও তার্পিন তৈল সমভাগে মিশাইয়া তাহাতে কর্পূর দিয়া মালিশ করিলে তৎক্ষণাৎ ব্যথা নিবারণ হয়।

সিদ্ধি ও লবণ মিশাইয়া কাপড়ের পুটলীতে করিয়া গরম স্বেদ দিলেও ব্যথা ভাল হয়।

ঐ ব্যথা দুর্ব্বলতার জন্য হইলে বল পুষ্টিকারক ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য।

বুক-ধুড়্-ধুড়্।—জটামাংসী ১ ভরি, শ্বেতবেড়েলার মূল ৷৷॰ শালপানির মূল ৷৷॰ গব্যদুগ্ধ /৵ পোয়া জল /৷৷॰ সের, শেষ /৵॰ পোয়া, অর্থাৎ দুগ্ধ শেষ থাকিবে—ইহা সেবনে (হৃদ্বায়ুজনিত) বুক ধড়্ ফড় করা নিবারণ হয়।

রেড়ীর ছাল ৷৷০ আনা, গোক্ষুর ৷॰ আনা, রাস্না ৷॰ আনা, অশ্বগন্ধা ৷৷॰ আনা, হরিতকী ৷॰ আনা বেলের শিকড়ের ছাল ৷॰

আনা, জল ✓৷৹ সের শেষ ✓০ ছটাক—এই পাচন অত্যন্ত ফলদায়ক।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—মকরধ্বজ, বাতচিন্তামণি, বৃহৎচিন্তামণি, প্রাণবল্লভ, হৃদয়ার্ণব রস, জীবনারিষ্ট, চ্যবনপ্রাশ, অমৃতপ্রাশ ঘৃত।

বুকে ব্যথা।—পুরাতন ঘৃত ২ ভরি, আদার রস ৪ ভরি, কর্পূর ।০ আনা, আকন্দের আঠা ৷০ আনা, একত্রে জ্বাল দিয়া শুকাইয়া লইবেন, ইহা বুকে মালিশ করিলে ব্যথা নিবারণ হয়।

মসুরের ডালের গুঁড়া ও শুঁঠ চূর্ণ, মুরগীর ডিমের তরল অংশের সহিত গুলিয়া প্রলেপ দিলে বুকের ব্যথা আরাম হয়।

বাত-রোগ।—নিশিন্দা-পাতা, বেলপাতা, গাঁদাল-পাতা (গন্ধ ভাদালে) ও আদা ছেঁচিয়া ✓০ ছটাক রস অল্প গরম করিয়া ৬ রতি সৈন্ধবের সহিত পান করিলে বাতের উপশম হয়।

রসুন ৷৹ আনা, রেড়ীর শিকড়ের ছাল ৷০ নিশিন্দা ।✓০ শুঁঠ ।✓০ শুল্‌ফা ।০ জল ✓৷০ সের, শেষ ✓০ ছটাক, এই পাচন বিশেষ ফলদায়ক।

তেশিরা মনসার পাতার রসে সৈন্ধব চূর্ণ মিশাইয়া ব্যথা স্থানে প্রলেপ দিয়া ঐ স্থানে রৌদ্র লাগাইবেন।

কাঁচা লঙ্কা, সজনে ছাল, ধুতরাপাতা, আকন্দপাতা ও সৈন্ধব লবণ বাটিয়া প্রলেপ দিলে অবশ্য ব্যথা নিবারণ হয়।

শ্বেত সর্ষপ, মুসব্বর, সজনে ছাল, গোলমরিচ, হিং, আদা, বিট্‌লবণ, ও ধুত্‌রার শিকড় বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই ব্যথা আরাম হয়।

উপদংশ বা পারাদোষ জনিত বাত হইলে তাহার ঔষধার্থে "রক্ত খারাপ" দেখুন্।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—বৈশ্বানর চূর্ণ, রসোনাবলেহ, বাত-গজাংকুশ, বাতগজেন্দ্রসিংহ, যোগরাজ গুগ্‌গুলু, জীবনারিষ্ট, মাষতৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল, রসোনাদ্য তৈল, কুব্জপ্রসারণী তৈল, বাতরাজ তৈল।

বায়ু বৃদ্ধি।—"অনিদ্রা" দেখুন।

বাধক।—বাধা অর্থাৎ ব্যথা জন্মায় বা গর্ভের বাধা জন্মায় বলিয়া এরূপ নাম। কোন কোন স্ত্রীর ঋতুকালে পরিষ্কাররূপে রক্তস্রাব হয় না, ও তৎকালে বেদনা হয়। কাহারও বা অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়াও অত্যন্ত ব্যথা হয়। যোনিতে জ্বালা, লালাযুক্ত বা ক্লেদযুক্ত রক্তস্রাব, অথবা মাংসধোয়া জলের মত স্রাব হইয়া থাকে। মাসে একবার, কিম্বা দুমাসেও একবার ঋতু দেখা দেয়। রক্তঃস্রাব ভালরূপ না হইলে ক্রমে মহাযন্ত্রণাদায়ক রক্তগুল্ম জন্মে, পরিশেষে হিষ্টিরিয়া রোগ জন্মিয়া থাকে।

পুরাতন সিদ্ধি, বন আদা ও ভেরাণ্ডার কচিপাতা, সমভাগে বাটিয়া ৵০ আনা পরিমাণ বটী করিয়া বেদনাকালে সেবন করিলে নিশ্চয় উপশম হয়।

রিঠাচূর্ণ /০ আনা, উলট কম্বলের শিকড় ৵০, গোলমরিচ ৪।৫টা, জল দিয়া বাটিয়া সেবন করিলে নিশ্চয় ঐ ব্যথার শান্তি হয়।

দারুচিনি চূর্ণ ১ ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, মুসব্বর ১ ভাগ, সোহাগার খই ২ ভাগ, হিং ১ ভাগ, লৌহভস্ম ১ ভাগ, তেউড়ী

মূল চূর্ণ ৪ ভাগ, এই চূর্ণের মাত্রা /০ আনা হইতে ৶০ আনা, অনুপান গরম জল, এটী বাধকের অত্যন্ত ভাল ঔষধ।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—বাধা-বজ্রিনী, কাঙ্কায়নগুড়িকা, রজঃপ্রসাদনী, ফলঘৃত বা ফলকল্যাণঘৃত, ধাত্রীঘৃত, অশোকঘৃত, পঞ্চতিক্তঘৃত। তলপেটে মর্দ্দনার্থ রসোনাদ্য তৈল, মেহমিহির তৈল, শূলগজেন্দ্র তৈল।

বাঘী ।—'ফোড়া' দেখুন্।

বহুমূত্র ।—অতিরিক্ত দিবানিদ্রা, মানসিক শ্রমসত্ত্বে কায়িক পরিশ্রম না করা, অতিরিক্ত বিলাসিতা, দধি মিষ্টান্ন প্রভৃতি কফজনক বস্তু অধিক খাওয়া, অনিয়মিত শুক্রক্ষয়, ইত্যাদি এ রোগের হেতু।

মুখশোষ, পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, শুক্রতারল্য, মাথার ব্যথা, মাথা ঘুরা, পুষ্টিকর আহার সত্বেও দুর্ব্বলতা, হাত পা জ্বালা, ব্রণ হওয়া, শরীরের কোনও স্থানে বেদনা ইত্যাদি এ রোগের উপসর্গ, এরোগের কাহার রাক্ষসের মত ক্ষুধা হয়—এটী বড় সুলক্ষণ নহে। পীড়া অধিক দিনের হইলে ওজঃক্ষয়, শোথ, ও শরীরের স্থানে স্থানে ফোড়া ও ঘা হইতে থাকে। এ অবস্থা বড় কঠিন।

আমের আঁঠি চূর্ণ ২ যজ্ঞ ডুমুরের বীজ চূর্ণ ৩ আমলকীচূর্ণ ৪ ভাগ—এই চূর্ণ।০ আনা ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনে যথেষ্ট উপকার হয়।

লোহ ভস্ম ১ রত্তি সালিম মিশ্রী চূর্ণ ।০ আনা জৈত্রী চূর্ণ /০ শিলা জতু ।০ নাগেশ্বর চূর্ণ /০ মাখন ২ ভরি তালের মিশ্রী ।০

আনা মধু।॰ আনা ও একত্রে সেবন করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

অল্পমাত্রায় আফিং সেবনে নিশ্চয় উপকার হয়, কিন্তু দোষের বিষয় এই যে আফিঙ্গের উপরে আর অন্য ঔষধ প্রায়ই কার্য্যকর হয় না। আফিং ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক হইলে প্রাতঃকালে সেবন না করিয়া সন্ধ্যার পর রাত্রে সেবন করা উচিত।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—তারকেশ্বর, সোমনাথ, হেমনাথ, পূর্ণচন্দ্র রস, মহা সোমেশ্বর, ধাত্রী রসায়ন, বসন্ত কুসুমাকর, বৃহৎ ধাত্রীঘৃত, মেহমিহির তৈল, উশীরাদ্য তৈল।

বমি।—আল্‌তা, বাবলাছাল, আমলা, মউরী, ছোলা ও মিশ্রী এক সঙ্গে ভিজাইয়া সেই জল ৴॰ ছটাক পরিমাণ পান করিলে বমি, হিক্কা, পিপাসা ও পেটজ্বালা নিবারণ হয়।

শ্বেতজীরা, দূর্ব্বার শিকড়, আতপ চাউল, যষ্টিমধু, কুল-বীজের শাঁস ঠাণ্ডাজলের মধ্যে (বরফের জল আরো ভাল) রগ্‌ড়াইয়া ছাঁকিয়া পান করিলে বমি হিক্কা প্রভৃতি নিবারণ হয়।

স্তন দুগ্ধে শ্বেত চন্দন ঘসিয়া পান করিলেও যথেষ্ট উপকার হয়।

এক রতি ফটকারী-পোড়া ও আধ ভরি কাশীর চিনি, ডাবের জলের সহিত পান করিলে বমি বন্ধ হয়।

বমি-শান্তির জন্য "পেট জ্বালা ও পিপাসা" অধিকারের ঔষধ দেখুন্।

পথ্য—"গা বমি-বমি" দেখুন্।

বয়ঃস্ফোট—মসূরের ডাল, সিমূলের কাঁটা, ও জায়ফল ছাগদুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ বিলীন হইয়া মুখশ্রী বৃদ্ধি পায়।

বেনার মূল, গোলাপ কুড়ি, মেথী ও কর্পূর বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখব্রণ উপশমিত হয়।

বোল্‌তা-কাটা—সোরা, গুড় ও চিনি একত্রে মালিশ করিলে শীঘ্র জ্বালার নিবারণ হয়।

চূন ও গোবর একত্রে লাগাইয়া দিলে শীঘ্র স্বস্তি হয়।

তার্পিন তৈল বা কেরোসিন মর্দ্দনে জ্বালার শান্তি হয়।

মুখে ঘা—খএর, থুলকুড়ী (থানকুনি) ও কর্পূর বাটিয়া লাগাইলে ভাল হয়।

হিরাকস ১ সোহাগার খই ৪ বিড়ঙ্গ চূর্ণ ২ কর্পূর ২ ভাগ। মধুতে মাড়িয়া প্রলেপ দিলে অল্প সময়েই মুখের ঘা ভাল হয়।

বকুলছাল, নিম্‌ছাল, বেলিফুলের পাতা, ও কুড়চির ছাল জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া বারম্বার মুখ ধুইলে ঘা নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

লাক্ষা ২ ভাগ, ফটকারী ১ ভাগ অর্দ্ধ চূর্ণ করিয়া গরম জলে ফেলিয়া রাখিবেন; ১ ঘণ্টা পরে ছাঁকিয়া লইয়া সেই জলে মুখ ধুইলে আশু মুখ-ক্ষত আরোগ্য হয়।

ঔষধ।—খদিরাদি চূর্ণ, খদিরেশ্বর, দন্তসুখ চূর্ণ, খদিরবটী।

মাথা-ধরা-ব্যথা।—পিপুল ও শ্বেত অপরাজিতার মূল, মনসা পাতার রসে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে মাথা ধরা ছাড়িয়া যায়।

পাথুরে চূণ (অভাবে শামুকের চূণ) মধুতে গুলিয়া পানের পৃষ্ঠে মাথাইয়া লাগাইবেন।

এরণ্ড মূল, রক্ত চন্দন, কুড় ও গোল মরিচ, ছাগলের দুধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্যথা উপশমিত হয়।

বচ চূর্ণ ১ কায়ফল চূর্ণ ১ ভাগ তামাক পাতা চূর্ণ ২ ভাগ; উত্তম রূপে মিশাইয়া নস্য লইলে মাথা ধরা ছাড়িয়া যায়।

গরমে হইলে অনিদ্রার ঔষধ দেখুন, জ্বরের জন্য বা অন্য কোনও রোগের জন্য মাথাধরা হইলে সেই রোগের চিকিৎসা আবশ্যক।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—শিরোবজ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস, কস্তুরী-ভূষণ, দশমূলারিষ্ট, ষড়্‌বিন্দু তৈল, মহা দশমূল তৈল।

মাথা-ঘোরা।—দীর্ঘকালিক স্রাব হটাৎ বন্ধ হওয়া, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম, শরীরে গরমীর বিষ থাকা, অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ বা অন্য প্রকারে শুক্রক্ষয়, প্রস্রাবের সহিত শর্করা বা "ফস্ফেট্‌-"নির্গম, কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিরিক্ত মদ খাওয়া, অম্লপিত্ত দোষ, মস্তিষ্কের রক্ত হীনতা, বায়ু বৃদ্ধি বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, স্ত্রীলোকের ঋতু গোলমাল প্রভৃতি ইহার কারণ।

বায়ু জনিত হইলে "অনিদ্রা"-"উন্মাদ" দেখুন্ গরমি দোষে হইলে "রক্ত খারাপ" দেখুন, যে কারণেই হউক সাধারণতঃ বলপুষ্টি কারক, পাচক, সারক, রক্ত শোধক ও বায়ুর অধঃকারী ঔষধ সমুদায় প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—জীবনারিষ্ট, শক্তিসাগর, চতুর্মুখ, বাতচিন্তামণি, ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, ত্রিফলাদ্য ঘৃত, মহাব্রহ্মী ঘৃত, বৃহদশ্বগন্ধা ঘৃত, দশ মূল ঘৃত, বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত।

পথ্য।—লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর সমস্ত দ্রব্য, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, মাখন-মিশ্রী, ঘৃত সৈন্ধবযুক্ত তরকারী, আমলকীর মোরব্বা, পেস্তা, মনক্কা, ছাগ মাংসের ঝোল ইত্যাদি।

মূত্রকৃচ্ছ্র।—স্থলপদ্মের পাতা ও হিমসাগরের (পাথর কুচী, পাথর চুণে) পাতা ছেঁচিয়া সেই রসে ১০।১২ রতি সোরা দিয়া পান করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া বাহির হয়।

গোক্ষুর, কাবাবচিনি, বেণামূল, যষ্টি মধু, হরিতকী, দুরালভা, কুশ মূল, শশার বীজ, প্রত্যেক ।০ আনা—জল /॥০ সের শেষ /০ ছটাক, এই পাচন মূত্র পরিষ্কার করে, অশ্মরী (পাথরী) বাহির করিয়া দেয়, ও মূত্ররোগ জনিত তলপেট ব্যথা নিবারণ করে।

কুলথ কলায় ॥০ বরুণ ছাল ॥০ গোক্ষুর ॥০ ও পুনর্ণবা ॥০ আনা, জল /॥০ সের শেষ ১ ছটাক, এই পাচনের /০ সহিত ৵০ আনা যবক্ষার যোগ করিয়া সেবন করিলে নানা জাতীয় দুঃসাধ্য মূত্রকৃচ্ছ্র অর্থাৎ দুধারে বা সরু ধারে, কিম্বা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, প্রস্রাব কালে টন্‌ টনানি ব্যথা, পাথরী, মেহ দোষে তলপেট ও কোমর ব্যথা প্রভৃতি উপদ্রবের শান্তি হয়, উক্ত পাচনের সহিত মেহনির্ম্মূল বটী সেবন করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

নীলবড়ী ও সোরা গুলিয়া নাভিতে ও নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারণ হয়।

মেচেতা।—রক্তচন্দন, বটের কুড়ী, ও ঘৃতে-ভাজা মসুর ডাল দুধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা ভাল হয়।

ডাবের জলে ২।৩ ঘণ্টা সোমরাজ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেন,

পরে ঐ জল দিয়া দিনে ছবার মুখ ধুইলে কাল দাগ উঠিয়া যায়। ইহাতে বসন্তের দাগ ও উঠে।

তাম্রপাত্রে ৭ দিন নেবুর রস রাখিয়া দিবেন, পরে উহাতে তুলসী পাতার রস ও কালকাশুন্দার রস দিয়া রৌদ্রপক্ক ও কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া লাগাইলে মুখের কাল দাগ উঠিয়া যায়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—সোমরাজী তৈল, কন্দর্প সার তৈল, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, জীবনারিষ্ট।

মৃগী।—"হিষ্টিরিয়া"—দেখুন্

যকৃৎ।—যে যে কারণে অম্লপিত্ত জন্মে লিখিত হইয়াছে প্রায় সেই সমস্ত কারণেই যকৃৎ দূষিত হয় জানিতে হইবে; তবে শিশু-যকৃৎ-রোগের কারণ অবশ্যই ভিন্ন, আজকাল শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই যকৃৎ দেখা দেয়।

নিশাদল ১, শ্বেত পুনর্ণবার মূল চূর্ণ ২, কট্‌কীচূর্ণ ৩ ভাগ—এই মিশ্র-চূর্ণের ⁄৹ বা ৵৹ আনা পরিমাণে ঈষদুষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে যকৃতের ক্রিয়া ভাল হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

যোয়ান্, যবক্ষার, বিটলবণ, হরিতকী, রেণুক, গোলমরিচ, আমলকী ও চিরতার পাতা, জল দিয়া বাটিয়া ৵৹ আনা ৶৹ আনা ওজনে বটী করিয়া সেবন করিলে যকৃদ্দোষ নিবারিত হয়।

এক কাঁচ্চা কাগজী-নেবুর রসে ৬ রতি ক্ষারী লবণ (বেণে দোকানে পাইবেন) ও ৪০ ফোঁটা কাঁচা পেপের আঠা মিশাইয়া খাইলে নিশ্চয়ই যকৃতের দোষ উপশমিত ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হয়।

প্লীহার অনেক গুলি ঔষধ যকৃতের উপকারী, বিবেচনা পূর্ব্বক বাছিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ—অর্কলবণ, শঙ্খপর্প্পটী, অগ্নিকুমার, ক্ষুধাবতী, অগ্নিমুখলবণ, যকৃদরি, অগ্নিদীপক, লোকনাথ রস।

রক্তবমি।—(রক্তপিত্ত) এরোগে মুখ, নাক, শিশ্ন, মলদ্বার, যোনিদ্বার, এমন কি লোমকূপ দ্বারা রক্ত বাহির হইয়া থাকে।

প্রচণ্ড রৌদ্র ভোগ, সাধ্যাতীত কায়িক পরিশ্রম, শোকে বা দুশ্চিন্তায় উৎক্ষিপ্ত হওয়া, রেলগাড়ী প্রভৃতি যানে একযোগে বহুদিন আবদ্ধ থাকা, উপবাস বা রাত্রি জাগরণ, অত্যন্ত রূক্ষসেবা, অতিরিক্ত মদ্য পান, উৎকট ঝাল বা গরম জিনিস্ সর্ব্বদা খাওয়া, যকৃতের দোষ, অর্শের রক্ত বা স্ত্রীলোকের রজঃ-স্রাব হটাৎ বন্ধ হওয়া—ইত্যাদি এ রোগের কারণ। এই রোগ উপেক্ষিত হইলে ক্রমে ফুস্ ফুস্ বিকৃত হইয়া ক্ষয়কাস জন্মে।

দুর্ব্বা, গাঁদাপাতা, মুথা, ও হিঞ্চাশাক ছেঁচিয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তবমি নিবারিত হয়।

কচি জামপাতা, পাকা যজ্ঞডুমুর ও বাসক পাতা ছেঁচিয়া সেই রস ১ ছটাক, ১ ভরি পরিষ্কার চিনির সহিত পান করিলে রক্ত-উঠা আরোগ্য হয়।

আল্‌তা-ভিজান জলের সহিত স্তনদুগ্ধ গুলিয়া তাহাতে ২ রত্তি গেরিমাটী চূর্ণ মিশাইয়া খাইলে রক্ত-বমন নিবৃত্ত হয়।

"বমির" ঔষধ বাছিয়া প্রয়োগ করুন্।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ—রত্নগর্ভ, শোনিতার্গল, কুষ্মাণ্ডখণ্ড, বাসা কুষ্মাণ্ড, বাসাবলেহ, দ্রাক্ষারিষ্ট, এলাদিগুড়িকা, সার্ব্বভৌম, খণ্ডকাদ্য লৌহ।

পথ্য—প্রবলাবস্থায় দাড়িম, বেদানা, কুমড়ার জলের সহিত সিদ্ধ করা বার্লী, দুধ্ খই, কিস্‌মিস্-বাটা ও খই, মৃদু অবস্থায় মাখন-মাখা রুটী ইত্যাদি।

রক্ত খারাপ।—মাংসে ও দুগ্ধে একত্র মিশাইয়া খাওয়া, অতিরিক্ত মদ্যপান, যাহাতে অত্যন্ত পিত্ত বৃদ্ধি হয় এরূপ আহার-বিহার করা, রক্তপিত্তের, অর্শের বা স্ত্রীধর্ম্মের রক্তস্রাব হটাৎ বন্ধ হওয়া, যকৃতের দোষ, ম্যালেরিয়াবিষ বা গরমীবিষ শরীরে থাকা—ইত্যাদি ইহার কারণ। শেষোক্ত কারণটীই আজকাল প্রধান দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত উপসর্গ দ্বারা রক্ত খারাপ হইয়াছে জানিতে হইবে ঃ—

হাড়ে হাড়ে ব্যথা, মুখে নাকে ঘা, পীনস বা নাক বসিয়া যাওয়া, দন্তরোগ, গাত্রে চাকাচাকা বা ছোট বড় নানা রঙ্গের দাগ, বাত, পক্ষাঘাত, শিরঃপীড়া, অণ্ডকোষে শোথ, শরীরের স্থানে স্থানে গাঁইটের মত উঁচু হইয়া থাকা, নেত্ররোগ, ভগন্দর, নানাজাতীয় চর্ম্মরোগ, কুষ্ঠ, মনের বিশৃঙ্খল অবস্থা, প্লীহাবৃদ্ধি, যকৃতের দোষ, মুখ, নাক বা মলদ্বার দিয়া রক্তপড়া ইত্যাদি; শরীরের রক্ত খারাপ হইলে না জন্মিতে পারে এমন রোগ নাই।

ছাতিমছাল, বেতের শিকড়, কট্‌কী, অনন্তমূল, সোণামুখী, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, তোপচিনি প্রত্যেক ॥৹ আধভরি,

লোহার পাত্রে /১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৴০ আধপোয়া অবশেষ থাকিবে; প্রাতঃকালে ও বৈকালে সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি ও রক্ত পরিষ্কার হয়।

শোধিত গন্ধক ২ রতি, রক্তবর্ণ গৈরিক ১ রতি, ঘৃতকুমারীর রস ১ ভরি ও কুক্‌সিমার রস ॥০ আধভরি একত্রে প্রতিদিন সেবন করিলে রক্তদোষ নিবারণ হয়।

নিমের ফুল শুকাইয়া চূর্ণ করিবেন এবং সোঁদালের ফুল শুকাইয়া চূর্ণ করিবেন—এই দুই চূর্ণ একত্রে ।০ আনা, লৌহ ভস্ম ১ রতি, কাঁচা হলুদ ও পল্‌তার রসের সহিত খাইলে রক্ত পরিষ্কার হয়।

রক্ত পরিষ্কার করিয়া বলপুষ্টি জন্মাইতে **জীবনারিষ্টের** তুল্য ঔষধ প্রায় দেখা যায় না।

রক্তদোষ-জনিত চর্ম্মরোগের জন্য "ঘা" দেখুন্‌।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ—পঞ্চতিক্ত ঘৃত, মহাতিক্তঘৃত, শোণিতামৃত, অমৃতাঙ্কুর লৌহ, মহাপিণ্ড তৈল, বৃহদ্‌ গুড়ুচ্যাদি তৈল, সোমরাজী তৈল, পিত্তরাজ তৈল।

রতিশক্তি-হীনতা। কতকগুলি তেঁতুলের বীচি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়া অঙ্কুরিত হইলে গাছটী ফেলিয়া দিয়া বীজগুলি পেষণ করিবেন, তৎপরে উহা ঘৃত, চিনি, ছাগদুগ্ধ এবং শতমূলীর রসের সহিত হালুয়া প্রস্তুত করিয়া খাইলে ধারণাশক্তির যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়।

কচি শিমূলের মূল শুকাইয়া চূর্ণ করিবেন,—সেই চূর্ণ ৵০ আনা, জায়ফল চূর্ণ ৪ রতি, আমলকী চূর্ণ ৵০ আনা মাখন ও মিশ্রীর সহিত খাইলে রমণশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

তালমূলী ১ ভাগ, অশ্বগন্ধা ১, জৈত্রী ১, আলকুশী বীজ ১, সিদ্ধির বীজ ২ ভাগ. চিনি তিন ভাগ ঘৃত ও মধুতে মাড়িয়া কুল আঁটীর মত বড়ী করিবেন, (ঘৃত অপেক্ষা মধু কম দিতে হয়।) অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ; ইহাতে শুক্র গাঢ় হয় ও ধারণা-শক্তি জন্মে।

বাব্লার ফুল, ফল, ছাল, পাতা, এবং মূল শুকাইয়া ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিবেন, সেই চূর্ণ ৫ ভাগ, রুমীমস্তকী ১ ভাগ; আমলকীচূর্ণ ২ ভাগ কর্পূর ।০ সিকি ভাগ, ঘৃত কুমারীর রসে মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইবেন,—শুকাইয়া গেলে পুনরায় ঘৃতকুমারী দিয়া মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইবেন, এইরূপে ৭ দিন নূতন নূতন ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া পুনঃ পুনঃ শুকাইয়া পরিশেষে চূর্ণ করিয়া রাখিবেন, ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত, অথবা মাখন-মিশ্রীর সহিত এই চূর্ণ প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিলে অতিশয় পৌরুষ-শক্তির বৃদ্ধি হয়।

একটী থালার উপরে অর্দ্ধ পোয়া আতপ চাউল ছড়াইয়া রৌদ্রে রাখিয়া ঐ চাউলের উপরে চড়ুই পাখীর ডিম ভাঙ্গিয়া দিবেন —ডিমের রস শুকাইয়া গেলে পরদিন পুনরায় কতকগুলি নূতন ডিম উহাতে ভাঙ্গিয়া দিবেন, এইরূপে পুনঃ পুনঃ ৭ দিন চড়ুই-ডিমের তরলাংশ উক্ত আতপ চাউলের মধ্যে বসাইয়া দিবেন। ছাগদুগ্ধ ও তালের মিশ্রীর সহিত ঐ আতপ চাউলের পায়স প্রস্তুত করিয়া খাইলে প্রচণ্ড রতিশক্তি জন্মে।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ—মন্মথাভ্ররস, অশ্বগন্ধারিষ্ট, শক্তিসাগর, মদনানন্দ মোদক, অমৃতপ্রাশঘৃত, অশ্বগন্ধাঘৃত, বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, বৃহৎপূর্ণচন্দ্র রস, বীর্য্যবল্লভ রস, স্থানিক প্রয়ো-

গার্থ বৃহৎ অশ্বগন্ধাতৈল, মহামাষতৈল, অষ্টাদশ শতিকা-প্রসারণীতৈল।

রোগ-বাই।—রোগ জন্মিবামাত্রই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা যথাসাধ্য করা কর্ত্তব্য; প্রথমে উপেক্ষা করিয়া রোগটীকে বদ্ধমূল হইতে দেওয়া অপরিণামদর্শী আত্মঘাতকের কার্য্য। রোগের জন্য অবশ্য চিন্তা আবশ্যক, যেহেতু চিন্তার উদ্দেশ্য কিং-কর্ত্তব্য-নির্ণয়। কিন্তু রোগবিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা ভাল নয়। ফলতঃ দেখিতে পাওয়া যায় শরীরে রোগ থাকিলে সর্ব্বদা বা অনেক সময়েই সেই চিন্তা অপ্রতিহত-ভাবে মনে উদিত হয়, কেহ কেহ সামান্য রোগ হইলে অতিরিক্ত ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন; কেহ বা কোনও রোগ না থাকা সত্ত্বেও মনে করেন যেন কি এক ভয়ানক রোগে তাঁহার জীবন-সংশয় উপস্থিত; কোনও রোগী স্বয়ং চিকিৎসা শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়া তন্মধ্যে নিজের রোগ অনুসন্ধান ও অনুধাবন করেন অথবা নিজেই নিজের নাড়ী টিপিয়া মুহুর্মুহু শারীরিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য প্রণিধান করিতে থাকেন,—আহার বিহারাদি সর্ব্বদা ঘড়া ধরিয়া ঠিক সময় মত করেন এবং সময়ের একটু অগ্র-পশ্চাৎ হইলেই যেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করেন, কাহারও বা এরূপ ধারণা হয় যেন তাহার মাথার মধ্যে বা পেটের মধ্যে কোনও জন্তু প্রবেশ করিয়াছে বা তাহার মস্তকটা ঘুরিয়া অন্য দিকে গিয়াছে অথবা শরীরের অঙ্গবিশেষে এমন কোন প্রকার অনুভব হইতে থাকে যে অন্য কেহ শুনিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না।

কোন ও সংস্বভাব হিতৈষী চিকিৎসক উক্তপ্রকার রোগীর কল্পিত উপসর্গগুলি ভুলাইয়া দিবার জন্য সাহস-আশ্বাস দিয়া হিত কথা বলিলে কদাপি সে কথা তাহার ভাল লাগে না বা বিশ্বাস হয় না, বরঞ্চ কোনও স্বার্থপর হাতুড়িয়ার বিভীষিকা-পূর্ণ কথায় মোহিত হইয়া তাহার প্রতি অবৈধ বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাহারি ফাঁদে পড়িয়া প্রতারিত হয়।

এ রোগের চিকিৎসায় ঔষধ অপেক্ষা কৌশল প্রয়োগই অধিক আবশ্যক, সুচতুর চিকিৎসক রোগ মিথ্যা বলিয়া উপহাস বা ঔদাস্য না করিয়া রোগীকে বিশেষরূপে প্রতীকারের চেষ্টা করা যাইতেছে এবং ঐ চেষ্টা যে সফল হইতেছে এইরূপ দেখাইয়া তাহার বিশ্বাস জন্মান আবশ্যক। "আর ভয় নাই" এইটী বিশ্বাস করানই এরূপ রোগীর মহৌষধ। ব্যবস্থেয় ঔষধের মধ্যে মৃদুবীর্য্য, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি জনক কোনও একটী এবং স্বল্পবিষ্ণুতৈল, চন্দনাদি তৈল, শ্রীগোপাল-তৈল ও আমাদের আবিষ্কৃত সুগন্ধি-সুশীতল মনঃ স্ফূর্ত্তিকারক কল্পকুসুম তৈল মর্দ্দন করিলে যথেষ্ট উপকার হয়।

ঋতু হরিতকী সেবন, (কোষ্ঠবদ্ধ দেখুন্) উষাপান, (অম্ল-পিত্ত দেখুন্) প্রাতঃকালে ভ্রমণ ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, নৌকা-যোগে ভ্রমণ ও নানা দৃশ্য দর্শন, গানবাদ্যে যোগদান, চিত্রালয় পরিদর্শন প্রভৃতি এবং যাহাতে মন একাগ্রভাবে কোন ইষ্ট বিষয়ে মগ্ন থাকে তাহা করা আবশ্যক। কোনও কার্য্য না থাকা, যাহাকে তাহাকে হাত দেখান, অথবা যাহার তাহার নিকটে নিজ রোগের কাহিনী বলা—এই তিনটীই এ রোগের প্রধান কুপথ্য।

শিশুর পীড়া—মাতার দূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিয়া বা মেঘ, কুয়াসা, বৃষ্টি, ঠাণ্ডা, শীত, অতিরিক্ত রৌদ্র সেবন প্রভৃতি বাহ্যিক কারণেও শিশুর পীড়া হইয়া থাকে।

স্তন্যপায়ী শিশুর জন্য জননীকে এরূপ পথ্যাদি করিতে হইবে যেন তাঁহার নিজেরই রোগ হইয়াছে। অতি মৃদুবীর্য্য ঔষধ শিশু দিগের পক্ষে আবশ্যক; উৎকট তিক্ত, ঝাল, অম্ল বা লবণ রসযুক্ত তীক্ষ্ণ ঔষধ কদাপি তাহাদিগকে সেবন করাইতে নাই। পূর্ণবয়স্কের পক্ষে যে যে ঔষধের ব্যবস্থা আছে, তাহাই বিবেচনা পূর্ব্বক অতি অল্পমাত্রায় শিশুর পক্ষে উপকারী হয়; তবে কতকগুলি ঔষধ শাস্ত্রে কেবল শিশুর জন্যেই ব্যবস্থিত আছে, সে গুলি তাহাদের পক্ষে বিশেষ রূপে উপযোগী।

শিশুর জ্বর, জ্বরাতিসার, বমি, ও আমাশয়ে শিশু-চাতুর্ভদ্রিকা, বালক রস, প্রাণবল্লভ, যমানীপঞ্চক, লবঙ্গ চতুঃসম।

রক্তাতিসারে কুটজাষ্টক, দাড়িম্ব চতুঃসম, বিল্বপঞ্চক-পাচন (অর্থাৎ বেল শুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুথা, মিলিত ১ তোলা ছাগ দুগ্ধ ।৵০ পোয়া জল ।॥০ সের, শেষ দুগ্ধ মাত্র।)

কাশে পুষ্করাদি চূর্ণ, (অর্থাৎ কুড়, আতইচ্, কাঁকড়া শৃঙ্গী, পিপুল, ও দুরালভা, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, অনুপান মধু।) ময়ূর পুচ্ছ ভস্মের সহিত মিশ্রিত বংশলোচন, তুলসীপাতাররস ও মধু ইত্যাদি।

শিশুর যকৃৎ ও প্লীহারোগে গুড়পিপ্পলী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, শিশু-যকৃতের পক্ষে আমাদের যকৃদরি নামক ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

খোস্, পাচড়া, কাউর প্রভৃতি রোগ হইলে তাহার চিকিৎসার জন্য এই পুস্তকের উক্ত-অধিকার গুলি দেখুন্।

বিশেষ কোন ও রোগ ব্যতিরেকেও কোন কোন শিশু ক্রমে কৃশ হইতে থাকে,—সে স্থলে ক্রিমির আশঙ্কা থাকিতে পারে; যদি ক্রিমি নাই জানা যায় তবে শিশুর পানীয় দুগ্ধের সহিত অল্প অল্প অশ্বগন্ধা ঘৃত সেবন করাইবেন।

শূল।—যে যে কারণে অম্লপিত্ত জন্মে লিখিত হইয়াছে সেই সমুদায় কারণে শূলও জন্মিতে পারে; কাহার কাহার অম্লপিত্ত রোগের পরিণামে শূল জন্মে। কিম্বা কোনও প্রকারে বায়ু কুপিত হইয়াও শূল রোগ উৎপন্ন হয়; কফ এবং পিত্ত জনিত শূলও হইয়া থাকে; যে কারণেই শূল-ব্যথা হউক সমস্ত শূলেই বায়ুর প্রাধান্য জানিতে হইবে।

শূলের পরিণামে গুল্মরোগ জন্মে। শূল-বেদনার স্থানঃ—বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, কোমর (মাজা), পেট, তলপেট, মূত্রাশয়, ও নাভির মধ্য।

শুঁঠ চূর্ণ ॥০ আনা, হিং ১ তোলা, জাফরাণ ১॥০ তোলা, যবক্ষার ২ তোলা, শঙ্খভস্ম ৩ তোলা, তেউড়ী চূর্ণ ৩ তোলা, আধছটাক কুঁচ্‌লে ১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই কুঁচলে-ভিজান জলের সহিত মাড়িয়া ৪ রতি বড়ি করিবেন; এই বড়ি গরম জলের সহিত প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে শূলরোগ উপশমিত হয়।

আপাংক্ষার ১ তেতুল চটাক্ষার ১ হরিণ শৃঙ্গ ভস্ম ১ হিংভস্ম ১ লৌহভস্ম ১ তেউড়ী চূর্ণ ২ ভাগ—এই চূর্ণ ৵০, ১০, বা।০ আনা

মাত্রায় কর্পূর-জলের সহিত সেবন করিলে নিঃসন্দেহে শূল যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

শামুকের চূণ ১ সৈন্ধবলবণ ২ বিট লবণ ৩ যোয়ান্ ৪ ভাগ নারিকেলের মধ্যে পূরিয়া ঐ নারিকেলের গায়ে কাদা-মাখান কাপড় জড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া প্রচণ্ড ঘুঁটের আগুনে পোড়াইবেন; শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবেন। বেদনা-কালে গরম জলের সহিত ইহার ৵০ আনা পরিমাণ সেবন করিলে তদ্দণ্ডে যন্ত্রণার উপশম হয় ও ক্রমে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়।

বেদনা-কালে বড় এলাচের দানা, কর্পূর ও একটুকরা মিশ্রী মুখের মধ্যে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে ঢোক গিলিলে কথঞ্চিৎ বেদনার উপশম হয়।

যোয়ান্, সৈন্ধব চূর্ণ ও কৃষ্ণতিলের সহিত রেড়ীর তৈল মাখাইয়া কাপড়ের পুঁটলীতে আগুণের তাপে গরম গরম স্বেদ দিলে শূল-বেদনা আশু নিবারণ হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—শূলান্তক চূর্ণ, অম্লক্ষার, অগ্নি সন্দীপন, বৈশ্বানর লৌহ, মহাশঙ্খবটী, ধাত্রী লৌহ, নারিকেল খণ্ড, পুনর্ণবামণ্ডুর, হরিতকী খণ্ড, আমলকী খণ্ড, শুণ্ঠীখণ্ড, শূল গজেন্দ্র তৈল, রসোনাদ্য তৈল।

পথ্য।—অম্লপিত্তের পথ্যের স্থায়, নারিকেল, পেঁপে, দুদ্ খই, দুদ্ ভাত, উষ্ণ দুগ্ধ, পুরাতন সূক্ষ্ম তণ্ডুলের সুকোমল অন্ন।

শ্বাস।—(হাঁপানি) কুড়, কাঁকড়া শৃঙ্গী, কুল আঁটীর শাঁস, পিপুল, জটামাংসী, বচ, বড় এলাচ, ও যবক্ষার, কৃষ্ণ-

তুলসীপাতার রসে মাড়িয়া ৵০ আনা পরিমাণ বড়ী করিয়া প্রাতঃকালে ও বৈকালে কাঁচা কণ্টকারীর রস বা শুষ্ক কণ্টকারী-ভিজার জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস-রোগ আরোগ্য হয়।

আকর করা, কণ্টকারী, বৃহতী, কাবাব চিনি, দুরালভা (এক প্রকার কাঁটাযুক্ত ছোট গাছ) তুলসী মঞ্জরী প্রত্যেক ।০ আনা, কৃষ্ণধুতরার মূল ৵০ আনা, বহেড়া ॥০ আনা, জল /॥০ সের, শেষ /০ ছটাক; এই পাচনে এক রতি মূলতানি হিং গুলিয়া পান করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

রসসিন্দুর ১ গন্ধক ১ আর্স্লার পালক-ভস্ম ১ ময়ূর-পুচ্ছ ভস্ম ১ ও কাল কাশুন্দার বীজ চূর্ণ ২ ভাগ, পুরাতন ঘৃতের সহিত মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী করিবেন, অনুপান উষ্ণ জল; ইহা শ্বাসরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ধুতরাফলের মধ্য হইতে বীজ ফেলিয়া উহার মধ্যে আফিং পূরিবেন এবং ঐ ফলের চতুর্দ্দিকে হিং লাগাইয়া দিবেন, তৎপরে হিঙ্গের চতুর্দ্দিকে জয়ন্তীর পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুকাইবেন;—শুকাইয়া গেলে গোবর ঠুলীতে পূরিয়া কুলকাঠের আগুণে পোড়াইবেন; শীতল হইলে উহার মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবেন। ইহার মাত্রা ১ রতি, অনুপান উষ্ণ জল, ইহা শ্বাস-রোগের একটী চমৎকার ঔষধ।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ, শ্বাসকুঠার, শ্বাসান্তক, শ্বাসকাসচিন্তামণি, শ্বাসারি গুড়িকা, ভার্গীগুড়, কনকারিষ্ট, চ্যবনপ্রাশ।

শ্বেত প্রদর।—প্রথমে রক্তপ্রদর হইয়া পরে যোনির অভ্যন্তরে ক্ষত হয়, সেই ক্ষত হইতে পূঁযের মত, মলিন-বর্ণ ক্লেদের মত বা মাংসধোয়া জলের মত অথবা পাতলা ফেণের মত স্রাব নির্গত হয়; কাহার কাহার প্রথম হইতেই শ্বেত প্রদর জন্মে। অনেক স্থলে স্বামীর গণোরিয়া-বিষ সংক্রামিত হইয়া এই রোগ জন্মে।

জৈত্রী, কচি সিমুলের মূল, ধাইফুল, কৃষ্ণতিল, পোস্তা-দানা ও গ্যাঁদা-পাতা ছাগ দুগ্ধে বাটিয়া।০ আনা পরিমাণ বড়ি করিয়া দুবেলা আমলকী ও যজ্ঞ ডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে শ্বেত প্রদর ও মেহ আরোগ্য হয়।

শ্বেত ধুনা ১ রতি, ঝিনুক ভস্ম ১ রতি, বঙ্গভস্ম আধরতি, শিলাজতু ১ রতি—ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মাড়িয়া সেবন করিলে অতি শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়।

খএরকাঠ (বেনে দোকানে পাওয়া যায়) অনন্তমূল, অশোক ছাল, লোধ (বেণে দোকানে) দারু হরিদ্রা, দুর্ব্বার শিকড়, জঙ্গী হরিতকী, ও শ্বেত কুঁচের শিকড় (অভাবে লালকুঁচের) প্রত্যেক।০ আনা, জল ✓॥০ সের, শেষ ✓০ ছটাক। এই পাচন শ্বেত প্রদরের মহৌষধ।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—চন্দনাদি চূর্ণ, পুষ্যানুগ চূর্ণ, প্রাবা-র্গল, সোমনাথ রস, হেমনাথ রস, মেহকুলান্তক, স্বর্ণবঙ্গ, ধাত্রী ঘৃত, সিতকল্যাণ ঘৃত, অশোক ঘৃত, মেহমিহির তৈল।

সর্দ্দি।—সর্দ্দি একটী অতি সামান্য রোগ, কিন্তু সামান্য হইলেও সর্ব্ব সময়ে ইহা তুচ্ছ করিবার যোগ্য নহে। শাস্ত্রে বলে "প্রতিশ্যায়াদথ কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ"। অত্যাচা

করিলে এই সামান্য উপসর্গই কাহার কাহার অতি কঠিন কাশ রোগের মূল হইয়া দাঁড়ায়, এবং কাশ হইতে যক্ষ্মা, শ্বাস বা হৃদ্রোগ জন্মিতে পারে।

খালী পানের মধ্যে ছোট এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর, তুলসী পাতা ও এক টুকরা আদা ভরিয়া একত্রে চিবাইয়া খাইলে সর্দ্দি সারিয়া যায়।

দু আনা চা, দু আনা তেজপত্র, দু আনা যোয়ান্, একসিকি লবঙ্গ ও আধভরি মিশ্রী কিছুক্ষণ গরম জলে ফেলিয়া রাখিবেন, পরে ছাকিয়া সেই জল অল্প গরম থাকিতে পান করিলে অতি শীঘ্র সর্দ্দির উপশম, কোষ্ঠশুদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

মস্তক হইতে তলপেটের নিম্ন পর্য্যন্ত ভিজা গামছা দ্বারা পুঁছিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত গরম জলে ডুবাইয়া রাখিলে সর্দ্দি ভাল হয়।

কাহার কাহার পেট গরম হইয়া সর্দ্দি হয়, সেরূপ স্থলে অম্লপিত্তের কোন কোন ঠাণ্ডা মুষ্টিযোগ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিবেন।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—কফকেতু, কস্তুরীভূষণ, স্বল্প লক্ষ্মী-বিলাস, কফরাক্ষসী, পেটগরমের জন্য সর্দ্দিতে বজ্রক্ষার, ধাত্রীবটী, অগ্নিকুমার ইত্যাদি।

স্মৃতিশক্তি হীনতা।—প্রতিদিন প্রাতঃকালে শত-মূলী ও ব্রাহ্মীশাক ছেঁচিয়া সেই রস /৶ অর্দ্ধ পোয়া ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে স্মৃতিশক্তি ও চক্ষুর জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত হয়।

কচি সিমূলের মূল চূর্ণ ৫ আমলকী চূর্ণ ৪ যষ্টিমধু চূর্ণ ৩ শঠী চূর্ণ ২ বংশলোচন ১ জটামাংসী অর্দ্ধভাগ—এই চূর্ণের /০ আনা

পরিমাণ, মাখন, মধু, চিনি ও বক্না দুদের সহিত মিশাইয়া খাইলে স্মৃতি ও দৃষ্টি শক্তির বৃদ্ধি হয়,।

পথ্য।—বাদাম, পেস্তা, আখ্রোট, রুইমাছের মুড়ো, ছাগলের মুড়া, ঘৃত-সৈন্ধবসংযুক্ত ব্যঞ্জন, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, মাখন-মিশ্রী প্রভৃতি মেধা জনক দ্রব্য।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—কল্যাণলেহ, অশ্বগন্ধারিষ্ট, মহা-ব্রহ্মী ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত, অমৃত প্রাশ, চ্যবন প্রাশ।

স্বপ্নদোষ।—প্রথম যৌবনের দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অস্বাভাবিক উপায়ে যে শুক্রক্ষয় করা হয়, স্বপ্নদোষ তাহারই বিষময় পরি-ণামের প্রথম নমুনা মাত্র। দ্বিতীয় অবস্থায়, মল মূত্র ত্যাগ কালে সামান্য কুন্থনে, স্ত্রীলোকের দর্শন-স্পর্শন-স্মরণ বা উত্তেজক গল্প-শ্রবণে বীর্য্য স্খলন বা শিশ্নাগ্রে তরলস্রাব উপস্থিত হয়। নিদ্রাবস্থায় অনেক সময়ে বিনাস্বপ্নেই শুক্রস্খলন হয়, অথবা স্বপ্ন দেখিয়াও কিছু মনে থাকে না, কেবল বস্ত্রে চিহ্ন রহিয়াছে প্রাতঃকালে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময়ে দিবসে নিদ্রা গেলেও নিস্তার পাওয়া যায় না; বীর্য্য এত তরল হয় যে লিঙ্গের শিথিল অবস্থাতেই শুক্র স্খলিত হয়।

মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, স্মৃতি-শক্তিলোপ, অকস্মাৎ অন্যমনস্ক হওয়া, অকারণ মানসিক বিশৃঙ্খলা, উৎসাহ-হীনতা, জনতার প্রতি বিদ্বেষ, অতিরিক্ত ভীরুতা, মাথা ঘুরা, বুক ব্যথা, হৃদ্রোগ, অল্পশ্রমে বহুক্লান্তি, যকৃদ্দোষ, অতিসার বা এক-কালীন কোষ্ঠবদ্ধতা, নানা জাতীয় প্রস্রাবদোষ প্রভৃতি যত কিছু নব নব উপসর্গ যৌবন বা তৎপরবর্ত্তী সময়ে উপস্থিত হয়, তৎ-

সমস্তের মূল খুঁজিতে গেলে ঐ স্বপ্ন দোষেরই মধ্যে নিহিত দৃষ্ট হয়।

স্বপ্নদোষ শুনিতে সামান্ত বটে কিন্তু ইহা হইতে না জন্মিতে পারে এমন রোগ নাই, মনুষ্য জীবনের চিরকলঙ্ককারী দুশ্চিকিৎস্য ধ্বজভঙ্গ রোগ পর্য্যন্ত ইহা হইতে উৎপন্ন হয়।

এই রোগে আমাদের আবিষ্কৃত স্বপ্ন-শোধন বটীর ন্যায় মহোপকারী ঔষধ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; যিনি ঐ রোগে জীর্ণ, শীর্ণ, ম্রিয়মাণ হইয়াছেন, তিনিও এই বটী দ্বারা উক্ত পিশাচের হস্ত হইতে অতি শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইবেন সন্দেহ নাই।

দূর্ব্বার শিকড়, বকুলের বীচির শাঁস, আমলকী ও কর্পূর সমভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত বাটিয়া ছোট কুল-আঁটীর মত বড়ী করিয়া নারিকেল জলের সহিত রাত্রে শয়ন কালে সেবন করিলে স্বপ্নযোগে শুক্রক্ষয় হয় না।

কচি শিমূলের মূল চূর্ণ, বঙ্গ ভস্ম, কাবাবচিনি ও গুলঞ্চের পালো একত্রে /০ আনা পরিমাণ প্রাতঃকালে একবার ও রাত্রে আহারান্তে একবার আমলকী-ভিজান জলের সহিত সেবন করিলে নিশ্চিত স্বপ্নদোষ আরোগ্য হয়।

ঘৃতকুমারীর রসের সহিত সুপারি-গাছের এক টুকরা শিকড় কাশীর চিনির সহিত ৭ দিন প্রাতঃকালে বাটিয়া খাইলে স্বপ্নবিকার দূরীভূত হয়।

ছাগ-দুগ্ধের সহিত সোরা, আমলকী, ও মাজু ফল বাটিয়া নাভির চারি দিকে প্রলেপ দিয়া শুইয়া থাকিলে স্বপ্নদোষ ঘটিতে পারে না।

ঔষধ।—কল্পলতাবটী, শুক্রমেহান্তক, তুষারবটী, সোম-

নাথ, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, অশ্ব গন্ধারিষ্ট, মেহ মিহির তৈল।

পথ্য।—শীতবীর্য্য খাদ্য মাত্রেই, লাউ, কাঁচা পেঁপের তরকারী, পটোল, মোচা, যজ্ঞডুমুর, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, ঘোল, সদ্য দধি, পুরাতন তেতুল, মাখন-মিশ্রী সদ্য-ধোয়া অন্ন ইত্যাদি।

হৃদ্রোগ।—জটামাংসী।• অর্জ্জুন ছাল।• অশ্বগন্ধা।০ জীবন্তী।০ অনন্ত মূল।০ শালপানি।• শুঁঠ।০ ও রেড়ীর ছাল।০ আনা, দুগ্ধ ⁄৵০ পোয়া, জল ⁄॥০ সের, শেষ ⁄৵০ পোয়া বা দুগ্ধ মাত্র শেষ। এই দুগ্ধে ৪।৫ রতি পুরাতন ঘৃত গুলিয়া পান করিলে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্ বিকৃতি নিবারিত হয়।

উক্ত পাচনের সহিত ১ রতি অভ্রভস্ম ও ২ রতি বংশলোচন সেবন করিলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়।

"বুক ধুড় ধুড়, কাস, যক্ষ্মা" দেখুন্।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—অমৃত প্রাশ, চ্যবন প্রাশ, ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, হৃদয়ার্ণব রস, বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্ট, বলারিষ্ট, জীবনারিষ্ট।

হাম।—প্রথমে জ্বর হইয়া প্রায় তিন দিনের পরে প্রকাশ পায়; ঐ জ্বরে রোগীর হাঁচি হয় ও নাক দিয়া জল পড়িতে থাকে, রোগী মধ্যে মধ্যে কাশে, চক্ষু লাল ও সজল হয়। হামরোগে বিশেষ কোন ভয় নাই, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে বা পরে কাশ ও উদরাময় জন্মিয়া অত্যন্ত অপকার করিতে পারে; এই দুই উপসর্গ ব্যতীত সহসা ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য নহে।

শরীরে শীতল বাতাস লাগান বা কফজনক বস্তু খাওয়া নিষিদ্ধ। উপসর্গ গুলির চিকিৎসা এই পুস্তকের যথাস্থানে দেখিয়া করিবেন। এ রোগ অল্পবয়সেই বেশী হয়।

হিক্কা।—হিং ও গোলমরিচ ঘৃতে পিষিয়া কাগজে মাখাইয়া চুরটের মত করিবেন,—ইহার এক দিকে আগুণ জ্বালাইয়া নাকের কাছে ধরিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

রজনীগন্ধের ফুলের রসে ৫।৬ রতি সোরা গুলিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ হিক্কা থামিয়া যায়।

মুড়ী-ভিজান জলের সহিত চন্দন ঘসিয়া উহাতে ৩০।৪০ ফোঁটা স্তনদুগ্ধ গুলিয়া পান করিলে ১০ মিনিটের মধ্যে হিক্কা বেগ ক্ষান্ত হয়।

৵০ আনা কট্‌কী, ।০ আনা বহেড়া ও ৵০ নিশাদল জলে বাটিয়া পান করিলে অতি শীঘ্র দুর্দ্দম হিকাবেগ নিবারিত হয়।

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ইষ্টদেবের নাম জপ করিলে অথবা ভয় প্রলোভন প্রভৃতি দ্বারা হঠাৎ কোন রূপে অন্যমনস্ক করাইতে পারিলে সাধারণ হিক্কা থামিয়া যায়।

নাভির উপরে কাঁসার বাটী রাখিয়া তাহার মধ্যে ঠাণ্ডা জল ঢালিতে থাকিলে বা এক খণ্ড বরফ রাখিলে হিকার শান্তি হয়।

ঔষধ।—বজ্রক্ষার, শঙ্খ পর্প্‌টী, শ্বাসারি চূর্ণ, বাসাচন্দনাদি তৈল।

হিষ্টিরিয়া।—(অপস্মার) স্ত্রীলোকের ঋতু গোলমাল বা জরায়ুর কোনরূপ বিকৃতি, স্বামীর উৎপীড়ন বা সাংসারিক কষ্টের জন্য সর্ব্বদা দুশ্চিন্তা, পতি-সহবাস-সুখে বঞ্চিত হওয়া, অকাল-বৈধব্য জন্য মনঃপীড়া, কুরুচি-পূর্ণ নভেল নাটক পড়িয়া মনের যে অবৈধ উত্তেজনা হয় তদনুসারে কার্য্য

করিতে না পারা, কায়িক পরিশ্রম না করিয়া কেবল বেশ-ভূষায় মনোযোগ, অম্লপিত্ত, কোষ্ঠবদ্ধতা, বা নানা কারণে উৎকট মানসিক উদ্বেগ প্রভৃতি এ রোগের কারণ।

এ রোগ স্ত্রীলোকেরই বেশী হয়; পুরুষের কম, যৌবন কালই এই পীড়ায় সময়। ১২ হইতে ৪০ পর্য্যন্ত, কদাচিৎ ৫০ বৎসর পর্য্যন্তও ইহা হইবার আশঙ্কা থাকে। অনেক যুবতী বহুদিন এরোগে ভুগিয়া সন্তানের মুখদর্শন করিবার পর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন।

রোগাক্রমণ-কালের লক্ষণ, যথা।—প্রথমতঃ বুকে একটু ব্যথা, হাই উঠা, শরীর ও মনের একরূপ অব্যক্ত গ্লানি এবং তন্দ্রাভাব; এইরূপে ক্রমে চৈতন্য শক্তি কমিতে কমিতে হঠাৎ মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। মূর্চ্ছাবস্থায় আত্মানুভব-শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায় না। অচেতন অবস্থা কখন অল্প সময়, কখন বহু-ক্ষণ স্থায়ী হয়।

রোগের আক্রমণ কালে সকল সময়ে বা সকলেরই যে ঐরূপ অচৈতন্য-ভাব আইসে এমন নহে; অনেকের নানারূপ চিত্ত-বিকার ও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে;—অকারণ প্রফুল্লতা বা বিষণ্ণ ভাব, যখন হাসির বিশেষ কোনও কারণ নাই, তখন অজস্র হাসির বেগ, অথচ যথার্থ হাসির কথায় বা আমোদের সময়ে মুখ ভার করিয়া থাকা, অকারণ বিলাপ, অসম্বদ্ধ কথা বলা, আত্মীয় গণের প্রতি বৃথা দোষারোপ, 'যেন কি এক ভয়ানক অপরাধ করিয়াছি বা লোকে যেন আমার প্রতি কতই রাগিয়াছে'—এরূপ মনে করা, ও তজ্জন্য সকলের কাছে নম্র হওয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা,—ইত্যাদি ভ্রমের লক্ষণ দেখা যায়। কখন

কখন এমন দুর্দ্ধর্ষভাব দেখা যায় যে সাধারণ লোকে ভূতে ধরিয়াছে মনে করিয়া ভয় পায়, এরোগে কেহ প্রচণ্ড-ভাবে হাত পা ছুড়ে, কেহ বা মৃৎবৎ নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে।

এরোগের বিরামকালেও রোগীণীর কেমন একরকম পাগলা-পাগলা ভাব দেখা যায়, কোনও কার্য্যে মনঃস্থির করিতে পারে না, অথচ তুচ্ছ বিষয়ে একাগ্র ভাবে মনোনিবেশ করে। কখন, পেটের ভিতরে কোন গোলবস্তু যেন উপর দিকে ঠেলিয়া উঠি-তেছে বোধ হয়। স্পর্শশক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়, গায়ে খড়িকা মাত্র লাগিলে চমকিয়া উঠে; শব্দ ও আলো সহিতে পারে না, শরীরের কোন না কোন স্থানে বেদনার কথা বলে। এরোগে কাহার কাহার সঙ্গমের ইচ্ছা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

মূর্চ্ছাবস্থায় চোখে-মুখে শীতল জল ছিটাইয়া দেওয়া, নাসিকার কাছে লঙ্কা ও গোলমরিচ পোড়াইয়া, অথবা নিশাদলের সহিত মিশ্রিত চূণ শুঁকাইয়া চৈতন্য আনিতে চেষ্টা করা উচিত এবং হাত-পা ছুড়িবার সময়ে কোথাও আঘাত না লাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি আবশ্যক।

বিরামকালে রোগিণীর যাহাতে মন ভাল থাকে এরূপ উপায় সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এরোগের মুষ্টিযোগ ও পথ্যের জন্য "খেঁচুনি" ও "উন্মাদ" দেখুন্।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—হিঙ্গ্বাদ্য বটী, মূর্চ্ছামিহির বটী, **অশ্বগন্ধারিষ্ট, বৃহচ্ছাগলাদ্যঘৃত, মহাব্রহ্মীঘৃত, হিঙ্গ্বাদ্যঘৃত, মহা-চৈতসঘৃত, শিবাঘৃত।**

ক্ষয়কাস (যক্ষ্মা) ।—নাক-মুখ দিয়া ফুস্-ফুস্ মধ্যে ধূলি যাওয়া, অত্যন্ত জোরে কাশিতে কাশিতে বুকে আঘাত লাগা, উপস্থিত হাঁচির বেগ বন্ধ করা, অনভ্যাসে অত্যন্ত চীৎকার করিয়া উঠা, অতিরিক্ত মদ্যপান, অনিয়মিত শুক্রক্ষয়, সাধ্যাতীত কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম, এমন ভাবে অঙ্গচালনা করা যাহাতে বুকে টান্ লাগে, অতিশয় শোক বা দুশ্চিন্তাদ্বারা বলক্ষয়, আহার-বিহার-বিষয়ে গুরুতর অনিয়ম, ইত্যাদি কারণে এ রোগ জন্মে। ইহাতে ফুস্-ফুসে ঘা হইয়া ক্রমে উহা পচিতে থাকে ও কফের সহিত পূঁয-রক্ত মুখ দিয়া বহির্গত হয়।

স্কন্ধে ও পার্শ্বে বেদনা, হাত-পা-জ্বালা, রাত্রিকালে ঘর্ম্ম ও আপাদ-মস্তকব্যাপী সর্ব্বধাতু-গত জ্বর ইহার নিত্যস্থায়ী লক্ষণ। রোগের পূর্ণাবস্থায় কাস, জ্বর ও রক্তপিত্ত এই তিনটী রোগ স্ব-স্ব উপসর্গ সহিত বর্ত্তমান থাকে।

প্রস্রাবের সহিত শুক্রক্ষয় ও উদরাময় এরোগের ভয়ানক কুলক্ষণ। এই ভয়ঙ্কর মহারোগে রস-রক্ত-মাংসপ্রভৃতি সপ্ত ধাতুই ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

ক্ষয়ের পূরণ ও দেহের বলরক্ষাই এরোগ চিকিৎসার প্রধান মূল-সূত্র।

আয়াপানের পাতা, পাকাযজ্ঞডুমুর, কণ্টকারী ও বাসক-পাতা একত্রে ছেঁচিয়া কলার পাতে পোড়াইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় রস নিংড়াইয়া ৩।৪ রতি বংশলোচন ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়।

বাকসছাল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, লাক্ষা, কিসকিস্, লোধ, কণ্টকারী, ও অর্জ্জুনছাল প্রত্যেক ।০ আনা জল /॥০, শেষ /০

ছটাক, এই পাচনের সহিত ২ রতি পরিমাণ সহস্র পুটিত অভ্র সেবন করিলে ক্ষয়কাস উপশমিত হয়।

বহেড়া চূর্ণ, গুলঞ্চের পালো, যষ্টিমধু চূর্ণ, বংশলোচন, প্রবাল ভস্ম ও পিপুলের গুঁড়া সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রসসিন্দুর ১ গিরিমাটী ১ গন্ধক ১ ভূর্জ্জপত্র ১ অনন্তমূলের ছাল ১ নাগেশ্বর ১ মুথা ১ বাসকছাল ১ পিপুল ১ বংশলোচন ১ বিড়ঙ্গ ১ কিস্‌মিস্ ৪ তালের মিশ্রী ৪ মোম ২ পিণ্ডখর্জ্জূর ২ পুরাতন ঘৃত ২ এবং মধু (মাড়িবার জন্য যত আবশ্যক) একত্রে পেষণ করিয়া ।।১ আনা পরিমাণ বড়ী করিবেন ; গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে যক্ষার উপশম ও বলবৃদ্ধি হয়।

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ।—বাসাবলেহ,বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড,এলাদি গুড়িকা, রত্নগর্ভ, সার্ব্বভৌম, খণ্ডকাদ্যলৌহ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, বসন্ততিলকরস, বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ, অমৃতপ্রাশ-ঘৃত।

পথ্য।—জ্বর থাকিতে, জলসাগু, দুদ্‌ সাগু, দুদ্‌ খই, কিস্‌মিস্ বাটা মিশ্রিত দুদ্‌খই, পরে রুটী-তরকারী, দুদ্‌ রুটী, দুদ্‌-সুজী, সহ্য হইলে ফুল্‌কা লুচী, মাংসের ঝোল, মুগ বুঁট মসুর, অল্প আলু, মনক্কা, পেস্তা, সালিম-মিশ্রীর সহিত বক্না দুধ, শুঁঠের গুঁড়া ও সৈন্ধব-যুক্ত টাট্‌কা পাঁঠাররক্ত, পুরাতন তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন, ঘৃত-সৈন্ধবযুক্ত তরকারী ইত্যাদি।

ব্যবস্থিত ঔষধ সমুদায়ের

গুণ, প্রয়োগ-বিধি, মাত্রা ও অনুপান।

অর্কলবণ—প্লীহা ও যকৃতের পক্ষে উপকারী, যকৃতের পক্ষে বিশেষতঃ, পাচক, অম্লনাশক ও ঈষৎ রেচক-গুণযুক্ত; ইহার সহিত ১ রতি হিং ও ৪ রতি পিপুলচূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে প্লীহা-যকৃতের বিশেষ উপকারী হয়। মাত্রা ৩ রতি হইতে /০ আনা পর্য্যন্ত। অনুপান লেবুর রস, দধির মাত, আদার রস, চিরতা-ভিজান জল ইত্যাদি।

ইহা প্রস্তুত করা কঠিন নহে, নিয়ম এই :—সৈন্ধবলবণ ও আকন্দপাতা সমভাগে মুখ বাঁধা হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া প্রচণ্ড আগুণে পোড়াইয়া ঠাণ্ডা হইলে চূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। এই ঔষধে ২ ভাগ সৈন্ধব, ১ ভাগ বিটলবণ ও ৩ ভাগ আকন্দপাতা দিলে আরো বেশী ফলদায়ক হয়।

অগ্নিকুমার—এই ঔষধ ছয় প্রকারের আছে (১ম) রত্নাবলীর জ্বরাধিকারে লিখিত, ইহা মিঠা বিষঘটিত, ইহা ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়।

(২য়) রত্নাবলীর গ্রহণী-অধিকারে লিখিত, এটী আফিং-ঘটিত, এটীরও প্রায় ব্যবহার নাই।

(৩য়) রসেন্দ্রসারের গ্রহণী-অধিকারের লিখিত, এটী সিদ্ধি-ঘটিত, কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়।

(৪র্থ) রসেন্দ্রসারের অজীর্ণ অধিকারে লিখিত, ইহাতে কজ্জলী ২, সোহাগা ১, মিঠা ৩, কড়ি ভস্ম ৩, শঙ্খভস্ম ৩ ও গোলমরিচ ৮ ভাগ আছে, এটী অনেকস্থলে ব্যবহৃত হয়।

(৫ম) রসেন্দ্রসারের অজীর্ণ-অধিকারে "বৃহদগ্নিকুমার" নামে লিখিত, ইহার উপকরণ কজ্জলী, সোহাগা, ত্রিফলা, যবক্ষার, ত্রিকটু ও পঞ্চলবণ, ৭ বার আদার রসে মাড়িয়া বড়ী করিতে হয়।

(৬ষ্ঠ) রসেন্দ্রসারের অজীর্ণ অধিকারে "বৃহদগ্নিকুমার" নামে লিখিত, এটী রৌপ্য, লৌহ ও অভ্রঘটিত। শেষোক্তটী প্রায় কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না। অনেক চিকিৎসক চতুর্থটী ব্যবহার করেন, এবং ইহাদ্বারা বেশ ফল পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এই পুস্তকে যে অগ্নিকুমারের উল্লেখ আছে উহা পঞ্চমটীর মত কিন্তু ১ভাগ যমানী আছে ও কজ্জলী-বর্জ্জিত, পঞ্চলবণ স্থানে ত্রিলবণ, এবং আদার ভাবনা-স্থানে আদা ও লেবুর রস এই দুয়ের ভাবনা দিতে হয়। এই উপকরণ ৺গঙ্গাপ্রসাদের ব্যবহৃত ও অনুমোদিত, এই পরিবর্ত্তিত অগ্নিকুমার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অম্লপিত্ত ও গ্রহণী, পেটফাঁপা প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। মাত্রা ৬ রতি। অনুপান, দাস্তবন্ধের জন্য চূণের জল, কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য গরম জল।

অগ্নিতুণ্ডীবটী—অজীর্ণ, গ্রহণী অম্লপিত্তে ও পিত্তশূলে উপকারী; পেট ফাঁপিয়া দাস্ত হয়, পেটজ্বালা করে, মুখের মধ্যে বিস্বাদ, এরূপ অজীর্ণে বিশেষ উপকারী; অনুপান—মুথার রস, আমরুলের রস বা শীতলজল, কর্পূরের জল, কোষ্ঠবন্ধে ত্রিফলার জল। এ ঔষধ শিশুর উপযোগী নহে।

অভয় নৃসিংহ রস—অতিসার রোগে এইটী শ্রেষ্ঠ ধারক; আমাশয় ও রক্তামাশয় রোগে কবিরাজগণ এই ঔষধ-দ্বারা সদ্য উপকার দেখাইয়া চমৎকৃত করেন; কিন্তু এ ঔষধ সহসা ব্যবহার করা ভাল নয়; অতি প্রয়োগ বা অকালে প্রয়োগ হইলে অনিষ্ট হইতে পারে। ইহা জ্বরাতিসারে প্রয়োগ করিলেও বেশ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু তখন অতি সাবধানে প্রয়োগ করিতে হয়, নতুবা পেট ফাঁপিতে বা জ্বর বাড়িতে পারে। অনুপান আমাশয়রোগে বেলশুঁঠের ক্বাথ, মুথার রস-মধু, জীরা ভাজার গুঁড়া-মধু; রক্তামাশয়ে কুড়চী-সিদ্ধ জল, ইন্দ্রযব-ভিজান জল, ছাগদুগ্ধ, ডালিমপাতার রস; জ্বরাতিসারে কর্পূরের জল, ইন্দ্রযবচূর্ণ মধু; অতিসারে চাল-ধোয়া জল, চূণের জল, কর্পূরের জল।

অভয়ালবণ—যকৃৎ প্লীহারোগে প্রসিদ্ধ, পাচক, সারক, কোষ্ঠাশ্রিত-বায়ুনাশক, গুল্ম অষ্ঠীলা প্রভৃতি আকৃতি-বিশিষ্ট রোগের প্রতীকারক; ইহাতে ক্ষার-লবণ প্রভৃতি থাকায় শূল রোগে ফল দর্শায়। অনুপান যকৃৎ-প্লীহায় গরম জল, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুতে ত্রিফলার জল, গুল্ম রোগে জঙ্গী হরিতকীর ক্বাথ বা তেউড়ীর ক্বাথ, মাত্রা ৵০—।০—৷৷০ আনা পর্য্যন্ত। তার্পিন তৈলের সহিত গুলিয়া যকৃতের উপরে এবং আদার রসে গুলিয়া প্লীহার উপরে এই ঔষধের প্রলেপ দিলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

অমৃতারিষ্ট—জীর্ণ জ্বরে বিশেষ উপকারী, পাচক, রক্ত পরিষ্কারক, বাতনাশক, প্রস্তুত করিবার কালে এই অরিষ্টে অনন্তমূল যোগ করিলে সালসার ন্যায় গুণকারী হয়।

অমৃত প্রাশ ঘৃত—স্নায়বিক-বলকারক, মস্তিষ্ক পোষক, শুক্র জনক, পুষ্টিকর, ক্ষয় নাশক, পুরুষত্ব হানি ও নষ্ট শুক্রের উৎকৃষ্ট ঔষধ, স্ত্রীলোকের জরায়ু-দোষ-নিবারক, নানাবিধ বাতব্যাধির প্রতিকারক, এই ঘৃতে মৃগনাভি আছে, অনেকে ইহা মৃগনাভি বর্জ্জিত করিয়া প্রস্তুত করেন, এরূপ করা অসঙ্গত নহে, যেহেতু সকলেরই পক্ষে মৃগনাভি উপযুক্ত নয়, আবশ্যক মত পরিশেষে উহা যোগ করিয়া দেওয়া যায়। যক্ষ্মা রোগে ও পুরুষত্ব-হানিতে অবশ্যই মৃগনাভি যোগ কর্ত্তব্য। মাত্রা ।/০ আনা হইতে ৸০ আনা পর্য্যন্ত, অনুপান, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ বা চিনি ও মধু।

অমৃতাংকুরলৌহ—কুষ্ঠ ও বাতরক্ত রোগে প্রসিদ্ধ, পাণ্ডু, বাতরোগ এবং শোথরোগে ও উপকারী। মাত্রা ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ রতি পর্য্যন্ত। অনুপান কুষ্ঠ ও বাত রোগে ঘৃত, মধু ও দুগ্ধ, শত মূলীর রস, নারিকেলের জল, বা চাল মুগ্রার ক্বাথ। রক্তদোষ জনিত বাত রোগে অনুপান তোপ চিনি ও অনন্ত মূলের ক্বাথ, শোথ রোগে বেলপাতার রস বা শুষ্ক মূলার ক্বাথ।

অম্লপিত্তান্তক চূর্ণ—অম্লপিত্ত ও শূল নাশক, আগ্নেয়, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু নাশক, অনুপান শীতল জল, ডাবের জল।

অম্লক্ষার—পেট ফাঁপা, শূল, অজীর্ণ ও অম্লপিত্তে, ও গুলাবুক পেট জ্বালায় আশ্চর্য্য উপকারী অনুপান জল।

অশ্মভেদিনী—অশ্মরী ও মূত্র কৃচ্ছ্র নাশক, অনুপান গোক্ষুর-ভিজান জল, হিমসাগর পাতার রস, পুনর্ণবার রস।

অর্শঃকুঠার—নানাবিধ অর্শঃরোগে প্রসিদ্ধ, অনুপান জঙ্গীহরিতকী-ভিজার জল, নাগেশ্বর ফুলের রেণু ও মাখন-মিশ্রী।

অশোক ঘৃত—স্ত্রীলোকের রক্তপ্রদর রোগে প্রসিদ্ধ, শ্বেতপ্রদরেও উপকারী, শাদা কাল মাংস ধোয়া জলের মত প্রভৃতি নানা বর্ণের যোনিস্রাবে বিশেষ ফলপ্রদ। ঋতুকালীন বেদনাও ইহা দ্বারা উপশমিত হয়। প্রথম অবস্থায় প্রদরান্তক, প্রদ-রারি লৌহ প্রভৃতি ধাতুঘটিত ঔষধ দিয়া পরে রোগ একটু পুরা-তন হইলে এই ঘৃতের ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। যদিও ইহা স্ত্রীরোগের ঔষধ কিন্তু পুরুষের জীর্ণপ্রমেহ-রোগে (গ্লীট) ইহার যথেষ্ট উপ-কারিতা আছে, স্ত্রীদিগের রজোরোধ নিবারণের জন্য কেহ কেহ এই ঘৃত ব্যবহার করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে এই ঘৃতের কোনও ক্ষমতা নাই ইহা আমাদের বিশ্বাস। অতিস্রাব, দূষিত স্রাব ও বেদনাযুক্ত স্রাবেই ইহার প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত, এই ঘৃতের পুষ্টিকারক গুণও যথেষ্ট আছে। মাত্রা।০ আনা হইতে ১ ভরি। অনুপান চিনি ও ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

অশ্বগন্ধারিষ্ট (বৃহৎ)—স্নায়বিক বলকর, মস্তিষ্ক ও শুক্রদোষ নিবারক, শক্তি ও মেধাবর্দ্ধক, ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগে প্রসিদ্ধ, মূত্রের সহিত ঘন চূণের জলের মত বস্তু (ফস্ফেট) পড়িলে ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, শুক্রমেহ ও বহুমূত্র প্রতিকারক।

অশ্বগন্ধামোদক—ধাতুদৌর্ব্বল্য ও শক্তিহীনতায় বিশেষ ফলপ্রদ। শুক্রজনক ও শুক্রধারক, অনুপান ঈষুদুষ্ণ দুগ্ধ।

অশ্বগন্ধাঘৃত (বৃহৎ)—ধাতু দৌর্ব্বল্য ও পুরুষত্ব হীনতায় প্রসিদ্ধ, বলবীর্য্য মেধা পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, স্মৃতি-শক্তি বর্দ্ধক, ক্ষয়িত শুক্রের পূরণকারক, স্ত্রীলোকের জরায়ুদোষ নিবারক, পুত্রোৎপাদিকা-শক্তিদায়ক, ক্ষয় নিবারক, রতিশক্তি বর্দ্ধক, নানাপ্রকার বাতব্যাধির প্রতিকারক। এই ঘৃতের উপকারিতা প্রায়ই অমৃতপ্রাশ ঘৃতের তুল্য; এই দুই এর উপ-করণ বিষয়ে প্রধান পার্থক্য এই যে অমৃত প্রাশে মৃগনাভি আছে, কিন্তু অন্য পক্ষে অমৃতপ্রাশ ঘৃতে যত নপুংসক ছাগের ক্বাথ অশ্বগন্ধাঘৃতে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ আছে। মাত্রা ও অনুপান পূর্ব্ববৎ।

আনন্দ ভৈরব—এই ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন।

আমলকী খণ্ড—শূল ও অম্লপিত্তে প্রসিদ্ধ; পরিণাম শূলে অর্থাৎ যে শূলরোগে আহারপরিপাক-কালে বেদনা হয় তাহাতে এবং পিত্তশূলে অর্থাৎ গলাবুক-জ্বালা, গা বমি-বমি, পেটজ্বালা, বুকের কড়ার নীচে চিন্ চিন্ বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ যুক্ত শূলে ইহা বিশেষ উপকারী, বায়ুপ্রধান রক্তপিত্তে এই ঔষধে বেশ উপকার হয়। ইহা অম্লশূলের সহজ অথচ উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান দুগ্ধ, ডাবের জল বা শীতল জল। মাত্রা।০ হইতে ॥০ আনা।

ইচ্ছাভেদী—প্রবল রেচক, গুল্ম, জলোদর, বাতোদর প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ হয়। শীতল জল পান না করা পর্য্যন্ত ভেদ হইতে থাকে। এ ঔষধ সাবধানে ব্যবহার করা চাই। অনুপান জল বা ডাবের জল।

এলাদিগুড়িকা—এটী রক্তপিত্তের সহজ অথচ ভাল ঔষধ। এই ঔষধে একভাগ বংশলোচন দিয়া প্রস্তুত করিলে আরো বেশী উপকারী হয়। ইহা বায়ুজনিত উৎকাশীতে ও ফল দর্শায়। অনুপান পাকা যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু, অথবা খালী মধু, মাত্রা ৶০—৷৷০ আনা।

কর্পূরেশ্বর—এই ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন্।

কর্পূরারিষ্ট—বিসূচিকা ও অতিসারের আশুফলপ্রদ ঔষধ।

কনকেশ্বর—এই ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন।

কস্তুরীভূষণ—সর্দ্দি, কাশ, শ্লেষ্মজ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বর, বুকে ব্যথা, কোষবৃদ্ধি, মাথাভার, মাথাব্যথা, গ্রন্থিবেদনা ইত্যাদি রোগে প্রসিদ্ধ। অনুপান, সর্দ্দিতে পান দিয়া চিবাইয়া খাইতে হয়, কাশরোগে পিপূলচূর্ণ-মধু। শ্লেষ্ম ও বাতশ্লেষ্মজ্বরে আদার রস-মধু, বুক-বেদনায় বংশলোচন চূর্ণ ও মধু, কোষবৃদ্ধিতে নিশিন্দাপাতার রস ও মধু, মাথার ভার ও বেদনায় বেলপাতার রস ও মধু, গ্রন্থিবেদনায় রেড়ীর শিকড় ও শুঁঠের কাথ বা বেল-পাতার রস-মধু।

কস্তুরীভৈরব—প্রচণ্ড নবজ্বরে ও বাতশ্লেষ্মবিকারে প্রসিদ্ধ, ইহা দুই প্রকারে প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত; একটী

মিঠাবিষ-যুক্ত, অপরটী মিঠাবিষ-বর্জ্জিত। জ্বরের অতিরিক্ত উত্তাপ ও নাড়ীর দ্রুতবেগ সহ বিকার ভাব থাকিলে মিঠাবিষ-যুক্তটী ব্যবহার করিতে হইবে, জ্বরের অল্প উত্তাপ, হাত পা ঠাণ্ডা, তন্দ্রাভাব, নাড়ীক্ষীণ ইত্যাদি উপসর্গে মিঠাবিষ-বর্জ্জিতটি ব্যবহার করা উচিত। অনুপান কর্পূরের জল, আদার রস মধু বা পানের রস মধু।

কাসকুঠার—কাশরোগের প্রথমাবস্থায় ও জ্বরযুক্ত কাশে প্রযোজ্য। অনুপান তুলসীপাতার বা আদার রস মধু।

কাসারিগুড়িকা—কফনিঃসারক, বুকভার ও শ্বাসকষ্টের উপশমকারক।

কিরাতাদি তৈল—পুরাতন জীর্ণ জ্বরে প্রসিদ্ধ। আজকালকার কুইনাইন্‌সেবী জ্বররোগীর ইহা দ্বারা বরং জ্বর বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। কিন্তু যাহার বহুকাল ব্যাপিয়া অনেক তীব্র ঔষধ খাইতে খাইতে ধাতু গরম হইয়া পড়িয়াছে, অথবা যাহার স্বভাবতঃ বাতপিত্তপ্রধান ধাতু তাহার পক্ষে এই তৈল অমোঘ উপকারী। এই তৈল হাত-পায়ে মালিশ করিলে গুড়ুচ্যাদি তৈলের ন্যায় হাত পা জ্বালা নিবারণ করে এবং বুকে মালিশ করিলে চন্দনাদি তৈলের ন্যায় কফ তরল করিয়া উঠায়।

কামেশ্বর মোদক (মহা)—তিনপ্রকারের আছে, তিনটীই সিদ্ধি-ঘটিত, প্রথমটীর উপকরণ ৪৩টী, দ্বিতীয়ের উপকরণ ২৪টী, তৃতীয়ের ৪৪টী। প্রথমটী গ্রহণী ও বাজীকরণ (রতিশক্তিবর্দ্ধন) এই দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়টী গ্রহণীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী, বাজীকরণ পক্ষে ততদূর নহে। তৃতীয়টী

বাজীকরণপক্ষে বিশেষ উপযোগী,* গ্রহণীর পক্ষে কিছু কম। সচরাচর কবিরাজগণ প্রথমটীই প্রস্তুত করিয়া রাখেন। এই মোদক আগ্নেয়, ধারক, পাচক, ইন্দ্রিয়শক্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু, মাত্রা ৵০ আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত। অনুপান ঈষদুষ্ণ জল বা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ; কিম্বা শুধু লেহন করিয়া খাইলেও হয়।

কফরাক্ষসী (কফচিন্তামণি পরিবর্ত্তিত)—পিত্তাশ্রিত কফরোগে বিশেষ উপকারী, বুকে ব্যথা, কাশ, অতিরিক্ত সর্দ্দি বা অন্য কোন শ্লেষ্মরোগে লক্ষ্মীবিলাসের পরেই এই ঔষধ। অনুপান পানের বা আদার রস, মধু।

কুটজাষ্টক—রক্তামাশয়ের সহজ অথচ উৎকৃষ্ট ঔষধ; ইহাদ্বারা রক্তপিত্তের, অর্শের এবং রক্তপ্রদরের রক্তও বন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা অধোগ রক্তেই বেশী উপকারী।

মাত্রা ⁄০ হইতে।০ আনা, অনুপান চালুনি জল, ছাগদুগ্ধ, কুকসিমার রস বা জামপাতার রস।

কাঙ্কায়নগুড়িকা—স্ত্রীলোকের গুল্মরোগে প্রসিদ্ধ, রক্তগুল্মে বিশেষ উপকারী। ইহা কেবল-উদ্ভিজ্জ-ঘটিত মৃদুবীর্য্য অথচ উত্তম ফলদায়ক। স্ত্রীলোকের রজোবন্ধ হইলে ইহা সেবনে পুনরায় রজঃ প্রবর্ত্তিত হয়।

মাত্রা—।০ আনা ॥০ আনা, অনুপান বায়ুজনিত গুল্মে কাঁজি, কফজনিত গুল্মে আদার রস, পিত্তজনিত গুল্মে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ বা ধনে ও জঙ্গীহরিতকীর ক্বাথ। রক্তগুল্মে উটের দুধ, রজোবন্ধে দারুচিনি ও রেণুকের ক্বাথ।

ক্রিমিবজ্রচূর্ণ—ক্রিমি ও ক্রিমির উপদ্রব নাশক, মলদ্বারের নিকটস্থ ক্ষুদ্রক্রিমির উচ্ছেদ-কারক। বড় বড় ক্রিমিও ইহাদ্বারা মরিয়া বাহির হয়। অনুপান কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে, চূণের জল, কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সোমরাজ বা বিড়ঙ্গ-ভিজান জল।

ক্রিমিমুদ্গার—নানা জাতীয় ক্রিমিনাশক, রক্ত পরিষ্কারক, বাতরক্ত ও কুষ্ঠে উপকারী। বুঝিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় শাস্ত্রোক্ত অধিকাংশ ক্রিমিনাশক ঔষধেই রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে সুতরাং বিবেচনা পূর্ব্বক কুষ্ঠাদি রোগে প্রয়োগ করিলে অবশ্যই ফল পাওয়া যায়।

কুষ্মাণ্ড খণ্ড—রক্তপিত্তের সহজ অথচ ভাল ঔষধ। মুখ, নাক, মলদ্বার, যোনিদ্বার প্রভৃতি সমস্ত পথের রক্ত রোধক, রক্ত পরিষ্কারক, বলবীর্য্য পুষ্টিকারক, অতি সুস্বাদু, মুখরোচক, অরুচি নাশক, রক্তপিত্তের সহিত জ্বর থাকিলে এ ঔষধ নিষিদ্ধ।

কফকেতু—জ্বরযুক্ত নূতন কাশরোগে ও শ্লেষ্মঘটিত জ্বরে উপকারী, সাধারণ সর্দ্দিতে হাত-পা-কামড়ানি বা মাথাভার থাকিলে অর্থাৎ জ্বর আসিবার আশঙ্কা থাকিলে ইহা ব্যবহার করিবেন; এই ঔষধে শঙ্খভস্ম আছে, তৎস্থানে ১ ভাগ সমুদ্রফেন দিলে আরো বেশী উপকারী হয়। অনুপান আদার রস, পানের রস ইত্যাদি।

কুটজরসক্রিয়া—উৎকৃষ্ট রক্তস্রাব-নিবারক, অনুপান কুটজাষ্টকের ন্যায়।

কুটজাবলেহ (বৃহৎ)—কুটজাষ্টকের গুণ সমুদায়

ইহাতে বেশী পরিমাণে আছে; রক্তামাশয়ের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রায় দেখা যায় না। রক্তার্শ, রক্তপ্রদর এবং রক্তপিত্তেও উপকারী। মাত্রা।০ হইতে ॥০ আনা। অনুপান কুটজাষ্টকের ন্যায়।

কুষ্ঠকুঠার—কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও উৎকট চর্ম্মরোগ নাশক, অনুপান চালমুগরার কাথ।

কন্দর্পসারতৈল—কুষ্ঠরোগের সুপ্রসিদ্ধ তৈল; বাতরক্ত, ধবল, ভগন্দর, গণ্ডমালা, ব্রণ, ক্ষত ও নানাপ্রকার উৎকট চর্ম্মরোগ ইহাতে আরোগ্য হয়।

কুশাবলেহ—মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের একটী উদ্ভিজ্জ-ঘটিত সহজ অথচ ভাল ঔষধ, অনুপান মুড়ি ভিজান জল, ডাবের জল, সাঁচি কুমড়ার জল বা শীতলজল। ইহা প্রস্রাবের জ্বালা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, দুধারে প্রস্রাব, পূঁযের সহিত বা রক্তের সহিত প্রস্রাব ইত্যাদি অবস্থায় উপকারী; গণোরিয়ার প্রথমাবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ; অশ্মরী বা পাথরী জন্মিলে ইহার অনুপান হিম-সাগর পাতার রস, বরুণছাল বা কুলথকলায়ের ক্বাথ। ত্রিফলার (হরিতকী, আমলকী, বহেড়ার) জল অনুপান করিলে ইহা-দ্বারা বায়ুজনিত বা পিত্তজনিত শিরোরোগ ভাল হইতে দেখা যায়। আদার রসের সহিত ব্যবস্থা করিলে শ্বাসরোগে ফল দর্শায়, এবং চালুনিজল, ডাবেরজল বা শীতলজলে গুলিয়া খাওয়াইলে অতি শীঘ্র হিক্কা নিবারণ হয়। চক্ষু লাল হওয়া, চক্ষুজ্বালা, পিচুটী-পড়া ইত্যাদি সাধারণ চক্ষুরোগে ইহাদ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

কুমকুমাদ্য ঘৃত—দুপ্রকার আছে (১ম) আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বায়ুরোগ নাশক। (২য়) বাহ্যিক প্রয়োগে একশিরা অন্ত্রবৃদ্ধি ও শোথের উপশমকারক।

কালক চূর্ণ—নানাবিধ দন্তরোগে উপকারী।

কণ্ডুদাবানল—দাদ্, চুলকণা, পাচড়া প্রভৃতির প্রতীকারক।

কৈশোর গুগ্‌গুলু—বাতরক্তের একটী ভাল ঔষধ, বাতরোগেও উপকারী, অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

খদির বটিকা—সর্ব্বপ্রকার মুখক্ষতের প্রসিদ্ধ ঔষধ।

খদিরেশ্বর (খদিরবটিকা পরিবর্ত্তিত)—মুখের ঘা, দাঁতের মাড়ী ও জিহ্বার ঘায়ে অমোঘ, মুখের মধ্যে ধারণ করিলে গলার মধ্য ও তালুস্থিত ঘা আরাম হয় এবং দন্ত দৃঢ় হয়। মধুতে ঘসিয়া বা ঘৃতে মাড়িয়া শরীরের বাহ্যিক ক্ষতে লাগাইলে তাহাও আরোগ্য হয়। থুলকুড়ীর রসের সহিত মাড়িয়া খাওয়াইলে অতি কঠিন আমরক্তও ভাল হয় দেখা গিয়াছে।

খণ্ডকাদ্যলৌহ—রক্তপিত্তের (গলা দিয়া রক্ত উঠার) প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ঔষধ। যক্ষ্মারোগীর গলা দিয়া একটু বেশী রক্ত উঠিলে ইহা ব্যবহার করা যায়। ইহার অভ্যন্তরস্থ গুলঞ্চ, বাসক, খদিরকাষ্ঠ, কুড়, মুণ্ডিরী, লৌহ ও শিলাজতু প্রভৃতি উপকরণ গুলি বড় চমৎকার। এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য লৌহ জারণের যে একটী বিশেষ বিধি আছে তাহা অবলম্বন না করিলে ঔষধটি আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। মাত্রা ✓০ হইতে ✓০ আনা অনুপান ছাগদুগ্ধ বা বাসক পাতার রস।

গুড়ুচ্যাদি তৈল—স্বল্প, মধ্যম ও বৃহৎ এই তিন প্রকারের আছে, গুলঞ্চের ক্বাথ ও কল্কদ্বারা স্বল্প গুড়ুচ্যাদি প্রস্তুত হয়। উহাতে গব্যদুগ্ধের যোগদ্বারা মধ্যম গুড়ুচ্যাদি হয়। এই দুই তৈলই নানাবিধ পিত্ত রোগে ব্যবহৃত। বৃহৎ গুড়ুচ্যাদির মশলা ভিন্ন ও অনেক এবং এই বৃহৎ গুড়ুচ্যাদি কুষ্ঠ, বাতরক্ত, উৎকট চর্ম্মরোগ ও নানারূপ ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। সচরাচর ব্যবহারের জন্য (গুলঞ্চের কল্ক যুক্ত) মধ্যম গুড়ুচী তৈলই ভাল এবং এইটি অনেকে প্রস্তুত রাখেন। যেহেতু বৃহৎ গুড়ুচ্যাদিতৈলের কার্য্য মরিচাদিতৈল বা সোমরাজী তৈল প্রভৃতির দ্বারা চলিতে পারে, কিন্তু মধ্যম গুড়ুচ্যাদির উপকারিতা অন্য তৈল হইতে পাওয়া যায় না।

এই তৈল হাতে-পায়ে মালিশ করিলে হাত-পা-জ্বালা যায়, নাভিতে মর্দ্দন করিলে মেহদোষ দূর হয়, মস্তকে মর্দ্দনে বাতপিত্ত জনিত শিরোরোগ ভাল হয় এবং পুরাতন গ্রহণীরোগে পেটে মালিশ করিলে উপকার পাওয়া যায়। এই তৈলে ধনের (ধন্যা) ক্বাথ দিয়া প্রস্তুত করিলে আরো উপকারী হয়।

গুল্মকালানল (বৃহৎ)—উদর মধ্যে বা তলপেটে বর্ত্তুলাকার (গুল্ম) জন্মিলে বা হাওয়ার মত উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিলে, ইহার প্রয়োগ কর্ত্তব্য, ইহা আগ্নেয় ও বায়ুনাশক, অনুপান ত্রিফলার জল। এই ঔষধে যকৃৎ প্লীহাও আরোগ্য হয়।

গুড় পিপ্পলী—প্লীহা ও যকৃৎ-রোগে প্রসিদ্ধ, এই ঔষধ শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ও উপযোগী; বয়ঃপ্রাপ্ত

ব্যক্তিদিগেরও যথেষ্ট ফল দর্শায়। ইহার অভ্যন্তরস্থ পুরাতন গুড়, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, হিং, তালজটাভস্ম প্রভৃতি উপকরণ গুলি অতি চমৎকার। মাত্রা ৵০ আনা হইতে ।০ আনা অনুপান, উষ্ণজল।

গুড়ুচ্যাদি লৌহ—বাতরক্ত, গায়ে চাকা চাকা দাগ, উৎকট চর্ম্মরোগ, ঘা, হাত-পা জ্বালা প্রভৃতি রক্তদোষ বা পিত্তদোষ জনিত রোগে উপকারী। পুরাতন জীর্ণজ্বরে প্রায় "চন্দনাদি লৌহে"র ন্যায় কার্য্য করে, এবং মেহরোগে ইহা "বিড়ঙ্গাদি লৌহে"র সম-গুন। অনুপান রক্তদোষে ধনে ও পল্‌তার ক্কাথ, হাত-পা-জ্বালায় শতমূলীর রস, জীর্ণজ্বরে আদা ও শেফালিকা পত্রের রস; মেহরোগে যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু বা কাঁচা আমলকীর রস ও মধু।

গ্রহণীকপাট—এই ঔষধ চারিপ্রকারের আছে, ৪ পদী, ৫ পদী ৬ পদী ও ১০ পদী। ১০ পদীটীই প্রস্তুত করা সহজ অথচ উপকারী। কোন কোন চিকিৎসালয়ে গ্রহণী-অধিকারোক্ত জাতীফলাদ্যা-বটী প্রস্তুত হইয়া গ্রহণীকপাট-নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ধারক, অগ্নিকারক ও পাচক, আমাতিসার, গ্রহণী ও অজীর্ণজনিত তরলভেদ নিবারক, অনুপান মুথার রস, গন্ধভাদালের রস, আমরুলের রস, চালুনি জল ইত্যাদি।

চন্দনাদিলৌহ—এই ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন্।

চন্দনাদি তৈল—কাসরোগে বক্ষোদেশে, শিরোরোগে মস্তকে, ও বায়ুরোগে সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে হয়। ইহা একটী

উৎকৃষ্ট তৈল। শরীর পুষ্টির জন্য ইহা প্রতিদিন সর্ব্বশরীরে মর্দ্দন করা উচিত।

চন্দ্রামৃত—এই ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন্।

চ্যবনপ্রাশ—শুষ্ক কাশ, স্বরভঙ্গ, বায়ুজনিত শ্বাসরোগ, পুরাতন রক্তপিত্ত ও বাতপিত্ত প্রধান যক্ষ্মায় বিশেষ উপকারী। ইহা পুষ্টিকারক, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুনাশক, মেহদোষ নিবারক, মস্তিষ্কের বলকারক, হৃদ্রোগ ও ফুস্ফুস্ রোগের উপশমকারী ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি কারক। ইহা একটী শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

আয়ুর্ব্বেদ-পুস্তক খুলিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে এই ঔষধটী বড়ই উপকারী অথচ ইহার উপকরণ সামান্য কতক-গুলি গাছ-গাছড়া-মাত্র; কিন্তু ফলতঃ এই ঔষধ প্রস্তুত করা যত সহজ মনে হয় বাস্তবিক ইহা তত সহজ নয়। যেহেতু প্রথমতঃ ইহার পাক ঠিক্-মত হওয়া চাই,—একটু কম-বেশী হইলে ইহা অকর্ম্মণ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার অভ্যন্তরস্থ জীবক, ঋষভক, মেদ ও কাকজঙ্ঘার স্থানে প্রতিনিধি-স্বরূপ অন্য দ্রব্য দিলে ঔষধ ততদূর ফলদায়ক হয় না। তৃতীয়তঃ, ইহাতে বংশলোচন আবশ্যক হয়, কিন্তু যথার্থ বংশলোচন পাওয়া দুষ্কর এবং উহার মূল্যও ২০।২৫ টাকা সের। বাজারে সচরাচর (৪।৫ টাকা সের মূল্যে) যাহা পাওয়া যায়, তাহা বংশলোচনের নকলমাত্র।

চতুর্ম্মুখ (কৃষ্ণ)—এ ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন্।

চতুর্ম্মুখ (লাল)—কৃষ্ণচতুর্ম্মুখের সমগুণ, অপেক্ষাকৃত একটু মৃদুবীর্য্য। অনুপান কৃষ্ণচতুর্ম্মুখের ন্যায়।

চিন্তামণি (বৃহৎ)—বায়ু রোগে প্রসিদ্ধ, তিক্ত অনুপানে পিত্ত রোগেও উপকারী। অনুপান বায়ু রোগে শতমূলীর রস, রাস্নার রস, ত্রিফলার জল বা মিশ্রী ও মউরীভিজান জল। পিত্ত রোগে অনুপান গুলঞ্চের রস বা ধনে-পল্‌তার কাথ।

চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ—নানা জাতীয় বায়ু রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ, অনুপান পূর্ব্ববৎ।

চিত্রক হরিতকী—সারক, অগ্নিকারক; সর্ব্বদা সর্দ্দি-ঝরা, পূতিনস্য অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত নাসাস্রাব, নাসিকাদ্বারা রক্ত-মিশ্রিত কফ পড়া, ও প্রতিশ্যায় রোগে উপকারী।

পেট গরম হইয়া সর্দ্দি হইলেও ইহা দ্বারা ফল হয়। এ ঔষধ অর্শোরোগে বেশ উপকার করে। মাত্রা ।০ হইতে ১ ভরি পর্য্যন্ত, অনুপান জল বা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

চৈতস ঘৃত (মহা)—অপস্মার-রোগে প্রসিদ্ধ, হিষ্টিরিয়া বা স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছাবায়ু, উন্মাদ ও মৃগীরোগে ব্যবহৃত হয়। অপস্মার রোগের নাম শুনিবামাত্রই অনেকে এই ঘৃতের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু দেখা গিয়াছে, অনেক স্থলে ছাগলাদ্য বা অমৃতপ্রাশ ঘৃতের দ্বারা বরং বেশী উপকার হয়। মাত্রা ।০ হইতে ১ ভরি, অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ (বৃহৎ)—এই ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন্।

ছাগলাদ্য ঘৃত (বৃহৎ)—ইহা সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধির অর্থাৎ স্নায়ু-মণ্ডলী (নার্ভাস-সিষ্টেম্) বিকৃত হইয়া যত

কিছু রোগ জন্মে তৎসমুদায়ের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ,— হিষ্টিরিয়া, উন্মাদ, মৃগী, পক্ষাঘাত, মুখ বেঁকিয়া যাওয়া, হৃৎকম্প, শিরোরোগ, যক্ষ্মা, শরীর-শুষ্কতা, ধাতু দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নানা উৎকট রোগ ইহাদ্বারা উপশমিত হয়। বল-বীর্য্য-পুষ্টি জন্মাইতে ইহার তুল্য ঔষধ বোধ হয় কোনও দেশের শাস্ত্রেই নাই। কি কি অভাব বা ক্রুটী বশতঃ এই ঘৃত প্রস্তুত কবিবার সময়ে ইহার বিশুদ্ধতাসম্বন্ধে তারতম্য হইয়া থাকে তাহার বিবরণ আমাদের "বিবরণীপত্রিকা" চাহিয়া লইয়া দেখুন্।

জ্বরচূড়ামণি—নবজ্বরে প্রযোজ্য, পুরাতনজ্বর হঠাৎ বাড়িয়া প্রবল হইলেও ব্যবহার করিতে হয়। অনুপান আদার রস মধু।

জ্বরনির্ব্বাণ—জ্বর-বিজ্বর সর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার্য্য, প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বরে এরূপ দুর্ল্লভ।

জয়মঙ্গল রস—পুরাতন জ্বরের সুপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ ঔষধ; বাতশ্লেষ্ম, শ্লেষ্ম ও পিত্তপ্রধান ধাতুতে বিশেষ উপযোগী, প্লীহা-যকৃৎ-শোথ-কাস প্রভৃতি নানা উপসর্গযুক্ত জ্বর, মজ্জাগত জ্বর যক্ষ্মা ও মেহসংযুক্ত জ্বর, দুর্বাষ্প জনিত জ্বর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দুঃসাধ্য জ্বর ইহাদ্বারা আরোগ্য হয়। অনুপান, গুলঞ্চ ও ক্ষেত-পাপড়ার রস, আদা ও শেফালিকাপত্রের রস অথবা একটী উপযুক্ত পাচন।

জাত্যাদি ঘৃত—ঘায়ের প্রতিকারক, মুখের ঘায়ের বিশেষ উপকারী।

তারাবিলাস—প্রবল নবজ্বরে প্রযোজ্য, জ্বরের বিচ্ছেদ অবস্থায় দিলে অধিক উপকার বুঝা যায়। কম্পজ্বর ও পালা-

জ্বরে অত্যন্ত ফলদায়ক। অনুপান মধু বা তুলসীপাতার রস ও মধু।

তালীশাদি চূর্ণ—কাস রোগের সহজ মৃদুবীর্য্য অথচ ভাল ঔষধ। ইহাদ্বারা উৎকাশি শীঘ্র নিবারণ হয়। কাশের উদ্বেগকালে ব্যবহার করিলে সদ্য ফল পাওয়া যায়।

ত্রিলোচন।—নবজ্বরের বিচ্ছেদকালে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কম্পজ্বর ও ত্র্যাহিক জ্বরে ফলদায়ক।

ত্র্যাহিকারি।—পালাজ্বর ও কম্পজ্বরে প্রসিদ্ধ। অনুপান মধু ও পটোলের রস।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত।—শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, দৃষ্টি-দৌর্ব্বল্য, রাত্র্যন্ধ্যতা, উন্মাদ ও স্মৃতিশক্তিলোপ ইহাদ্বারা আরোগ্য হয়। মাত্রা ।০ হইতে ১ ভরি পর্য্যন্ত। অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

তারকেশ্বর।—৪ পদী ও ৯ পদী এই দুই প্রকারের আছে। ৪ পদী মেহ ও বহুমূত্ররোগে এবং ৯ পদী মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ব্যবহৃত হয়। ৯ পদীটী গণোরিয়া রোগে বেশ ফল দর্শায়। অনুপান মেহ ও বহুমূত্রে যজ্ঞডুমুরের রস বা যজ্ঞডুমুরের বীজচূর্ণ ও মধু। মূত্রকৃচ্ছ্র ও গনোরিয়া রোগে অনুপান তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ, কাবাব চিনির গুড়া ও মধু বা গোক্ষুর ভিজান জল।

দন্তসুখ চূর্ণ।—নানাবিধ দন্তরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে দাঁতের মাড়ী ফোলা ব্যথা পুঁয-পড়া শীঘ্র নিবারণ হয়।

দদ্রুনাশন।—দদ্রুরোগের ও ঘামাচি-চুলকনার প্রতী-কারক।

দাড়িম্ব-চতুঃসম—শিশুর অজীর্ণ ও আমাশয় রোগে বিশেষ উপকারী। ইহা সেবনে শিশু অতিশীঘ্র ভাল হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত দিগের ও ইহাদ্বারা উপকার হয়। অনুপান শিশুর পক্ষে জল, মধু বা স্তন দুগ্ধ বা বেলশুঁঠের ক্বাথ, বয়ঃপ্রাপ্তের পক্ষে মুথার রস বা বেলপোড়া ও ইক্ষুগুড়।

দ্রাক্ষারিষ্ট।—পিত্তদোষ, রক্তের দোষ ও রক্তপিত্ত রোগে উপকারী। ইহা সেবনে ক্ষুধাবৃদ্ধি ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, নানাবিধ চর্ম্মরোগ হাত-পা জ্বালা, ও মুখ নাক দিয়া রক্ত উঠা নিবারিত হয়।

দুর্ব্বাদ্য তৈল।—নাসিকার রক্তস্রাব নিবারক।

ধাত্র্যাদি চূর্ণ।—পিত্তদোষ,পিপাসা ও দাহ নিবারক।

ধাত্রীলৌহ।—দুই প্রকারের আছে,—ভাবনার ধাত্রী লৌহ এবং পাকের ধাত্রীলৌহ। দুইটীই অম্লপিত্ত ও শূলরোগে প্রসিদ্ধ। প্রথমটী পিত্তশূলে বিশেষ উপকারী, দ্বিতীয়টী বায়ু জনিত পরিণামশূলে ফলদায়ক। আহারের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে সেবন কর্ত্তব্য এইরূপ শাস্ত্রের বিধি; কিন্তু আজকাল এ ঔষধ প্রাতঃকালে দুগ্ধের সহিত বা কেবল আহারের প্রথম গ্রাসে অথবা কেবল আহারান্তে জল দিয়া, কিম্বা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুযায়ী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিপাক-শক্তির অল্পতা হেতু অম্ল বা শূল জন্মিলে এই ঔষধে উপকার হয় না, সেরূপ অবস্থায়

হিং-ঘটিত কোনও পাচক ঔষধ দিবেন; হিং সহ্য না হইলে অগ্নিকুমার প্রভৃতি ঔষধ দিতে হয়।

ধাত্রীঘৃত।—পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, পুরাতন গণো-রিয়া ও বহুমূত্র প্রভৃতি রোগের মৃদুবীর্য্য অথচ উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঘৃত পুষ্টিকর, মেধাবর্দ্ধক ও শুক্র জনক। ধাতু ঘটিত ঔষধ সেবনের পর বহুমূত্র রোগীর এই ঘৃত সেবন করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের অনিয়মিত রজঃস্রাব ইহা দ্বারা নিবারিত হয়। মাত্রা ।০ হইতে ১ ভরি পর্য্যন্ত, অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস।—এই ঔষধের বিবরণ পরে দেখুন।

নিত্যানন্দ রস।—কোষবৃদ্ধি, গোদ ও গণ্ডমালা রোগে প্রসিদ্ধ। অনুপান বেলপাতার রস বা নিশিন্দাপাতার রস ও মধু।

নবায়স লৌহ।—এই ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন।

নারিকেল খণ্ড।—বমিযুক্ত অম্লপিত্ত ও পরিণাম-শূলের প্রসিদ্ধ ঔষধ। মাত্রা /০ হইতে ৷৷০ আনা অনুপান ঈষদুষ্ণ জল, বা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ। পরিপাক শক্তি কম হইয়া অম্লশূল জন্মিলে ইহাদ্বারা বেশী উপকার হয় না; সেরূপ অবস্থায় অগ্নিকুমার বা তদ্রূপ কোন ঔষধ আবশ্যক।

ন্যগ্রোধাদ্য ঘৃত।—ধাত্রীঘৃতের তুল্য, অপেক্ষা-কৃত তীক্ষ্ণবীর্য্য।

প্রবাহকপাট।—এই ঔষধের গুণ গ্রহণীকপাটের ন্যায়।

পারাশরীয় চূর্ণ।—ক্রিমিরোগের সহজ ঔষধ, অনুপান বিড়ঙ্গ ভিজান জল।

প্রসাদন চূর্ণ।—রেচক, পাচক, ও বায়ুর প্রকোপ নিবারক। অনুপান জল।

পঞ্চানন রস।—এই ঔষধের বিবরণ পরে দেখুন।

প্রাণবল্লভ।—বায়ু, পিত্ত বা কফ জনিত সর্ব্বরোগে অনুপান বিশেষে ব্যবহৃত, বায়ুরোগে বিশেষ উপকারী; উৎকট আমাশয় রোগে ও অর্শরোগে ফলদায়ক, অনুপান বায়ুরোগে শতমূলীর রস, ত্রিফলার জল প্রভৃতি পিত্ত রোগে পলতা, গুলঞ্চের রস প্রভৃতি, কফরোগে আদার রস প্রভৃতি, আমাশয় রোগে জীরাভাজার গুঁড়া মধু বা থুলকুড়ীর রস, অর্শোরোগে নাগেশ্বর ফুলের রেণু, মাখন-মিশ্রী ইত্যাদি। পাণ্ডু-অধিকারে যে "প্রাণবল্লভ রস" আছে তাহা ভিন্ন।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত।—বাতরক্ত, গণ্ডমালা ও ক্ষতরোগের মৃদুবীর্য্য অথচ উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা দ্বারা রক্তদোষ বা পিত্তদোষ জনিত নানা চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়, পুরাতন জীর্ণজ্বরে কোন কোন স্থলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকের জরায়ুক্ষতে ও তজ্জনিত দূষিত স্রাবেও ইহাতে ফল দর্শায়। এই ঘৃতের বাহ্যিক প্রলেপে ক্ষত আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। মাত্রা ৵০ হইতে ৷৷০ আনা! অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

প্রাণদাগুড়িকা—অর্শোরোগে প্রসিদ্ধ,আগ্নেয়, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুনাশক, কাসনিবারক, এই ঔষধে ১ ভাগ বংশলোচন দিয়া প্রস্তুত করিলে "তালীশাদ্য মোদকে"র সমগুণ হয় ও কাসরোগে বিশেষ উপকার করে অথচ রক্তার্শের পক্ষে অধিক ফলদায়ক হয়। মাত্রা ৵০ হইতে ॥০ আনা, অনুপান, কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে জঙ্গী হরিতকীর ক্বাথ, না থাকিলে গরম জল বা গরম দুধ।

পাণ্ডুসূদন।—শোথ, পাণ্ডু ও কামলারোগে ব্যবহৃত, অনুপান কুলেখাড়ার রস ও মধু বা পুনর্ণবার রস ও মধু।

পাণ্ডুপঞ্চানন।— ঐ ঐ

পিত্তান্তক রস।—রক্তের দোষ ও পিত্তের দোষ নাশ করে।

পীযুষ বল্লীরস।—আমাতিসার ও গ্রহণীরোগে প্রসিদ্ধ, রোগের প্রথমাবস্থায় তত উপকারী হয় না, রোগ একটু পুরাতন হইলে ইহার ক্ষমতা অসাধারণ, অনুপান মুথার রস ও মধু বা জীরা ও বেলশুঁঠের ক্বাথ।

পুনর্ণবা-মণ্ডুর।—যকৃদ্দোষ ও তজ্জনিত শোথ এবং চক্ষু-মূত্রাদির হরিদ্রাবর্ণ নিবারণ করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। কামলাও পাণ্ডুরোগের এটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা /০ হইতে।০ আনা, অনুপান গরম জল।

পুষ্করাদি চূর্ণ।—উৎকাসী ও গলা খুস্‌খুসী নিবারক, কাস তরল করিয়া উঠায়, শিশুর কাসরোগে বিশেষ উপযোগী।

মাত্রা বয়ঃপ্রাপ্তের /০ হইতে ৵০ আনা, শিশুর ১ রতি হইতে ৫ রতি, অনুপান মধু।

পুষ্যানুগ চূর্ণ।—রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর ও যোনিক্ষত জনিত ক্লেদযুক্ত ও বেদনাযুক্ত স্রাব নিবারণের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত এবং রক্তার্শেরও উপকার করে। মাত্রা /০ হইতে ।০ আনা অনুপান চালুনিজল ও মধু, দাড়িমপাতার রস ও মধু, কুক্‌সিমার (কুকুর শোঁকা) রস ও মধু ইত্যাদি। এই ঔষধে অম্বষ্ঠা নামক উদ্ভিজ্জ আবশ্যক হয়, তদভাবে লক্ষ্মণামূল ব্যবহারের কথা আছে, লক্ষ্মণামূলের অভাবে অশোকছাল চূর্ণ দিলে হয়।

পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল।—বাতব্যাধির অর্থাৎ স্নায়ু বিকৃতি জনিত নানা রোগের উৎকৃষ্ট তৈল ইহাতে অপস্মার, শিরঃপীড়া, শুষ্ক-বাত, পক্ষঘাত,আধকপালি, হস্তকম্প, হৃৎস্পন্দন, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহার নস্যগ্রহণে মস্তিষ্করোগ ভাল হয়।

প্রমেহ চিন্তামণি।—গণোরিয়ার (বিষাক্ত মেহ) প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপকারী, শুক্রমেহে এবং মূত্রকৃচ্ছ্রেও ফলদায়ক। অনুপান কাঁচা হলুদের রস বা কাঁচা আমলকীর রস /০ ছটাক ও মধু।

প্রমেহ মিহির তৈল।—মেহরোগে পেটে মালিশ করিতে হয়, হাত-পায়ে ও সর্ব্বশরীরে মালিশ করিলে বহুমূত্র রোগীর দাহ-পিপাসা নিবারণ হয় মস্তকে মর্দ্দন করিলে মস্তিষ্ক

শীতল থাকে। পেটে মর্দ্দন করিলে কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু ও দমন থাকে।

প্লীহজ্বর চূড়ামণি।—যকৃৎ-প্লীহা ও শোথযুক্ত জ্বরে উপকারী। যকৃতেরও উপকারক, অনুপান চিরতা ভিজান জল, শেফালী-পত্রের রস।

পীতকচূর্ণ।—নানাবিধ মুখরোগের ঔষধ, কবল করিলে আলজিব ফোলা আরাম হয়, এ ঔষধ পেটে যাওয়া ভাল নয়।

প্রদরান্তক চূর্ণ।—রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, ক্লেদযুক্ত স্রাব, যোনি জ্বালা, ঋতুকালীন বেদনা প্রভৃতির উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্ত্রীলোকের যেরূপ প্রদর রোগ হউক তাহা নির্দ্দোষ আরোগ্য করিতে হইলে এই ঔষধ কিছু দিন সেবন করাইয়া তৎপরে অশোক ঘৃত ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। অনুপান অশোক ছালের কাথ, ত্রিফলার জল, কাঁটানটের শিকড়ের রস, বটের নামনাব রস, গাঁদাপাতার রস ইত্যাদি ও পরিষ্কার চিনি।

প্রদরারি লৌহ।—গুণ ও প্রয়োগ বিধি পূর্ব্ববৎ, তবে ইহাতে লৌহ থাকায় ইহার ধারকশক্তি আরো বেশী।

প্রবাহিকারি।—আমাশয় রোগে ও রক্তামাশয়ে প্রবল ধারক; অনুপান মুথার রস, চালুনিজল ইত্যাদি।

পূর্ণচন্দ্র রস (বৃহৎ)—এই ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন।

ফল ঘৃত।—যোনিশূল, শিথিলযোনি, জরায়ুনির্গম, গর্ভবিঘ্ন প্রভৃতি নানা জরায়ুরোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ।

ফল কল্যাণ ঘৃত।—বন্ধ্যারোগ, মৃতবৎসা, জরায়ু বিকৃতি, বাধক-ব্যথা প্রভৃতি নানা প্রকার পুত্রোৎপাদন-বিঘ্নের একমাত্র মহৌষধ। যাহার কদাপি বৎস মরে নাই এরূপ শ্বেত-বর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত এই ঔষধে আবশ্যক হয়।

বলারিষ্ট।—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও নানা বিধ বায়ুরোগের মৃদুবীর্য্য অথচ ফলদায়ক ঔষধ। ইহা পাচক, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও কোষ্ঠশুদ্ধি কারক।

বসন্ত মালতী।—প্লীহা যকৃৎ বেশী বাড়ে নাই, অথচ দীর্ঘকালের জীর্ণজ্বর, হাত-পা-চক্ষু জ্বালা হয়, বৈকালে শরীরটী জড় সড় হইয়া আসে, দুর্ব্বলতাই যাহার প্রধান উপসর্গ, এরূপ জ্বরে ফলদায়ক, এ ঔষধ পশ্চিম অঞ্চলে অত্যন্ত প্রচলিত। অনুপান শেফালিকা পত্রের রস মধু।

বিষম জ্বরান্তকলৌহ (পুটপাকের)।—পুরাতন জ্বরের সুপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ ঔষধ, যকৃৎ প্লীহা যুক্ত, বা যকৃৎ প্লীহাশূন্য ধাতুস্থ বিষমজ্বরে আশ্চর্য্য উপকারী, জ্বরের শোথকাস রক্তহীনতা প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গের প্রতীকারক; ইহা অত্যন্ত বলকারক, এই ঔষধ ঈষৎধারক গুণযুক্ত বলিয়া সময়ে সময়ে ইহার রেচক অনুপান দিতে হয়। পুরাতন জ্বরাতিসারে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই, ইহা জয়মঙ্গল রস অপেক্ষা মৃদুবীর্য্য। মেহজ্বর, প্রদরসংযুক্ত জ্বর ও যক্ষ্মারোগীর জ্বরে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ইহার সহিত মৃগনাভি মিশাইয়া খাওয়াইলে যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে বসন্ততিলকের ন্যায় কার্য্য করে, অনুপান অজীর্ণযুক্ত জ্বরে জীরা-ভাজার গুঁড়া মধু, প্লীহজ্বরে হিং, পিপুল

চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ, যক্ষ্মাজ্বরে যষ্টিমধু চূর্ণ-মধু, মেহজ্বরে গুলঞ্চের রস ও মধু. সাধারণ জ্বরে শেফালিকাপত্রের রস ও মধু।

বজ্রক্ষার ।—এই ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন।

বসন্ততিলক রস ।—জ্বর, নাড়ীর শিথিলতা ও দৌর্ব্বল্যযুক্ত যক্ষ্মা রোগে এবং যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনাযুক্ত কাস রোগেও উপকারী, সাধারণ কাসরোগে দিলে অপকার হয়। ইহা অত্যন্ত বলবীর্য্য পুষ্টিজনক। অনুপান পিপুল চূর্ণ ও মধু বা বিবেবচনাসঙ্গত অন্য কিছু।

বাত চিন্তামণি ।—বলবীর্য্য জনক, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নাশক, নানা প্রকার বাত ব্যাধির প্রসিদ্ধ ঔষধ, অনুপান বিশেষে বায়ু ও পিত্তজনিত নানা রোগের প্রতিকারক, অনুপান পুষ্টির জন্য মাখন-মিশ্রী, উন্মাদে ত্রিফলার জল, হিষ্টিরিয়া রোগে ধারোষ্ণ দুগ্ধ, মেহরোগে যজ্ঞডুমুরের রস, পক্ষাঘাতে দশমূল পাচন, বা মাষবলাদি পাচন, শ্বেতপ্রদরে গাঁদাপাতার রস ও মধু, মাথা ঘোরা রোগে ব্রহ্মীশাকের রস, বহুমূত্রে যজ্ঞডুমুরের বীচির গুঁড়া ও মধু।

বাত গজাংকুশ ।—বাতরোগে প্রসিদ্ধ, ব্যথা ফোলা ও অল্পজ্বর যুক্ত নূতন বাতরোগে বিশেষ উপকারী, প্রথমে এই শ্রেণীর ঔষধ দ্বারা বাতরোগ চিকিৎসা করিয়া পরে গুগ্‌গুলু-ঘটিত (যথা যোগরাজ গুগ্‌গুলু প্রভৃতি) কোনও একটী ঔষধ ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। অনুপান বেলপাতার রস ও মধু।

বাত গজেন্দ্রসিংহ।—বাত রোগে প্রশস্ত, পক্ষাঘাত, স্নায়ু জড়তা, ঝিনিঝিনি বাত, প্রভৃতি বাতব্যাধিতে উপকারী; পুরাতন বাতরোগে প্রাতে বাতগজেন্দ্র সিংহ বৈকালে একটী গুগ্‌গুলুঘটিত ঔষধ ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল হয়। ইহার অনুপান রাস্নাপঞ্চক বা রাস্নাসপ্তক পাচন।

বাসাকুষ্মাণ্ড খণ্ড।—মুখ নাক প্রভৃতি দ্বার দিয়া প্রবর্ত্তিত রক্তস্রাবের প্রতিরোধক; ইহা রক্তপিত্তের একটী সহজ অথচ উৎকৃষ্ট ঔষধ। "কুষ্মাণ্ডখণ্ড" অপেক্ষা "বাসা কুষ্মাণ্ড" কিছু বেশী উপকারী; ইহা অধিক রক্তস্রাবযুক্ত যক্ষ্মারোগে ও ব্যবহৃত হয়; ইহা রক্ত পরিষ্কারক ও পুষ্টিকর। মাত্রা ।০ হইতে ২ ভরি পর্য্যন্ত, অনুপান দুগ্ধ।

বাসাবলেহ।—প্রায় পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত

বায়ুবিধ্বংসী।—নানা বায়ুরোগে, মস্তিষ্কের উত্তাপ ও অনিদ্রানাশক।

বাসাচন্দনাদি তৈল।—কাস শ্বাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মারোগে বক্ষোদেশে মর্দ্দন করিলে উপকার হয়। অনেক স্থলে ইহা দ্বারা সর্দ্দি আসিতে দেখা যায়, বাতপিত্ত প্রধান ধাতুতেই অধিক উপযোগী।

বিষ্ণু তৈল।—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক, চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক, শৈত্যকারক, নানাবিধ বায়ুরোগ নাশক, স্বল্প, মধ্যম, ও বৃহৎ, এই তিন প্রকার আছে, তন্মধ্যে মধ্যম বিষ্ণুতৈলই অধিক উপকারী।

বায়ুচ্ছায়া সুরেন্দ্র তৈল।—বায়ুরোগে প্রসিদ্ধ ক্ষীণশুক্র ও ক্ষীণার্ত্তব স্ত্রীর পক্ষে বিশেষ উপকারী, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ কারক, পিত্তদোষ নিবারক, পেটে মালিশ করিলে কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু প্রশমিত হয়। মানসিক শ্রমকারী ও ক্ষয়িত-শুক্র ব্যক্তিগণ ইহাতে বিশেষ ফল পান্। সর্ব্বগাত্রে মর্দ্দন করিলে দেহের পুষ্টি হয়।

বঙ্গেশ্বর।—স্বল্প ও বৃহৎ এই দুই প্রকারের আছে। "স্বল্পবঙ্গেশ্বর" জ্বালা ও পূঁজযুক্ত মেহের প্রথমাবস্থায় (রোগারম্ভের দু চারিদিন পরে) বিশেষ উপকার করে, এই ঔষধে রসসিন্দূরের স্থানে মকরধ্বজ দিলে অধিক উপকারী হয়, বাল্যচপলতা জনিত শুক্রমেহ ইহা দ্বারা বেশী কিছু ফল হয় না, "বৃহদ্বঙ্গেশ্বর" জীর্ণ মেহ (অর্থাৎ যখন মধ্যে মধ্যে একটু স্রাব ও জ্বালা দেখা দেয়) প্রসিদ্ধ ঔষধ। এই ঔষধের বিশেষত্ব এই যে ইহা ধারক অনুপানে বহুমূত্রে এবং প্রস্রাবকারক অনুপানে মূত্রকৃচ্ছ্রে ফল দর্শায়। ইহা বলবীর্য্য ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্য নাশক। অনুপান জ্বালাযুক্ত মেহে কাঁচা হলুদের রস, জল মিশ্রিত কাঁচা দুগ্ধ, সোরা ভিজান জল, শ্বেতচন্দন ঘসা ও চিনি, স্রাব ও জ্বালা এই উভয় প্রতীকারের জন্য অনুপান গঁদ ভিজান জল, গ্যাঁদা পাতার রস, মস্নে ভিজান জল ইত্যাদি। জীর্ণমেহে অনুপান যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু। কচি শিমূলমূলের রস ও মধু।

বসন্তকুসুমাকর।—এই ঔষধ তিন প্রকারের আছে, প্রথমটী প্রমেহাধিকারে লিখিত, দ্বিতীয়টী সোমরোগে, তৃতীয়টী রসায়নাধিকারে লিখিত; তিনেরই উপকরণ প্রায়

তুল্য, তবে রসায়নোক্তটীই অপেক্ষাকৃত ভাল, এইটীই প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য, এইটীদ্বারা মেহ চিকিৎসা, বহুমূত্র-প্রতীকার ও পুষ্টি সাধন এই তিন উদ্দেশ্যই সাধিত হয়।

এ ঔষধ কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, মাখন-মিশ্রী, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, ত্রিফলার জল প্রভৃতি অনুপানে তত গরম হয় না। নানাবিধ মেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্ব হানি, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি রোগে ইহা সুপ্রসিদ্ধ ও প্রধান। যক্ষ্মারোগে শুক্রভঙ্গ বা মলভঙ্গ হইলে ইহা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়, প্রসবান্তে অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা বা অনিয়মিত স্রাব থাকিলে ইহার প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ইহার বল-বীর্য্য-পুষ্টিজনক-শক্তি অসাধারণ। অনুপান মেহ রোগে যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু বা সিমুল মূল চূর্ণ ও মধু, বহু মূত্রে যজ্ঞডুমুরের বা জামের বীজ চূর্ণ ও মধু, শ্বেত প্রদরে কৃষ্ণ তিল-বাটা ও চিনি; স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ধারোষ্ণ দুগ্ধ, পুরুষত্ব-হানিতে ঘৃত-মধু ও আল্‌কুশী বীজ চূর্ণ, সাধারণতঃ অনুপান মাখন-মিশ্রী।

ব্রহ্মীঘৃত।—(মহা) দু প্রকারের আছে, একটী স্বর-শুদ্ধি কারক, অপরটী মেধা শক্তি বর্দ্ধক। প্রথমটী স্বর ভঙ্গ, কাস প্রভৃতিতে উপকারী, দ্বিতীয়টী স্মৃতি শক্তি লোপ, চক্ষুর জ্যোতিঃ হ্রাস, মাথা-ঘুরা, মাথা শূন্য শূন্য বোধ, মৃগী, হিষ্টিরিয়া উন্মাদ ও মস্তিষ্কবিকৃতি-জনিত পক্ষাঘাত রোগে উপকারী, স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে এরূপ ঔষধ দুর্লভ। মাত্রা ॥০ হইতে ১ ভরি পর্য্যন্ত, অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

বৃহল্লবঙ্গাদি বটী।—অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, গ্রহণী ও অম্লপিত্তে উৎকৃষ্ট, অনুপান অজীর্ণে মুথার রস, গ্রহণীতে সিদ্ধি

চূর্ণ ও মধু বা মেথী ভিজান জল, অম্লপিত্তে ধনে ও নালতে ভিজান জল বা চূনের জল, কোষ্ঠবদ্ধে ত্রিফলার জল।

বৃহৎ চিন্তামণি।—নানাবিধ বায়ু ও পিত্তরোগে প্রশস্ত। ৺ গঙ্গাপ্রসাদ সেন এই ঔষধে বড় বড় রোগ আরোগ্য করিতেন।

বিসূচি বিধ্বংস।—উৎকট ওলাউঠা বা সাধারণ ভেদ বমিতে।

বৈশ্বানর চূর্ণ।—অম্ল ও শূলে উপকারী, বেদনাকালে ব্যবহার করিলে সদ্য উপকার হয়। মধ্যাহ্ন আহারান্তে ব্যবহার করিলে বৈকালে বেদনা জন্মে না। ইহা আশু গলা-বুক-জ্বালা নিবারণ করে। অনুপান জল, বেদনাকালে গরম জল।

ব্যোষাদি চূর্ণ।—জ্বরাতিসারের উদ্ভিজ্জ-ঘটিত মৃদু-বীর্য্য অতি উপকারী ঔষধ। স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন এই ঔষধটী বেশী ব্যবহার করিতেন। ক্রিমিজনিত অতিসারে ও অতিসারযুক্ত কামলা (কাঁওল, ন্যাবা) রোগে ইহা দ্বারা উপকার হয়। অনুপান শীতল জল।

বিল্বাদি চূর্ণ।—শোথ ও বৃদ্ধি রোগে উপকারী।

ব্রণবৈরী।—নানা প্রকার চর্ম্ম রোগে ও ক্ষত রোগে আশ্চর্য্য উপকারী। নিম তৈল বা গর্জ্জন তৈলের সহিত লাগাইলে, কুষ্ঠ পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়।

বৃহৎ-অগ্নিদীপক।—এ ঔষধের বিবরণ পরে দেখুন্।

বৃহজ্জ্বরান্তক।—নবজ্বরে ব্যবহৃত, পিপাসা, হৃৎপিণ্ডের দ্রুতক্রিয়া, মস্তক-ভার প্রভৃতি উপসর্গযুক্ত প্রবল জ্বরের বিচ্ছেদ করায়, জ্বরের দ্বিতীয় দিনেই ব্যবহার করা যায়। জ্বরে রসপাক করিতে ইহা অদ্বিতীয়। অনুপান ভেদে ইহা নানাবিধ জ্বরে উপকার করে; বাত-জ্বরে দধির মাত বা সোরা ও ত্রিফলা চূর্ণ, বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে আদার রস ও সৈন্ধব চূর্ণ, পিত্তজ্বরে পটোল বা পল্‌তারস, ফুস্‌ফুস্‌বিকৃতি জ্বরে (নিয়মোনিয়া) বংশলোচন চূর্ণ ও বাসকপাতার রস এবং পুরাতন জীর্ণজ্বরে শেফালী পত্রের রসের সহিত দিলে আশ্চর্য্য উপকার করে। এস্থলে খুলিয়া বলা উচিত—শাস্ত্রে যে বৃহজ্জ্বরান্তকের উল্লেখ আছে, ইহা তাহা নহে, এটী স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদের বিশেষ-ব্যবহৃত ঔষধ।

ভাস্কর লবণ।—অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, শূল, পেট-ফাঁপা ও অক্ষুধার সহজ অথচ উৎকৃষ্ট মৃদুবীর্য্য ঔষধ। অনেক বড় ঔষধ অপেক্ষা এইটীতে বেশী উপকার হইতে দেখা যায়। অনুপান লেবুর রস বা শীতল জল।

ভার্গী গুড়।—শ্বাসরোগের উদ্ভিজ্জ-ঘটিত, মৃদুবীর্য্য, উপকারী ঔষধ, ইহাতে কফ তরল করিয়া উঠাইয়া শ্বাস কষ্ট নিবারণ করে। উৎকট ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে এটী পরীক্ষা করা উচিত।

ভৃঙ্গরাজ তৈল।—কেশোৎপাদক, শৈত্যকারক, মস্তিষ্কের বলদায়ক।

ভুবনেশ্বর।—পাচক, ঈষৎ ধারক, অজীর্ণ রোগে ও সাধারণ অতিসারে ব্যবহৃত, এটী সহজের মধ্যে উপকারী ঔষধ। পুরাতন অতিসার বা গ্রহণীতে বড় কিছু উপকার করে না।

মকরধ্বজ।—এ ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন।

মন্মথাভ্র রস।—শুক্রমেহ-জনিত শিশ্ন শৈথিল্যে উপকারী। ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, শুক্র গাঢ়-কারক, শুক্রধারক, বলকারক, উত্তেজক। 'বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজে'র নিচেই এই ঔষধ। ইহার অনুপান অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন। এই ঔষধ যক্ষ্মারোগোক্ত 'বৃহচ্চন্দ্রামৃতে'র তুল্য, সুতরাং ইহা যক্ষ্মারোগেও ফলপ্রদ।

মদনানন্দ মোদক।—'মহা কামেশ্বর মোদকে'র তুল্য, শুক্র তারল্য ও শিশ্ন-শৈথিল্যে তদপেক্ষা তীক্ষ্ণ গুণ। আগ্নেয়, রতিশক্তি বর্দ্ধক, উপস্থের উত্তেজনাকারক। মাত্রা /০ হইতে ॥০ আনা। অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

মহাপিণ্ড তৈল।—বাতরক্ত, কুষ্ঠ প্রভৃতি রক্তদোষ জনিত রোগে ও উৎকট চর্ম্মরোগে প্রসিদ্ধ। বাতরক্ত রোগে অত্যন্ত হাত-পা জ্বালা হইলে ইহা দ্বারা উপশমিত হয়। 'মরিচাদি তৈল' ব্যবহারের পূর্ব্বে এইটী পরীক্ষা কর্ত্তব্য।

মধ্যম নারায়ণ তৈল।—বায়ু রোগে সুপ্রসিদ্ধ, পিত্তরোগেও উপকারী; উন্মাদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে হয়; ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক শীতল হয় ও চক্ষুর জ্যোতিঃ বাড়ে; ইহা মাথা ঘুরার শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বিষ্ণু তৈলে উপকার না হইলে এইটার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মহা গন্ধক।—শিশুর ও স্ত্রীলোকের অজীর্ণ রোগে ইহা অত্যন্ত ফলদায়ক। ইহা দ্বারা অতিসার, আমাশয়-রোগ, পেট-ফাঁপা প্রভৃতি সত্বর নিবারণ হয়; 'দাড়িম্ব-চতুঃসম' নামক ঔষধের পরেই এই ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত। অনুপান মুথার রস বা জীরাভিজান জল ও মধু, বা বেলশুঁঠের ক্বাথ বা বেলশুঁঠ ঘসা ও মধু।

মহা দশমূল তৈল।—শ্লেষ্ম ও বাতশ্লেষ্ম-ঘটিত নানা প্রকার শিরোরোগের উৎকৃষ্ট প্রতীকারক। মাথাব্যথা, মাথাকামড়ানি, মাথাভার, বা মাথার মধ্যে বাতের ব্যথার মত ব্যথা, যাহা চাপ দিলে আরাম বোধ হয়, বা অন্য ব্যথা, ব্যথা-মিশ্রিত উত্তাপ, উদ্বেগ শ্লেষ্ম জনিত চক্ষুরোগ, আধকপালি, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে কামড়ানি, সর্ব্বদা সর্দ্দি ঝরা, নাক দিয়া রক্ত-মিশ্রিত কফ পড়া ইত্যাদি উপসর্গের পক্ষে ইহা মহা উপকারী, যাহাদের অতি কষ্ট জনক মাথার ব্যারাম অথচ ঠাণ্ডা তৈল সহ্য হয় না তাহাদের পক্ষে ঠিক উপযোগী। এই তৈলের নস্য টানিলে ও কপালের দুই পার্শ্বে ঘসিলে মাথাধরা ছাড়িয়া যায় এবং দু-চারি বিন্দু কর্ণ মধ্যে পূরণ করিলে কান-পচা, কান কট-কটানি নিবারণ হয়। শ্বাস রোগে এই তৈল গরম

করিয়া বুকে মালিশ করিলে 'চন্দনাদি তৈল' অপেক্ষা অধিক উপকার করে। ১ ভরি পুরাতন গুড় এবং ৩০ হইতে ৬০ ফোঁটা মহাদশমুল তৈল একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে শ্বাস রোগে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। তৈলের মাত্রাক্রমে বাড়াইতে হয়।

মহাতিক্ত ঘৃত।—'পঞ্চতিক্ত ঘৃতের' সমস্ত গুণ ইহাতে অধিক পরিমাণ আছে, কুষ্ঠ ও বাতরক্তে প্রসিদ্ধ।

মদন মোদক।—'মদনানন্দ মোদকে'র সহিত প্রায় সমগুণ। কিন্তু ইহার পাচক শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক সুতরাং গ্রহণী-রোগে বেশী উপযোগী। মাত্রা ও অনুপান মদনানন্দ মোদকের ন্যায়।

মরিচাদি তৈল (বৃহৎ)।—বাতরক্ত ও কুষ্ঠ রোগে সুপ্রসিদ্ধ, শরীরে নানা বর্ণের নানা প্রকার উৎকট চর্ম্ম-রোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। মস্তকে ঘা বা ব্রণ হইলে এই তৈল মস্তকে দেওয়া উচিত নয়; ইহা শিশুর অনুপযোগী। মস্তকে প্রয়োগার্থ ও শিশুর পক্ষে সোমরাজী তৈল উপকারী।

মহালক্ষ্মী বিলাস।—এই ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন্।

মহাশঙ্খ বটী।—এই ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন।

মাষ তৈল (মহা)।—বাতব্যাধির সুপ্রসিদ্ধ তৈল, একটু কঠিন বাত রোগ বা পক্ষাঘাত শুনিবামাত্রই এই তৈল

অনেকে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা উচিত নয়, স্থল-বিশেষে ইহার ব্যবস্থা আবশ্যক, পক্ষাঘাত রোগে কোনও অঙ্গ শুষ্ক ও জড়তা প্রাপ্ত হইলে এই তৈল ঠিক্ উপযোগী হয়। এই তৈলে যে নপুংসক ছাগের ক্বাথ সৈন্ধব এবং মাষকলায়ের ক্বাথ প্রভৃতি আছে তাহার উদ্দেশ্য বায়ুর শোষকতা নিবারণ, কফের উদ্রিক্ত করণ ও শুষ্ক স্থানে স্বাভাবিক স্ফীততা আনয়ন এবং ইহাতে যে আলকুশী, চই, চিতামূল প্রভৃতি মশলা আছে, তাহার উদ্দেশ্য স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজন ও জড়তা নিবারণ। পুরাতন বাতরোগে কফের অল্পতা দৃষ্ট হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইতে পারে, ব্যথা-কোলাযুক্ত বাত রোগে দিলে বরং অপকার হয়। হস্ত কম্প, শিরঃকম্প, অর্দ্দিত রোগ অর্থাৎ মুখের এক ভাগ অসাড় বা বক্র হওয়া, ঝিন্‌ঝিনি বাত ইত্যাদি রোগে, ইহার অসাধারণ শক্তি। মহাদশ মূল তৈলের দ্বারা উপকার না হইলে অথচ মহাদশমূলই উপযুক্ত মনে হইলে মস্তকে 'মহামাষ তৈল' মর্দ্দন করিতে দিবেন।

ব্যাথাযুক্ত বাত রোগে কুব্জ প্রসারণী তৈল ও বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল ইহা অপেক্ষা অধিক উপযোগী। ইহা 'স্বল্প ও বৃহৎ' নামে আরো দুই প্রকারের আছে।

মৃগাঙ্ক।—রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা রোগে প্রসিদ্ধ, ইহা দ্বারা বুকের ব্যথা, শুষ্ক রক্ত স্রাব বা কফ মিশ্রিত রক্তস্রাব নিবারিত হয়; মৃগাঙ্ক অপেক্ষা রাজমৃগাঙ্কে জ্বর নাশক উপকরণ অধিক আছে, অতএব জ্বরযুক্ত যক্ষ্মা রোগে রাজ মৃগাঙ্কই বেশী উপকারী। অনুপান পিপুল চূর্ণ ও মধু বা বাসকপাতার রস ও মধু।

মৃত সঞ্জীবনী সুরা।—বল, পুষ্টি, বীর্য্য ও রতিশক্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত করে ও শরীর সুদৃঢ় করে। ইহা আগ্নেয়, উত্তেজক, পরিপাক শক্তি বর্দ্ধক, অত্যন্ত ক্ষুধাজনক, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু নাশক, স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ দায়ক, প্রফুল্লতা জনক, নানা রোগে দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িলে ইহা দ্বারা রোগী পুনঃ সঞ্জীবিত হয়। জ্বর বা ওলাওঠা বা অন্য মারাত্মক রোগের বিকার-পূর্ণ নাড়ীক্ষীণ যুক্ত অন্তিম অবস্থায় মৃগনাভির সহিত এই সুরা প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। প্রসবান্তে প্রসূতি অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িলে এই ঔষধ দিবেন। পুরাকালে এই সুরা সেবন করিয়া যোদ্ধৃগণ অতিশয় রণোন্মত্ত হইতেন।

মেহনির্ম্মূল।—প্রস্রাব সরল করে, গণোরিয়া বা বিষাক্ত মেহের প্রথমাবস্থায় ইহার তুল্য ঔষধ প্রায় দেখা যায় না, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাথরী রোগ ও জ্বালাযুক্ত প্রমেহে বিশেষ উপকারী, অনুপান শীতল জল, গ্যাঁদা পাতার রস বা কাঁচা হলুদের রস।

মেহ মিহির তৈল।—পেটে মালিশ করিলে মেহ দোষ উপশমিত হয়, হাত পায়ে দিলে হাত পা জ্বালা সারে, মস্তকে মর্দ্দন করিলে মস্তিষ্ক শীতল হয়, ইহা বাতপিত্ত নাশক ও বল-পুষ্টি কারক।

যোগরাজ গুগ্‌গুলু (বৃহৎ)।—পুরাতন বাতরোগের প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ঔষধ, সন্ধিগত, একাঙ্গগত, বা গ্রন্থিগত সমস্ত প্রকার বাতরোগ ইহা দ্বারা ভাল হয়। ইহা রক্ত

পরিষ্কারক, মেহ দোষ নিবারক, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু নাশক ও বল-পুষ্টি জনক; ইহা কুষ্ঠ রোগেও উপকারী; নূতন বাত রোগে ফলদায়ক হয় না। বাত রোগের সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে 'সিংহনাদ গুগ্‌গুলু' ব্যবস্থা করিবেন অথবা এই 'যোগরাজ গুগ্‌গুলুই, রেচক অনুপানে দিবেন। খাঁটি মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু পাওয়া দুষ্কর, তদভাবে ঔষধ বিশুদ্ধ-রূপে প্রস্তুত হয় না।

রত্নগর্ভ।—ভিন্ন ভিন্ন অনুপান যোগে, কাস, শ্বাস, বাতরক্ত, পিত্ত রোগ, বায়ু রোগ প্রভৃতি নানা রোগে উপকারী।

রসরাজ।—বাতব্যাধির অতি উৎকৃষ্ট, ধাতু ও উদ্ভিজ্জ এই উভয় ঘটিত ঔষধ; ইহাতে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত বাত, হনুস্তম্ভ, ধনুষ্টঙ্কার, হিষ্টিরিয়া, শিরঃ কম্প, হস্ত কম্প প্রভৃতি সমস্ত বায়ুবিকার আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা বলকর, বীর্য্য জনক, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নাশক, শুক্র তারল্য নিবারক ও রতিশক্তি বর্দ্ধক। অনুপান ধারোষ্ণ দুগ্ধ, ত্রিফলার জল, ঘৃত-মধু বা মাখন-মিশ্রী। জ্বর ও প্লীহা রোগের রসরাজ নামক ঔষধ আছে, তাহা ভিন্ন।

রাজ মৃগাঙ্ক।—'মৃগাঙ্ক' দেখুন।

রামবাণ রস।—অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, আমাশয়, সংগ্রহ গ্রহণী, জ্বরাতিসার ও বাতরোগে উপকারী।

অনুপান অজীর্ণে নেবুর রস ও চিনি, নূতন আমাশয়ে মুথার রস মধু, পুরাতন আমাশয়ে বাবলাপাতার রস ও মধু, বেলপোড়া

ও ইক্ষুগুড়, সংগ্রহ গ্রহণীতে আমরুলের রস ও চিনি, বা নেবুর রস ও বিট্‌ লবণ, বাতরোগে সোণামুখী-যুক্ত রাস্নাসপ্তক পাচন, বা বেলপাতার রস ও মধু। জ্বরাতিসারে রামবাণ রস বিশেষ উপকারী, ইহাতে ফল না হইলে 'কনক সুন্দর' প্রয়োগ করা উচিত।

রাজবল্লভ।—অগ্নিমান্দ্য, বাতাজীর্ণ, আমাতিসার, গ্রহণী, গুল্ম ও তরল ভেদ যুক্ত শূলে অত্যন্ত ফলদায়ক। ইহার গুণ নৃপবল্লভের তুল্য কিন্তু ইহাতে অভ্র, রৌপ্য প্রভৃতি থাকায় ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক বলকর ও পুরাতন গ্রহণী রোগীর পক্ষে অমৃত তুল্য।

অনুপান মুথার রস, আমরুলের রস প্রভৃতি। 'নৃপবল্লভ' দেখুন্।

লক্ষ্মীবিলাস (নারদীয়)।—ইহার বিবরণ পরে দেখুন।

লাল গুঁড়া।—দুই প্রকার আছে, ১ম গ্রহণী-অতিসারের লাল গুঁড়া; ২য় পোষ্টাই এর লাল গুঁড়া। ১মটির উপকরণ প্রায় স্বল্প গ্রহণী কপাট রসের ন্যায়, দ্বিতীয়টির উপকরণ চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, অভ্রস্থানে বংশলোচন দিয়া প্রস্তুত করিলে, যেরূপ হয়, তদ্রূপ। ১মটী দুঃসাধ্য জীর্ণ আমাতিসার ও গ্রহণীতে আশ্চর্য্য-উপকারী। ২য়টি বলবীর্য্য পুষ্টিজনক, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যনাশক এবং যোগবাহী অর্থাৎ অনুপান ভেদে নানা ফলপ্রদ।

লোকনাথ রস।—প্লীহা-যকৃতের অতি উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ ঔষধ। প্লীহা দ্বারা শরীরের রক্তহীনতা উপস্থিত হইলে

ইহা বিশেষ উপকারী। অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে শিশুর যকৃতেও উপকার দর্শায়! প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে শুধু ইহা দ্বারাই ফল পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাতে 'জয়মঙ্গল রস' বা 'সর্ব্বজ্বরহর লৌহ' দিয়া এইটী বৈকালে দিলে আরো বেশী ফল হয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সারকগুণ যুক্ত পাচন ইহার অনুপান দিবেন; নতুবা পিপুলের গুঁড়া ও মধু, শিশু-যকৃতে ইহার অনুপান জল মিশ্রিত কাঁচা পেপের আঠা। স্বল্প ও বৃহৎ দুই প্রকার আছে, স্বল্প লোকনাথই ভাল।

শ্বাসারি-লৌহ (মহা) শ্বাস রোগে প্রসিদ্ধ, এটীর নাম যত বড়, কাজে তত নয়। অনেকে ইহা শ্বাসরোগ মাত্রেই ব্যবস্থা করেন বটে কিন্তু দেখা গিয়াছে, ইহাতে অধিকাংশ স্থলে রোগের বৃদ্ধি হয়, ইহাতে শ্লেষ্মা টানিয়া রাখে বা শুকাইয়া ফেলে, এবং তদ্দ্বারা কফ বুকে আবদ্ধ হইয়া আরো শ্বাসকষ্ট জন্মায়। শ্লেষ্মপ্রধান শ্বাসরোগে ইহা নিতান্ত অনুপযোগী। যাহার বায়ুপ্রধান শ্বাসরোগ, অর্থাৎ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ সামান্য পরিশ্রমে বা সামান্য কারণে শ্বাসনালীর আক্ষেপ (স্প্যাজ্‌ম্) জন্মে, কিন্তু শ্লেষ্মা দেখা যায় না তাহার পক্ষে ইহা উপকারী, অথবা যে কাসরোগীর নিরন্তর শ্লেষ্মা জন্মিতেছে আর উঠিতেছে, শরীর দুর্ব্বল, নাড়ীতে সামান্য জ্বর আছে, এরূপ পুরাতন কাসরোগীর পক্ষেও ইহা উপযোগী। এই ঔষধ রক্তপিত্তে বিশেষ উপকারী, এমন কি, ইহার নাম "শ্বাসারি লৌহ" না হইয়া "রক্তপিত্তারি লৌহ" হইলেই ঠিক সঙ্গত হইত। ইহার অভ্যন্তরস্থ লৌহ, অভ্র, চিনি, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, বংশলোচন ও নাগেশ্বর প্রভৃতি সমস্তই উৎকৃষ্ট রক্তপিত্ত-

নাশক। ইহার অনুপান শ্বাসে কুলবীজের শাঁস ও মধু, বা কণ্টকারীর রস—মধু, কাশরোগে পিপুল চূর্ণ বা বহেড়া চূর্ণ—মধু এবং রক্তপিত্তে আয়াপানার রস, আতপ চাল-ধোয়া জল, দুর্ব্বার রস ও চিনি ইত্যাদি।

শিরোবজ্র রস (শিরঃশূলাদি বজ্র রস)।—শ্লেষ্মা ও বাতশ্লেষ্ম-জনিত শিরোরোগে বিশেষ উপকারী। যেস্থলে মস্তকে মহা দশমূল তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা হয়, সেইস্থলেই এই ঔষধ সেবনীয়। "মহা দশমূল তৈল" দেখুন্। এই ঔষধ বাতরোগেও বিশেষ উপকারী। অনুপান বেলের শিকড়ের রস ও মধু।

শৃঙ্গারাভ্র।—কাসরোগে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে এই ঔষধের অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে, সে যেরূপ হউক, ফলকথা শ্লেষ্মবহুল কাসরোগে অর্থাৎ অনবরত শ্লেষ্মা উঠিতেছে আর জন্মিতেছে এরূপ অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী ; শুষ্ক কাশিতে ইহা দ্বারা উপকার হয় না। অনুপান আদার রস ও মধু।

শূলগজেন্দ্র তৈল।—শূলরোগে তলপেটে, পেটে বা বুকে মালিশ করিলে, শূল-ব্যথা উপশমিত হয়। স্ত্রীলোকের বাধক-ব্যথায় ইহা তলপেটে মর্দ্দন করিলে যথেষ্ট উপকার হয় ও নিয়ম মত কিছুদিন পেটে মালিশ করিলে ঋতুবন্ধ নিবারণ হয়।

শোণিতার্গল।—এই ঔষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন্।

ষড় বিন্দু তৈল।—এই তৈল নস্য-গ্রহণ ও মস্তকে মর্দ্দন করিলে নানা-বিধ শিরোরোগ ও চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

ইহা প্রায় দশমূল তৈলের সম গুণ, কিন্তু দশমূল অপেক্ষা কিছু বেশী ঠাণ্ডা। সুতরাং দশমূল তৈল প্রয়োগের আবশ্যকতাসত্ত্বেও যেখানে কিঞ্চিৎ শৈত্যকরণ আবশ্যক হয়, সেখানে বড় বিন্দুর ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। "মহা দশমূল তৈল" দেখুন্।

সর্ব্বজ্বর-হর লৌহ।—এই ঔষধের বিবরণ পরে দেখুন্।

সর্ব্বতোভদ্র রস।—'সর্ব্বতোভদ্র' শব্দের অর্থ—সর্ব্ববিষয়ে কল্যাণকর; বাস্তবিকও এই ঔষধ নানা রোগে উপকারী। ইহাতে জীর্ণজ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, মেহ-ঘটিত জ্বর, জ্বরাতিসার, অগ্নিমান্দ্য, পুরাতন আমাশয়, বমি, জ্বরযুক্ত বা জ্বরহীন কাসরোগ, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, সংগ্রহগ্রহণী, কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান জীর্ণজ্বরে মুস্তা, বিষম জ্বরে দাস্ব্যাদি পাচন; মেহজ্বরে গুলঞ্চের রস, জ্বরাতিসারে মুথার রস বা ইন্দ্র যব চূর্ণ, অগ্নিমান্দ্যে নেবুর রস, পুরাতন আমাশয় রোগে গন্ধভাদালেররস, বমি রোগে ডাবের জল, ত্রিফলার জল, চালুনি জল, কাসরোগে বচ চূর্ণ-মধু, রক্তপিত্তে আয়াপানার রস, দুর্ব্বার রস বা বাসক পাতার রস। যক্ষার জ্বরে পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহের নীচেই এই ঔষধ। এই ঔষধে একটু অভ্র যোগ করিয়া সেবন করিলে ইহা "শৃঙ্গারাভ্রের" তুল্য এবং তৎসহ একটু লৌহ যোগ করিয়া সেবন করিলে "সার্ব্বভৌমের" ন্যায় কার্য্য করে। ইহার উপকরণ অনেকাংশে প্রদর রোগের "সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরের" ন্যায়, সুতরাং এই সর্ব্বতোভদ্র প্রদর রোগেও উপকারী।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।—তিন প্রকারের আছে, যথা—অজীর্ণে, যক্ষ্মা রোগে এবং অসৃগ্দরে (প্রদরে)। যক্ষ্মারোগোক্ত 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর' অনেকে কাসরোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, ইহা করা অন্যায় এরূপ 'লঘুপাপে গুরুদণ্ড, দ্বারা কাস আরো উৎকট হইয়া পড়ে। যক্ষার 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর' প্রবাল, মুক্তা ও স্বর্ণ ঘটিত সুতরাং ক্ষীয়মান যক্ষ্মারোগীর বিশেষ উপযোগী। অজীর্ণোক্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নূতন ও পুরাতন আমাশয় রোগ, গ্রহণী, পেট ফাঁপা ও অতিসারে উত্তম ফলপ্রদ। অজীর্ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত ঔষধের মধ্যে স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ এইটীই অধিক পছন্দ করিতেন। 'কর্পূর রস' বা 'অভয় নৃসিংহ' রস প্রস্তুত না করিয়া তিনি এই ঔষধেই অল্প আফিং যোগ করিয়া অন্তিম দশাপন্ন দুর্জ্জয় অতিসার রোগ আরোগ্য করিতেন। এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পরে দেখুন্। প্রদরোক্ত 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর' কচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সিন্দূরাদ্য তৈল।—নালি ঘা, পচা ঘা, বাতরক্ত প্রভৃতির সহজ অথচ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সৈন্ধবাদ্য তৈল।—শোথহীন ব্যথাযুক্ত বাতরোগের শ্রেষ্ঠ তৈল, ইহা দ্বারা হাত, পা, কোমর, গ্রীবা প্রভৃতি নানা স্থানের বাত-ব্যথা আরোগ্য হয়। সর্ষপতৈল ঘটিত ও এরণ্ড তৈল ঘটিত এই দুই প্রকার সৈন্ধবাদ্য তৈল আছে, এরণ্ড তৈল ঘটিতই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।

সার্ব্বভৌম।—শৃঙ্গারাভ্রে লৌহভস্ম বা স্বর্ণভস্ম যোগ

করিয়া সার্ব্বভৌম প্রস্তুত হয়। সার্ব্বভৌম কাসরোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ। ইহা হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা-সম্পর্কীয় কাস রোগে উপযোগী, সাধারণ কাস রোগে দেওয়া ভাল নয়। অনুপান যষ্টি মধু চূর্ণ ও মধু পিপুলচূর্ণ ও মধু, বাসকপাতার রস ও মধু।

স্বর্ণবঙ্গ।—ইহা মেহরোগ নাশক, শুক্রজনক, শুক্র গাঢ় কারক, বলকর, রসায়ন, স্মরণ শক্তি বর্দ্ধক, সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি কারক, বাল্য-চপলতা জনিত শুক্রমেহ এবং কুস্থানগমন জনিত বিযাক্তমেহ—উভয় রোগেই ইহা সমান ফলপ্রদ। স্বর্ণবঙ্গ ২ রতি, শিলাজতু ২ রতি, উৎকৃষ্ট লৌহ ভস্ম ১ রতি, উৎকৃষ্ট অভ্রভস্ম অর্দ্ধ রতি এবং বিশুদ্ধ মকরধ্বজ অর্দ্ধ রতি, ইহার নাম স্বর্ণবঙ্গ পঞ্চক, ৺ রমানাথ ইহা ব্যবহার করিতেন, ইহা নানামেহ ও ধাতু দৌর্ব্বল্যের দৃষ্টফল মহৌষধ।

হরিতকী খণ্ড।—শূল, অম্লপিত্ত, অর্শঃ ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; পূর্ব্বোক্ত রোগগুলির সহিত কোষ্ঠবদ্ধথাকিলেই ইহা ঠিক উপযোগী হয় নতুবা নয়। অনুপান উষ্ণ জল বা উষ্ণ দুগ্ধ, নারিকেলের জলের সহিত এই ঔষধ অল্প পরিমাণে সেবন করিলে বমি রোগ আরোগ্য হয়। অন্য কোন রোগের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। এমন সহজ বিরেচক দ্বিতীয় নাই।

হিঙ্গুলেশ্বর—ইহা নবজ্বরের অতি সহজ অথচ উৎকৃষ্ট ঔষধ; একজ্বরী অবস্থায় প্রয়োগ করিলে জ্বর বিচ্ছেদ হয়। ইহার সাধারণ অনুপান—প্রাতে আদার রস-মধু, বৈকালে

তুলসীপাতার রস মধু। হিঙ্গুলেশ্বরের সহিত আধরতি মকর-ধ্বজ মিশাইয়া সেবন করিলে বায়ুপিত্ত ও কফ জনিত যে কোন প্রকারের জ্বর হউক অল্প সময়েই উপশমিত হয়। নবজ্বরে ফুস্ ফুস্-বিকৃতি অনুমিত হইলে ইহার সহিত বংশলোচন মিশাইয়া সেবন করান উচিত। ঈষৎ জ্বরভাব যুক্ত নূতন কাসে ইহা কর্পূর ও মধু অনুপানে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। শাস্ত্রে ইহার মাত্রা ১ রতি লেখা আছে, আজ কাল আধ রতি হওয়া উচিত।

হিঙ্গ্বষ্টক।—অজীর্ণের সহজ অথচ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ।—হিঙ্গ্বষ্টকের উপকরণ ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া প্রস্তুত। ইহা একটী অনায়াস সাধ্য অথচ বিশেষ ফলদায়ক ঔষধ, ইহা অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, আমাশয় রোগ, কফাশ্রিত অম্লপিত্ত, বাতাজীর্ণ, কাস ও প্লীহা রোগে ফলপ্রদ। ইহার গুণ প্রায় নৃপবল্লভের ন্যায়, তবে উহার ন্যায় বেশী ধারক নহে। গ্রহণীরোগে এই চূর্ণের সহিত অল্প গব্যঘৃত মিশাইয়া অন্নের প্রথম গ্রাসের সহিত সেবন করিলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

অল্পমাত্রায় ইহা শিশুর শ্বাসরোগ নাশক। অনুপান শীতল জল, নেবুর রস বা গরম জল।

হিমসাগর তৈল।—বাহিরের বাতাস যেমন হঠাৎ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গাছ-পালা ঘর-বাড়া উল্টা-পাল্টা-চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, আমাদের শরীরের আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম বায়ুও

তেমনি অকস্মাৎ ঝড়-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানবশরীরে অদ্ভুত অচিন্ত্যভাবে নানারূপে বিকৃত করিয়া ফেলে। বাতাস যেমন জলের উপরে বহিয়া তুফান উত্থিত করে, আভ্যন্তরিক বায়ুও তেমনি কফের সহিত যোগ দিয়া শরীরে রস-ধাতুর আধিক্য ও শ্লৈষ্মিক বিকার জন্মায়। আবার বাতাস যেরূপ অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া অগ্নিকে অতি প্রচণ্ড করিয়া ফেলে এবং সেই অগ্নিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ভস্মসাৎ করিয়া দেয়, তেমনি শরীরস্থ বায়ুও পিত্তের সহিত সংমিলিত হইয়া অঙ্গ বিশেষে বা শরীরে সর্ব্বত্র দুঃসহ জ্বালা জন্মায় এবং দূষিত পিত্তের দ্বারা রক্তকেও দূষিত করিয়া কুষ্ঠাদি নানা ঘৃণার্হ রোগ উৎপাদন করে। বায়ু প্রকোপ অধিকাংশ রোগেরই কারণ। বায়ু প্রসন্ন থাকিলে মানব এই কলিযুগে এক শত বিংশতি বৎসর আয়ুঃলাভ করিতে পারে।

এই আশুকারী সহসা-ক্ষিপ্ত বায়ুর প্রশমনের জন্য **হিমসাগর** চিরপ্রসিদ্ধ! হিমসাগরের উকরণ বহুসংখ্যক ও বিশেষ সংগ্রহ-সাপেক্ষ, ১৫ টীর স্থানে ১০ টা বা ৫ টীর স্থানে ৩ টী দিয়া অঙ্গহীন-ভাবে প্রস্তুত করিলে কদাপি ফলদায়ক হয় না। এই তৈলে উৎকট মাথা ঘুরা, মাথার অতিরিক্ত উত্তাপ, মনের অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলভাব, অকার্য্যে অভিনিবেশ অথচ কর্ত্তব্যে অনিচ্ছা, হঠাৎ বিস্মৃতি, অনিদ্রা, অল্পনিদ্রা, অঙ্গ শুষ্ক হওয়া, হিষ্টিরিয়া, সন্ন্যাস, মৃগী, অর্দ্ধ উন্মাদ বা প্রচণ্ড উন্মাদ, ধাতু দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অতি সত্বর আরোগ্য হয়। শৈত্যকরণে এই তৈলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

হেমনাথ।—জীর্ণমেহ ও বহুমূত্র রোগের শ্রেষ্ঠ ও

সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ। প্রসাবের সহিত সূতারমত, তুলা পেঁজার মত, বা জলমিশ্রিত-দধিরমত, বালিরমত প্রভৃতি নানা প্রকার স্রাব ইহাদ্বারা নিবারিত হয়; বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাবের দুর্দ্দমনীয় বেগ ও শর্করা-নির্গম প্রতিরোধ করিতে ইহার অসাধারণ শক্তি, তবে এ ঔষধের একমাত্র দোষ এই যে ইহাতে অনেকের কোষ্ঠ-বদ্ধতা জন্মে, কিন্তু, সারক অনুপান দিলে, বা দু-চারি দিন সেবন দ্বারা অভ্যস্ত হইলে, উক্ত দোষ কাটিয়া যায়। অনুপান মোচার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, ইত্যাদি।

ক্ষার তৈল।—এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল, বধিরতা, কর্ণনাদ, পূযস্রাব ও ক্রিমি অতি সত্বর বিনষ্ট হয়। দাদ, খোস্ ও পাচড়ার উপরে এই তৈল লাগাইলে অতি শীঘ্র ভাল হয়।

ক্ষুধাবতী।—অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অক্ষুধা, অরুচি, ও অম্লপিত্তের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহাদ্বারা গুরুভোজনজনিত পেটফাঁপা, দুর্গন্ধ ঢেকুর, ভস্‌কা ভস্‌কা বাহ্যে বা তরলভেদ, পেটভার হইয়া থাকা, পেট-ব্যথা প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গ সত্বর বিদূরিত হয়। আহারের পূর্ব্বে ইহার একটী সেবন করিলে সদ্য ক্ষুধা জন্মে, এবং আহারের পরে সেবন করিলে ভুক্ত দ্রব্য অনায়াসে অল্প সময়ে পরিপাক পায়। ইহা গলা-বুক-পেট জ্বালা, গলার কাছে পুট্‌লী হইয়া থাকা, দুর্গন্ধ ঢেকুর, অম্লাস্বাদ যুক্ত বা কটু ঢেকুর উঠা, পেট-ব্যথা প্রভৃতি অম্লপিত্তের উপসর্গ নিবারণ করে।

অভাব মোচন ও অসুবিধা খণ্ডন।

অনেক নবশিক্ষিত কবিরাজ চিকিৎসা-ব্যবসায় করিবার প্রারম্ভে আয়ুর্ব্বেদ পুস্তক খুলিয়া এক একটী রোগের অজ্ঞাত-গুণাগুণ অথচ বহুবর্ণনাযুক্ত অসংখ্য ঔষধ দেখিতে পাইয়া ভাবিতে থাকেন—অল্পের মধ্যে আপাততঃ কোন্ কোন্ ঔষধ গুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ব্যবসায় চলিতে পারে ?

দ্বিতীয়তঃ, যে সমুদায় সাত্ত্বিক-স্বভাব সঙ্গতি-পন্ন ব্যক্তিগণ কতকগুলি দৃষ্টফল ঔষধ গৃহে রাখিয়া প্রত্যহ-সমাগত দরিদ্র রোগীদিগকে বিতরণ করতঃ মহাপুণ্য ও প্রাণের শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

তৃতীয়তঃ, বহুপোষ্য পরিবেষ্টিত গৃহস্থ ভদ্রলোকগণ যাঁহারা স্ব স্ব গৃহে অনেক সময়ে নানা প্রকার ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া সময়-অসময়ে নিজেকে বা পরিজনবর্গকে আকস্মিক রোগ-ভোগ হইতে নিষ্কৃতি দান করেন বা করিতে চান্।

পূর্ব্বোক্ত সেই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্য নিম্নে পচিশটী সদা ব্যবহৃত ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ-বিধি লিখিত হইল। (ঔষধগুলিও আশাতীত সহজ-লভ্য করা হইল)।

২৫টী অত্যাবশ্যক ঔষধ যথা—আনন্দ ভৈরব, কনকেশ্বর, কর্পূরেশ্বর, কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, চন্দনাদি লৌহ, চন্দ্রামৃত রস, বৃহচ্চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ, তারকেশ্বর, নবায়স লৌহ, নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস, নৃপবল্লভ, পঞ্চানন রস, পূর্ণচন্দ্র রস, বজ্রক্ষার,

বৃহৎ অগ্নিদীপক, মকরধ্বজ, মহালক্ষ্মীবিলাস, মহাশঙ্খবটী, মেহকুলান্তক, মৃত্যুঞ্জয়, শোণিতার্গল, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সহজ-বিরেচক, সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, স্বর্ণসত্ত্ব।

আনন্দ ভৈরব।

আমাশয় রোগ, অতিসার, জ্বরাতিসার, কাস ও নূতন বিষাক্ত মেহ-নাশক। আমাশয়ের প্রথমাবস্থায় যখন শরীরে একটু জ্বর-ভাব থাকে, তখন ইহা মুথার রস ও মধুর সহিত বা জীরা-ভাজার গুঁড়া ও মধুর সহিত দিলে বিশেষ উপকার হয়।—গরম ধাতু হইলে ইহার অনুপান চালুনি জল ও মধু। এই ঔষধ দু এক দিন দিয়াই 'কর্পূরেশ্বর' প্রভৃতি ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন। অপাক-জনিত নূতন অতিসারের প্রথমাবস্থায় বা সঞ্চিত গ্রহণী রোগে কিছুদিন কোষ্ঠ বদ্ধের পর তরল ভেদ হইতে থাকিলে প্রথম দিন বা তৎপর দিন নেবুর রস ও চিনির সহিত এই ঔষধ দিবেন, তারপর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি দিনে জল অথবা লেবুর রসের সহিত 'বৃহৎ অগ্নিদাপক' ব্যবস্থা করিবেন।

জ্বরাতিসারে এই ঔষধ প্রত্যক্ষ-ফল—অনুপান ১ রতি কর্পূর ও কিঞ্চিৎ তুলসী পাতার রস ও মধু, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে খাওয়াইলে দুই এক দিনের মধ্যেই জ্বরও কমে,—পেটের অবস্থাও ভাল হয়। এই ঔষধ জ্বরাতিসারে দুই-তিন-চারি দিন সেবন করিয়াও ফল না হইলে কনকসুন্দর

|বস্থা করিবেন। জ্বরাতিসার অতি প্রবল হইলে প্রথমেই কনকসুন্দর ব্যবস্থা করা উচিত।—অনুপান মুথার রস ও মধু। এই ঔষধ কাসরোগের প্রথমাবস্থায় আদার রস ও মধু বা পিপুল চূর্ণ ও মধু অনুপানে দিলে যথেষ্ট উপকার হয়, পুরাতন কাসে ইহা দিতে নাই। গণোরিয়া (বিষাক্ত মেহ) দুই, তিন বা চারি দিন মাত্র হইয়াছে, প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা পূঁয-পড়া অত্যন্ত আছে, শরীর জ্বর জ্বর—এরূপ অবস্থায় ১ রতি কর্পূর, /০ আনা কাবাবচিনি ও /০ ছটাক পুনর্ণবার (শেপুণের) রসের সহিত ইহা দিলে, দুবার সেবন করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। পুনর্ণবা না পাইলে বড়ীর সহিত ৵০ আনা বজক্ষার ও /০ ছটাক শীতল জল মিশাইয়া ব্যবহার কর্ত্তব্য। ২।৩ দিন এই বটী সেবনান্তে জ্বালা যন্ত্রণা, জ্বর-ভাব একটু কমিলে পরে মেহকুলান্তক ব্যবস্থা করিবেন, পরে তারকেশ্বর দিবেন, যখন আদৌ জ্বালা যন্ত্রণা না থাকিবে, তখন পূর্ণচন্দ্ররস ব্যবস্থা কর্ত্তব্য—অনুপান যজ্ঞ-ডুমুরের রস ও মধু।

কর্পূরেশ্বর।

আমাশয়, অতিসার, গ্রহণী, ওলাওঠা প্রভৃতি রোগের তরলভেদ ইহাদ্বারা আশু নিবারিত হয়, এই ঔষধ কিছু বেশী ধারক, সুতরাং আবশ্যকমত ১টী ২টী বা ৩টী ব্যবহার করিয়াই দাস্ত বন্ধ হইলে বা একটু কমিলে আর ইহা প্রয়োগ করা উচিত নয়। আমাশয় রোগে দিনে 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর' ২।৩ বার দিয়া রাত্রে এই ঔষধ দিলে আর রাত্রে বাহের বেগে ঘুম

ভাঙ্গিয়া পুনঃ পুনঃ উঠিতে হয় না—আমাশয়ে ইহার অনুপান কাঁচা বেলপোড়া ও চিনি বা থানকুনির (থুলকুড়ী) রস। আহারের দোষে অজীর্ণ হইলে যখন প্রথমে ভস্‌কা ভস্‌কা বাহ্যের সহিত অর্দ্ধজীর্ণ ভুক্তবস্তু গুলি বাহির হইয়া গিয়া পরে পাতলা দাস্ত হইতে থাকে তখন মলরোধের জন্য এই কর্পূরেশ্বর চালুনি জলের সহিত প্রয়োগ করিবেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভস্‌কা ভস্‌কা-বাহ্যের অবস্থায় নেবুর রসের সহিত বা কেবল জলের সহিত অগ্নিদীপক দেওয়া আবশ্যক। রক্তাতিসারে এই ঔষধের দ্বারা আশ্চর্য্য উপকার দর্শায়,—তখন ইহার অনুপান কুড়চীর ক্বাথ, কুক্‌সিমার (কুকুর-শোঁকার) রস, ডালিমপাতার রস বা দুর্ব্বার রস ইত্যাদি। জ্বরাতিসারে কনকসুন্দরের দ্বারা ভেদবন্ধ না হইলে দু-একবার কনকসুন্দরের সহিত আধখানা কর্পূরেশ্বর মিশাইয়া দিবেন। ওলাওঠা রোগের প্রথমেই মহাশঙ্খবটী পরে নৃপবল্লভ, তৎপরে জলবৎ মল নিবারণের জন্য কর্পূরেশ্বর ব্যবস্থা করিলে শতকরা ৭০টী বাঁচিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ

উন্মাদ, হিষ্টিরিয়া, মূর্চ্ছা, মৃগী, মস্তিষ্কের উত্তাপ, বুক-ধড়ফড়, নানা স্নায়বিক রোগ (নার্ভাস ডেবিলেটী) নাশক ও বল কর—অনুপান শতমূলীর রস ও মধু, ত্রিফলার জল ও মধু। "কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ" মধুর সহিত মাড়িয়া খাইয়া পরক্ষণেই ।০ পোয়া বা ।।০ সের ধারোষ্ণদুগ্ধ পান করিলে মস্তিষ্কের ও দৃষ্টির শক্তি বর্দ্ধিত হয়, বায়ু-জনিত শিরোরোগ দূর হয় ও স্মরণ শক্তি তীক্ষ্ণ হয়।

এই ঔষধের সহিত ১ রতি বঙ্গভস্ম মিশাইয়া সেবন করিলে সোমনাথের ন্যায় নানা প্রকার কঠিন মেহ রোগ ও স্বপ্নদোষ আরোগ্য হয়। অনেকে চতুর্ম্মুখের নাম শুনিবা মাত্রেই ইহাকে "পাগলের ঔষধ" বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা মনে করেন, বস্তুতঃ ইহাতে ঠাণ্ডা-গরম কিছু নাই—স্নায়ু মণ্ডলীকে (বায়ুকে) প্রকৃতিস্থ করাই ইহার শক্তি; গরম অনুপান দিলে গরম হয়—ঠাণ্ডা অনুপান দিলে ঠাণ্ডা হয়। ইহা পক্ষাঘাতের সূচনাযুক্ত ঝিন্ ঝিনিবাতে প্রত্যক্ষ উপকারী, অনুপান আদার রস ও সৈন্ধব চূর্ণ।

চন্দনাদি লৌহ।

জীর্ণজ্বর, পিত্তাশ্রিত জ্বর, মেহজ্বর, প্রদর ঘটিত জ্বর, রক্তপিত্তের জ্বর দূর করে। যকৃৎ-প্লীহা নাই বা আছে কিন্তু বেশী বড় নয়, বৈকালে একটু সামান্য জ্বর হয়, শরীর ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে, শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা, হাত-পা-চক্ষু জ্বালা করে, এরূপ জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ—অনুপান আদা ও সিউলীপাতার (শেফালিকা) রস ও মধু বা একটী ঘুস্ড়া, এই পুস্তকে ৪২ পৃষ্ঠায় 'জীর্ণজ্বর' দেখুন। শুদ্ধ 'চন্দনাদি লৌহে' উক্ত প্রকার জ্বর ১০।১৫ দিনের মধ্যে না কমিলে প্রাতে উহার সহিত আধরতি স্বর্ণসত্ত্ব দিয়া বৈকালে একটি মৃত্যুঞ্জয় দিবেন। চন্দনাদি লৌহে কার্য্যসিদ্ধি না হইলে 'সর্ব্বজ্বর হর লৌহ' ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। মেহ ও প্রদর ঘটিত জ্বরে চন্দনাদি লৌহের অনুপান গুলঞ্চের রস বা গ্যাঁদাপাতার রস ও মধু।

চন্দ্রামৃত রস।

কাস, অল্পজ্বরযুক্ত কাস, শ্বাসকাস, শিশুর আক্ষেপ-যুক্ত কাস (ঘুংড়ী) ও যক্ষ্মার কাস উপশম করে, এই ঔষধ কফ তরল করিয়া উঠাইয়া দেয়, ('লক্ষ্মী বিলাস' কফকে ভিতরে ভিতরে শুকাইয়া ফেলে) আদার রস ও মধু দিয়া বা কর্পূর ও মধু দিয়া দুবেলা দুটী "চন্দ্রামৃত" দিলে সত্বর কাস রোগ উপশমিত হয়। শ্বাসের ভাবযুক্ত কাস রোগে বা শ্বাস রোগীর কাসরোগে ইহার অনুপান কর্পূর ও মধু, জ্বরে কাস উপসর্গ থাকিলে দুই তিনটা চন্দ্রামৃত রস ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও মধুর সহিত অথবা শুধু মধুর সহিত গুলিয়া পাথর বাটীতে রাখিয়া দিবেন, রোগী মধ্যে মধ্যে কাস-বেগের সময় উহা একটু একটু চাটিয়া খাইবে। এই বড়ীর এক মটর প্রমাণ দুই-তিন সর্ষপ হিং ও দুই-তিন সর্ষপ কর্পূরের সহিত খাওয়াইলে শিশুর ঘুংড়ী কাসি ভাল হয়। কাসের সহিত অজীর্ণ বা গ্রহণী থাকিলে অজীর্ণ-গ্রহণীর জন্য প্রায়ই অন্য ঔষধ দিতে হয় না, ইহাতেই উভয় রোগ আরোগ্য হয়।

চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ (বৃহৎ)

ধাতু দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্ব হানি, কফজ মেহ নাশক, বল-বীর্য্য জনক ও উত্তেজক, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় জনিত যে শুক্রতা-রল্য জন্মে তাহার পরিণামে শিশ্নের শৈথিল্য উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা উপশমিত হয়—অনুপান আলকুশী বীজ চূর্ণ /০ আনা, ঘৃত ।০ আনা ও মধু ৵০ আনা অথবা অশ্বগন্ধার মুল-

চূর্ণ ৴৹ আনা, মাখন ১ ভরি ও মিশ্রী ৷৷০ আনা, কফ প্রধান ব্যক্তির মেহ রোগ হইলে বা কাহারও কফ জনিত মেহ রোগ জন্মিলে ইহা প্রয়োগ কর্ত্তব্য—অনুপান যজ্ঞ ডুমুরের রস ও মধু। এই ঔষধ কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, সুতরাং সহ্য না হইলে শত মূলীর রস, কাঁচা আমলকীর রস, ত্রিফলার জল, ঘৃতকুমারীর রস প্রভৃতি শীতল অনুপান দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন রূপ শুক্রদোষ নাও থাকে, অথচ শরীর ম্যাজ্ মেজে অল্প ঠাণ্ডাতেই সর্দ্দি হয়, শরীর শিথিল, স্ফূর্ত্তিশূন্য ও দুর্ব্বল হয় তবে শরীরটী সতেজ করিতে ইহার যথেষ্ট ক্ষমতা—অনুপান ঘৃত-মধু (ঘৃত অপেক্ষা মধু কম) সাঁচিপানের রস ও মধু, অথবা শুধু মধু। ইহা যক্ষ্মা-রোগের ভাল ঔষধ, বিশেষতঃ যক্ষ্মা-রোগীর মলভঙ্গ (তরল ভেদ) হইলে ইহার তুল্য উপকারী ঔষধ প্রায় দেখা যায় না। বহু-মূত্র রোগীর শরীর ম্যাজ্‌মেজে হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

তারকেশ্বর।

এই ঔষধের বিবরণ পূর্ব্বে আংশিক লিখিত হইয়াছে, পুনরায় অবশিষ্ট কথা লিখিত হইল;—এই ঔষধ নানা মেহ, বহুমূত্র ও শ্বেত প্রদর নাশক। অনিয়মিত শুক্রক্ষয় জন্য শুক্রমেহে ইহার অনুপান মাখন-মিশ্রী, কাঁচা আমলকীর রস ও মধু বা শুষ্ক আমলকী চূর্ণ ও মধু; মেহ রোগে অনুপান গঁদভিজান জল ও মধু, ঘৃতকুমারীর রস ও মধু, কাঁচা আমলকীর রস ও মধু ইত্যাদি, পুরাতন মেহ-রোগে যদি মধ্যে মধ্যে জ্বালা হয়, তবে ইহার অনুপান পাথর কুচা পাতার রস

ও পরিষ্কার চিনি, কাঁচা হলুদের রস ও মধু, ঘৃমকুমারীর রস ও মধু ইত্যাদি দিবেন। ইহা বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকারী— অনুপান জামের বীচির গুড়া-মধু, যজ্ঞডুমুরের বীচির গুঁড়া-মধু, কলার মোচার রস—মধু, তেলাকুচার মূলের রস-মধু ইত্যাদি, নূতন প্রমেহ রোগে এই ঔষধ নিষিদ্ধ। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের যে"তারকেশ্বর রস" আছে তাহা ভিন্ন।

নবায়স লৌহ।

যকৃদ্দোষ, পাণ্ডু, জীর্ণজ্বর, বাতরক্ত ও মেহ নাশক। চিরতা, দারু-হরিদ্রা (হলুদ্-বর্ণ-কাষ্ঠের মত, বেণে দোকানে পাইবেন) ও হরিতকী সিদ্ধ করিয়া তাহাতে ৩০।৫০ ফোটা কাঁচা পেপের আঠা দিয়া এই বড়ীর সহিত সেবন করিলে যকৃতের দোষ ও তজ্জনিত রক্তহীনতা, বা চক্ষু-মূত্রাদির হরিদ্রাবর্ণ নিবারিত হয়। পাণ্ডু বা কামলা (জণ্ডিস্) রোগের সহিত হাত-পা ফোলা থাকিলে ইহার পুনর্ণবাষ্টক পাচন অনুপান করিবেন। (এই পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠা দেখুন্) ধনে ও পল্‌তা অথবা ধনে ও গুলঞ্চের কাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে পুরাতন জীর্ণজ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

বাত রক্ত রোগে (অর্থাৎ রক্ত খারাপ হইয়া শরীরে নানা প্রকার চিহ্ন বা ক্ষত অথবা ঝিন্ ঝিনি হইলে) এই ঔষধ গুলঞ্চের পালোর সহিত সেবন করিলে গুড়ুচ্যাদি লৌহের তুল্য উপকার করে।

মেহ রোগের বিড়ঙ্গাদি লৌহ নামক ঔষধের উপকরণ প্রায় এই ঔষধের ন্যায়, সুতরাং ইহা দ্বারা মেহও উপশমিত

হয়। মেহরোগে যকৃতের দোষ বুঝা গেলে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কোনও পুরাতন রোগে বহুদিন ভুগিয়া রোগী রক্তহীন হইয়া পড়িলে ইহা দ্বারা রক্তবৃদ্ধি হয় ও রক্তের কণিকা সমুদায় স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই ঔষধের সহিত আধরতি 'মকরধ্বজ' মিশাইয়া সেবন করিলে যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা ও তজ্জনিত হাত-পা-জ্বালা, কোষ্ঠশুদ্ধির গোলমাল, (অর্থাৎ কখন কোষ্ঠবদ্ধ কখন তরল ভেদ) শরীরের বিবর্ণতা (ফ্যাকাশে রং) অকারণ অবসন্নতা বা বিমর্ষ-ভাব ইত্যাদি উপসর্গ দূরীভূত হয়। বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপান দিলে ইহা অম্লপিত্তেও উপকারী হয়। আজকাল বহুমূত্ররোগীদিগের প্রস্রাবের সহিত যে ওজোধাতুর ক্ষয় (ব্রাইট্‌স্ ডিজিস্ আল্‌বুমেন-যুরিয়া) হয় তাহা এই ঔষধের দ্বারা নিবারিত হয়—অনুপান কচি সিমুলের মূলের রস বা গুলঞ্চের রস ও মধু।

নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস।

শ্লেষ্ম ও বাত শ্লেষ্ম-ঘটিত বহুবিধ রোগ নাশক। মাথা ভার, হাত পা-কামড়ানি, শরীর অত্যন্ত অবসন্ন, মাথাব্যথা, মুখের মধ্যে আঠা আঠা, বা মুখ দিয়া জল উঠিতেছে, সর্দ্দিতে নাক বন্ধ, চক্ষু-মুখ ঈষৎ ফোলা-ফোলা অথচ জ্বরের বেগ খুব বেশী নয় এরূপ জ্বরে ইহা সদ্য ফল প্রদ—অনুপান আদার রস ও মধু। সাধারণ সর্দ্দিতে পান দিয়া একটী চিবাইয়া খাইলে শীঘ্রই শরীর স্বচ্ছন্দ হয়; বিনা জ্বরেও যদি মাথা ভার বা মাথা কামড়ানি থাকে তখনও ইহা প্রয়োগ করিবেন। ইহা শ্লেষ্ম-বহুল কাস রোগের উৎকৃষ্ট

ঔষধ ইহাতে সত্বর শ্লেষ্মা শুকাইয়া যায় ও আর জমিতে পারে না—অনুপান আদার রস বা পানের রস ও মধু, শ্লেষ্মার জন্যে বুকে ব্যথা হইলে ইহাতে উপশমিত হয়। ফোলা যুক্ত বা ব্যথা-যুক্ত কিম্বা ফোলা ও ব্যথা এই উভয় যুক্ত যে কোনও রোগ হউক (যথা গোদ, কোষ বৃদ্ধি, গণ্ড মালা, কর্ণ মূলের শোথ, গ্রন্থিবাত প্রভৃতি) ইহা দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। মুথার রসের সহিত দিলে ইহা জ্বরাতিসারে উপকার দর্শায়। স্থতিকা-জ্বরের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ—এক বেলা এই ঔষধ, অন্য বেলা 'চন্দনাদি লৌহ' ব্যবস্থা হইতে পারে।

নৃপ-বল্লভ।

অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অতিসার ও ওলাউঠা নাশক। পেট ফাঁপিয়া দাস্ত হয়, পেটে ব্যথা, কামড়ানি, মলের সহিত আম পড়ে, ভস্‌কা ভস্‌কা বাহ্যে হয়, বা শব্দের সহিত হুড় হুড় করিয়া নামে এরূপ অজীর্ণ-রোগে ইহার তুল্য ঔষধ নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না. এই ঔষধ রোগের প্রথম দিনেই না দিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিনে, বা তৎপরে দিলে অধিক উপকারী হয়, প্রথম দিনে 'আনন্দ-ভৈরব' দিবেন—'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর' দিলেও হয়। শূল রোগীর তরল ভেদ থাকিলে ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধ-যুক্ত শূল রোগে ইহার একটী সারক অনুপান দিতে হয়, যথা—জঙ্গী হরিতকী ১ ভরি, মউরী ৸৹ আনা, সোনামুখী ।০ আনা, জল /॥০ সের শেষ /৹ ছটাক। পুরাতন জ্বরের সহিত পেট-ফাঁপা ও অতিসার থাকিলে এই ঔষধে বেশ ফল দর্শায়। আমাশয়

রোগের প্রথমাবস্থা কাটিয়া যাওয়ার পর এই ঔষধ দিলে অতি-শীঘ্র মল বাঁধে, পেটের ভার বা কামড়ানি যায় ও শরীর স্বচ্ছন্দ হয়, অনুপান জল, গন্ধভাদালের রস, আমরুলের রস বা নেবুর রস। কর্পূরের জল অনুপানে এই ঔষধ ওলাউঠা রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক। রেণুক (গোল মরিচের মত, বেনে দোকানে পাইবেন) দারুচিনি ও হরিতকী সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথের সহিত দিলে ইহা বাধক-রোগেও উপকার করে।

পঞ্চানন রস।

প্রবল জ্বরে ইহার প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ইহা জ্বরের প্রচণ্ড উত্তাপ কমাইয়া দেয় ও রস পরিপাক করে। যকৃৎ প্লীহা-যুক্ত পুরাতন জ্বর-রোগীর প্রতিদিন যে ঘুস্-ঘুসে-জ্বর হয়, সেই জ্বর হঠাৎ বাড়িয়া প্রবল জ্বরে পরিণত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবেন, বাতরোগের সঙ্গে যে জ্বর হয় সে জ্বরে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। নব জ্বরে মৃত্যুঞ্জয় বটীতে ফল না হইলে এই ঔষধ দিবেন। ইহার অনুপান মধু, আদার রস-মধু বা কর্পূরের জল।

পূর্ণচন্দ্র রস।

এই ঔষধ বিশেষ-রূপে ক্ষয়নিবারক, তজ্জন্য বহু মূত্র, মেহ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়কারক রোগে বিলক্ষণ ফল দর্শায়। যজ্ঞডুমুরের বীচির গুড়া ও মধু অথবা ত্রিফলা চূর্ণ ও মধু অনু-পানে দিবসে দু তিন বার সেবন করিলে সত্বর বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাবের বার কমিয়া যায় ও পিপাসা-মাথা ঘুরা প্রভৃতি উপসর্গ

দূর হয়। পুরাতন মেহ রোগী ইহা ঘৃতকুমারীর রস—মধু, গঁদ ভিজান-জল ও মিশ্রী চূর্ণ প্রভৃতি অনুপানে সেবন করিবেন। মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য, ধাতুক্ষীণতা, স্মৃতিশক্তি হীনতা, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ দৃষ্ট-ফল। প্রস্রাবের সহিত "ফস্ফেট্" নির্গত হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়—অনুপান ত্রিফলার জল বা কাঁচা আমলকীর রস।

বজ্র ক্ষার।

পেট গরম, পেট ফাঁপা, পেট জ্বালা, বমি, গা বমি-বমি, অজীর্ণ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হিক্কা, অম্লপিত্ত, শূল, দম্‌কা ভেদ, আমাশয়, প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, শোথ উদরী ও বাত-কাস নাশক। বিবেচনামত ব্যবহার করিতে পারিলে এই সহজ ঔষধটী হইতে নানা প্রকার আশাতীত উপকার পাওয়া যায়। ইহার অনুপান পেট-গরমে, পেট ফাঁপায় ও পেট জ্বালায় শুধু শীতল জল, বমি বা গা-বমি বমিতে কাঁচা আমলকীর রস বা শুষ্ক আমলকী ও ধনে-ভিজার জল, অজীর্ণে নেবুর রস, মূত্রকৃচ্ছ্রে গোক্ষুর ভিজান জল বা পুনর্নবার রস, হিক্কায় মুড়ি ভিজান জল, ডাবের জল, বা কলার শিকড়ের রস, অম্লপিত্তে কাঁচা আমলকীর রস ও চূণের জল বা আদার রসের সহিত মিশ্রিত নেবুর রস, শূলে হিংচূর্ণ ও ত্রিফলার জল বা শুধু গরম জল, দম্‌কা ভেদে চূণের জলের সহিত মিশ্রিত মউরী-ভিজান জল, কর্পূরের জল বা শুধু নেবুর রস, আমাশয়ে শুঁঠ-চূর্ণ ও আমরুলের রস, প্লীহা যকৃতে হিং চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ, কাঁচা-পেপের আঠা ও জল, কামলায় (ন্যাবা রোগে) পলতা ও কাঁচা হলুদ একত্রে ছেঁচিয়া সেই রস, শোথ

ও উদরীতে রেচক ও প্রস্রাব-কারক একটা পাচন, বায়ু জনিত উৎকাশীতে আদার রস, কর্পূরের জল বা গরম জল। পেট গরম হইয়া সদ্দি হইলে ইহা দ্বারা উপশমিত হয়। পরিমাণ ৩ রতি হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত।

বৃহৎ অগ্নিদীপক।

এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ও ক্ষুধাজনক; ইহাতে অজীর্ণ, অতিসার, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া, অম্লপিত্ত, পেট-ব্যথা, পেট-ঘুট-ঘুট করা, পেট ফাঁপা, যকৃতের পীড়া, গলা-বুক-পেট জ্বালা ও আমাশয় রোগ প্রভৃতি দূরীভূত হয়। ইহার সাধারণ অনুপান জলের-সহিত-মিশ্রিত লেবুর রস, কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে জঙ্গী হরীতকীর ক্বাথ বা ত্রিফলার জল। ইহা পাকস্থলীর শক্তিবৰ্দ্ধক ও মৃদুবীর্য্য সুতরাং না ভাবিয়া-চিন্তিয়াও সর্ব্বাবস্থায় নির্ভয়ে এই ঔষধ ব্যবহার করুন্ নিশ্চয়ই কোন না কোন উপকার হইবে। অন্য কোন রোগের প্রভাবে ক্ষুধা নষ্ট হইলেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধ আটভাগের একভাগ বা ষোলভাগের একভাগ জলের সহিত দুবার দিয়া একবার কাল মেঘের রসের সহিত অত্যল্প পরিমাণ মকরধ্বজ দিলে শিশুর যকৃৎ-পীড়া আরোগ্য হয়।

মকরধ্বজ।

এমন রোগ নাই যে অনুপান বিশেষে এই মহৌষধের দ্বারা আরোগ্য না হয়, ইহা নিজে কেবল পরিবর্ত্তক (অল্টা-রেটিভ্) ও স্নায়বিক-বলকর (নার্ভাইন্ টনিক) কিন্তু যে অনু-পানের সহিত ব্যবহৃত হয় সেই অনুপানের শক্তিকে অনেক গুণ

বাড়াইয়া দেওয়াই ইহার কার্য্য; যেমন পল্‌তার রস পিত্ত নাশক, কিন্তু এই পল্‌তার রস মকরধ্বজ-সংযোগে আরোই পিত্তনাশক হয়; আদার রস কফনাশক, পরন্তু আদার রসে মকরধ্বজ মিশ্রিত হইলে উহার কফনাশক-শক্তি আরো প্রবল হইয়া উঠে। ইহা বায়ু পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের শান্তি কারক; বিবেচনা পূর্ব্বক উত্তম অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে এই ঔষধের মাহাত্ম্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়! অনেকে মনে করেন মকরধ্বজ গরম জিনিস, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ইহার নরম-গরম অবস্থা অনুপানের উপরে নির্ভর করে, তাই কফরোগী ও উন্মাদরোগী উভয়েই ইহা দ্বারা সমান উপকার পায়।

যে স্থলে রোগটী চিনিতে না পারা যায়, অথচ শীঘ্র ঔষধ না দিলে রোগবৃদ্ধির আশঙ্কা, সেস্থলে সর্ব্বাগ্রে মকরধ্বজ দিয়া ক্রমে চিন্তাপূর্ব্বক যথাযোগ্য ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন। নিম্নে ইহার কতকগুলি অনুপান লিখিত হইলঃ—

নবজ্বরে—আদাররস ও মধু, তুলসীপাতার রস ও মধু।

পুরাতনজ্বরে—চিরতার জল, সিউলী পাতার রস-মধু, ঘুস্‌ড়া, ভার্গ্যাদি বা দাস্ব্যাদি পাচন।

অজীর্ণে—হিং, সৈন্ধব ও মুথার রস, মউরী-ভিজান জলের সহিত চূণের জল।

আমাশয়রোগে—বেলশুঁঠের কাথ, গন্ধভাদালের রস, মুথার রস, আমরুলের রস।

রক্তামাশয়ে—থুলকুড়ীর রস, কুক্‌সিমার (কুকুরশোঁকা) রস, ডালিম পাতার রস, কুটজের (কুড়চী) কাথ।

অম্লপিত্তে—নালতে, ধনে ও আমলকী-ভিজার জল, কাঁচা আমলকীর রস, ডাবের জল ও পেঁপের আঠা, চূণের জল।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুতে—মউরী ও ত্রিফলার জল।

অর্শে—মাথন-মিশ্রি ও ওলকচু চূর্ণ, ত্রিফলার জল, (রক্তার্শে) আয়াপানার রস বা দূর্ব্বার রস।

হাত-পা জ্বালায়—ধনে-পল্‌তার ক্বাথ বা গুলঞ্চের রস।

স্বরভঙ্গে—বচচূর্ণ-মধু, ব্রহ্মীশাকের রস, ঘৃত-মধু-গোল-মরিচ চূর্ণ।

কাসরোগে—আদার রস-মধু, পিপুলচূর্ণ-মধু।

রক্তপ্রদরে—আয়াপানার রস, জবাফুলের রস, দূর্ব্বার রস।

শ্বেতপ্রদরে—গাঁদা-পাতার রস, ধাইফুল ও কৃষ্ণতিল বাটা।

মেহরোগে—যজ্ঞডুমুরের রস, কাঁচা আমলকীর রস, গঁদভিজান জল, গ্যাঁদাপাতার রস।

শুক্রমেহে—কচি শিমূলের রস ও মধু।

ধাতু দৌর্ব্বল্যে—আলকুশী-বীজচূর্ণ-মধু, সালিম মিশ্রি চূর্ণ ও উষ্ণ দুগ্ধ, ঘৃত-মধু ও দুগ্ধ, অশ্বগন্ধাচূর্ণ তালের মিশ্রি ও মাথন।

উন্মাদ ও মূর্চ্ছায়—ত্রিফলার জল, শতমূলীর রস, ধারোষ্ণ দুগ্ধ।

বহুমূত্রে—যজ্ঞডুমুরের বীচির গুঁড়া ও মধু, জামের বীজচূর্ণ মধু।

যক্ষ্মায়—লাক্ষা ও বাসকের ক্বাথ, বা ছাগ-ঘৃত-পিপুল-চূর্ণ ও মধু।

রক্তপিত্তে—আয়াপানার রস,ডালিম ফুলের রস, দূর্ব্বার রস-চিনি।

জ্বর-বিকারে—মৃগনাভি, কর্পূর ও মধু।

শিশুর জ্বরে—তুলসীপাতার রস-মধু অথবা শুধুই মধু।

শিশুর কাসরোগে—ময়ূর পুচ্ছভস্ম ও মধু বা বংশ-লোচনচূর্ণ-মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস।

যে যে রোগে নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস ব্যবস্থিত হইয়াছে প্রায় সেই সেই রোগের অপেক্ষাকৃত পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োজ্য ; অধিকন্তু পূর্ব্বটীর অপেক্ষা এইটী অধিক বলকর।

কাস, বাত, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিতবাত (মুখ বেঁকিয়া যাওয়া) কটীশূল, পৃষ্ঠশূল, বক্ষোবেদনা, মেদোরোগ, যক্ষ্মার জ্বর প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ইহা স্নায়ু উত্তেজক (নার্ভ-ষ্টিমুলেণ্ট) তজ্জন্য পক্ষাঘাত, ধ্বজভঙ্গ, অর্দ্দিতবাত প্রভৃতি রোগে স্নায়ুর জড়তা নিবারণ করিয়া স্থানিক রক্তসঞ্চরণ-ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করিতে ইহা প্রয়োগ করিবেন। পক্ষাঘাত রোগের প্রথমে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পরে বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার উপকরণ অনেকাংশে বাতগজেন্দ্রসিংহ নামক ঔষধের ন্যায়, এবং উক্ত ঔষধের ন্যায় বাতরোগে বিশেষ ফলদায়ক—অনুপান নিশিন্দা ও রসুনের রস, বেলপাতার

রস ও মধু বা রাস্নাষ্টক পাচন, (উক্তপাচন যথাঃ—রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদাল ফলের মজ্জা, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, পুনর্নবা ও শুঁঠ প্রত্যেক।০ আনা, জল ⁄॥০ সের, শেষ ⁄০ ছটাক) এই ঔষধের সহিত সিকিরতি লৌহভস্ম, ৩ রতি সৈন্ধব ও শেফালিকা পত্রের রস মিশাইয়া সেবন করিলে ইহা প্রায় জয়মঙ্গলরসের তুল্যগুণ হয়। শ্লেষ্মজ উন্মাদরোগে ইহা অত্যন্ত ফলদায়ক "উন্মাদ" দেখুন্।

মহাশঙ্খ বটী।

অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, পেটব্যথা, অতিসার, জ্বরাতিসার নাশক। লুচী, পোলাও, পিঠা প্রভৃতি গুরু পাক দ্রব্য ভোজনের জন্য পেট ফাঁপিয়া ভেদ হইতে আরম্ভ হইলে ইহা দ্বারা, শীতল জল অনুপানে, আশু উপশমিত হয়, অম্লপিত্ত রোগীর মধ্যে মধ্যে যে দম্‌কা ভেদ হয় তাহার ইহা উৎকৃষ্ট প্রতীকারক—অনুপান চূণের জল। ত্রিফলার জল সহ দিলে ইহাতে শূল রোগ উপশমিত হয়—আমরুল-রস অনুপানে ইহা আমশূলেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ জ্বরাতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ, অনুপান কর্পূরের জল, কনক সুন্দরের সঙ্গেসঙ্গে ব্যবস্থা করা যায়। ওলাউঠা রোগ প্রকাশ হইবামাত্র এই ঔষধ কর্পূরের জলের সহিত দিলে শত করা সত্তরটী রোগী বাঁচিয়া যাইতে পারে—এই ঔষধের সঙ্গে বা পরেই 'নৃপ বল্লভ' দিবেন, রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি প্রাতঃকালে ভেদ হয় বা আমাশয় হয়, তবে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধেই বেশী উপকার হইবে। ইহাতে পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

মেহ-কুলান্তক।

গণোরিয়া (বিষাক্ত মেহ) পুরাতন হইলে যখন মধ্যে মধ্যে প্রস্রাবকালে জ্বালা হয় ও প্রস্রাবের সহিত সূতার মত বা তুলা-পেজার মত পড়িতে থাকে, তখন ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। বাল্য-সুলভ কু-অভ্যাসের জন্য যদি ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অসামর্থ্য ইত্যাদি উপসর্গ হয় তাহা হইলেও ইহা দ্বারা বেশ ফল পওয়া যায়। আনন্দ ভৈরব দেখুন্।

মৃত্যুঞ্জয়।

ইহা নবজ্বরের একটী উৎকৃষ্ট প্রভাকারক। জ্বরের দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। জ্বরের রস-পাক করিয়া শরীর লঘু করিতে হইলে প্রাতে ও মধ্যাহ্নে এই বটী তুলসী পাতার রস-মধু বা শুধু মধুর সহিত দিয়া বৈকালে নারদীয় লক্ষ্মী বিলাস ব্যবস্থা করিবেন; মুখ-চোক লাল, রক্তাচ্ছন্নের ন্যায়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতি দ্রুত, গায়ের উত্তাপ বেশী, দাহ পিপাসা আছে,—নাড়ী অত্যন্ত চঞ্চল—এরূপ জ্বরে "মৃত্যুঞ্জয়" কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়—দিনে তিন বার বা চারি বার পর্য্যন্ত মধুর সহিত, কফের আধিক্য থাকিলে আদার রস ও মধুর সহিত মাড়িয়া দিবেন। পুরাতন জ্বর হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া প্রবল অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও এই ঔষধে উপকার হইয়া থাকে "মৃত্যুঞ্জয়" দু দিন, তিন দিন, চারি দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইয়া কোন ফল না হইলে 'পঞ্চানন রস' ব্যবস্থা

করিবেন—মধুর সহিত বা জলের সহিত দিনে দু-তিন বার। জ্বরে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে তাহার প্রতিবিধান নিশ্চয় করা আবশ্যক—দুষিত মল সঞ্চিত থাকিতে জ্বর প্রায় কিছুতেই যায় না; কিন্তু জ্বর হইবামাত্রই রেচক দেওয়া উচিত নয়, অন্ততঃ একটী দিন অপেক্ষা করিয়া রেচক দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা জ্বরের বৃদ্ধি বা জ্বরাতিসার হইতে পারে।

প্লীহা-যকৃৎ শূন্য পুরাতন জ্বরে মধু ও সিউলীপাতার রসের সহিত এই ঔষধ দিনে দু বার সেবন করিলে আরোগ্য হয়। আর যদি পুরাতন জ্বর-রোগীর প্লীহা বা যকৃৎ থাকে, তবে আদা, সিউলী পাতার রস সহ প্রাতে 'সর্ব্বজ্বর হর লৌহ' দিয়া বৈকালে পিপ্পল চূর্ণ ও পুরাতন গুড়ের সহিত "মৃত্যুঞ্জয়" দিবেন। অজীর্ণ ঘটিত জ্বরে ইহা নেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে বিশেষ ফল হয় এবং অতিরিক্ত দাহ, পিপাসা, বমি প্রভৃতি উপসর্গযুক্ত পিত্তজ্বরে ইহা পটোলের রস বা পলতার রস-মধুর সহিত দিবেন। জ্বর কমিবার সঙ্গে সঙ্গে "মৃত্যুঞ্জয়ের" মাত্রা কমান উচিত, অর্থাৎ ক্রমে চারি বারের স্থানে তিন বার, তিন বারের স্থানে দুইবার, দুইবারের স্থানে একবার, এক বটির স্থানে অর্দ্ধবটী করিতে হয়।

শোণিতার্গল।

রক্তাতিসার, রক্তার্শ, রক্তপিত্ত ও রক্ত প্রদর-নাশক। নাক-মুখ প্রভৃতি দেহের যে দ্বার দিয়াই রক্ত পড়ুক, ইহা দ্বারা অনুপান বিশেষে সর্ব্ব প্রকার রক্তই বন্ধ হয়। ইহা রক্তাতিসারে বিশেষ ফল দায়ক, যদি আমাশয় রোগ ব্যতীত প্রথম হইতেই মল-দ্বার দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে, তবে শুদ্ধ

এই ঔষধ দিনে তিন চারিবার চালুনি জল, দুর্ব্বার রস, ডালিম পাতার রস, আয়াপানার রস, কুকৃসিমার রস প্রভৃতি অনুপানে সেবন করা উচিত, আর যদি আমাশয় হইয়া পরে রক্তাতিসার জন্মে তবে "সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর" (পরে দেখুন্) দুই বার ও "শোণিতার্গল" দুইবার ব্যবস্থা করিবেন। যদি মল-দ্বার দিয়া শুধুই রক্ত পড়ে (যেমন অর্শের রক্ত বা রক্তপিত্তের রক্ত) এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকে তবে এই ঔষধ ত্রিফলার জল দিয়া দিলে অতি আশ্চর্য্য ফল দর্শায়। মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে ইহা বাসকপাতার রস বা আয়াপানার রস দিয়া দিবেন। এই ঔষধে রক্ত প্রদর (ঋতুকালীন অতিরিক্ত রক্তস্রাব) ও উপশমিত হয়—অনুপান চালুনি জল, ত্রিফলার জল, আমলকী ভিজান জল বা দুর্ব্বার রস ও ও মধু।

সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।

ইহা পাচক, ধারক (অত্যন্ত বেশী ধারক নয়) আমাশয়, অজীর্ণ ও রক্তাতিসার নাশক। ইহা একটি মৃদু-বীর্য্য সদা-ব্যবহৃত উপকারী ঔষধ; আমাশয় রোগে এরূপ ঔষধ দুর্লভ, কাঁচা বেলপোড়া ও ইক্ষু গুড় অথবা থুল কুড়ীর (থালকুনী) রস ও মধু অথবা জীরা ভাজার গুড়া ও মধুর সহিত দিনে তিন চারিটি বড়ী তিন ঘণ্টা অন্তর দিলে অতি শীঘ্র আমাশয় রোগ ভাল হয়, পেট গরম হইয়া আমাশয় হইলে (বা রোগীর ধাতু গরম হইলে) আমরুলের রস অনুপান দিবেন। এই ঔষধ বালকের ও স্ত্রীলোকের অজীর্ণ-আমাশয় রোগে বিশেষ উপকার করে। চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, সিকি ভাগ, এবং তাহার কমে

আট ভাগের এক ভাগ দিতে হইবে, পাঁচ বৎসর ও তদূর্দ্ধে অর্দ্ধ বটী দেওয়া উচিত। সূতিকা-গ্রহণীতে দুবার 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর' এবং একবার 'নৃপবল্লভ' ব্যবস্থা করিলে শীঘ্র উহা উপশমিত হয়। দুর্দ্দমনীয় আমাশয় রোগে "সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরের" সহিত কর্পূরেশ্বর দেওয়া উচিত।

সহজ-বিরেচক।

এই চূর্ণ এক আনা, দেড় আনা, দু আনা পর্য্যন্ত সম-পরিমাণ চিনির সহিত মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে ধাতু বিশেষে একটি, দুটি, তিনটী বা ততোধিক দাস্ত হইতে পারে। সাধারণ মাত্রা দেড় আনা বা ৮।৯ রতি; ওজন করা অসুবিধা হইলে, অনুমানে লইবেন, আট নয় রতি প্রায় ছোট চামচের আধচামচা হয়, কম-বেশী হইলে হানি নাই—ইহা অতি মৃদুবীর্য্য রেচক, শিশুকেও নির্ব্বিঘ্নে খাওয়ান যায়।

সর্ব্বজ্বরহর-লৌহ।

নানা প্রকার পুরাতন জ্বরের উৎকৃষ্ট প্রতীকারক; প্লীহা যকৃৎ থাকিলে কিম্বা না থাকিলেও ইহা ব্যবস্থা করিতে হয়; যদি প্লীহা (বা যকৃৎ) থাকে তবে প্লীহানাশক পাচন (৬১ পৃষ্ঠায় "প্লীহার" তৃতীয় মুষ্টিযোগ দেখুন) অনুপান করিলে ইহা দ্বারা অবশ্য উপকার হয়। রোগী প্রাতঃকালে ভাল থাকে, বৈকালে জ্বর আসে এরূপ অবস্থায় প্রাতে সর্ব্বজ্বর হরলৌহ আদা-সিউলীপাতার রস মধু বা শুধু সিউলীপাতার রস-মধুর সহিত এবং বৈকালে জ্বরের উপরে একটী "মৃত্যুঞ্জয়" মধুর

সহিত সেবন করাইলে উক্ত জ্বরে বেশী দিন ভুগিতে হয় না। "সর্ব্বজ্বর হর লৌহের" সহিত স্বর্ণসত্ত্ব যোগ করিলে আরো বেশী উপকার হয়। কিন্তু দু চারি দিন না দেখিয়া আগেই উহা যোগ করিবার আবশ্যক নাই।

স্বর্ণসত্ত্ব।

এই ঔষধ জ্বরের বিচ্ছেদাবস্থায় প্রয়োগ কবিতে হয়। যদি জ্বরের বিচ্ছেদ না থাকে তবে **"মৃত্যুঞ্জয়ের"** দ্বারা (তাহাতে না হইলে "পঞ্চানন রসের" দ্বারা) জ্বর ছাড়াইয়া লইতে হয়—দু, তিন, চারি দিন মৃত্যুঞ্জয়াদি প্রয়োগের পর যখন এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে সকালে রোগীর আদৌ জ্বর থাকে না বা অল্পমাত্র জ্বর থাকে, বৈকালে জ্বর ফোটে; তখন প্রাতঃকালে অর্দ্ধ বটী মৃত্যুঞ্জয় ও এক রতি "স্বর্ণসত্ব" একত্রে মধুর সহিত মাড়িয়া খাওয়াইয়া মধ্যাহ্নে একটী "মৃত্যুঞ্জয়" সন্ধ্যাকালে আর একটি "মৃত্যুঞ্জয়" তুলসীর রস মধু বা শুধু মধুর সহিত মাড়িয়া খাওয়াইবেন, এইরূপ দু চারি দিন করিলেই জ্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হইয়া যায়। উক্ত বিচ্ছেদ অবস্থায় স্বর্ণসত্ত্ব-মিশ্রিত "লক্ষ্মীবিলাস" দিলেও বেশ ফল পাওয়া যায়।

স্বর্ণসত্ত্ব কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও উৎকট চর্ম্ম রোগের উপশম কারক—অনুপান নিমপাতার রস। ইহা বাত রোগেও উপকার করে—অনুপান বেলপাতার রস ও মধু।

(আনন্দ ভৈরব হইতে স্বর্ণসত্ত্ব পর্য্যন্ত) ২৫ টি অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ যাঁহারা স্বয়ং প্রস্তুত করিতে না পারেন তাঁহা-

দের সুবিধার জন্য ঔষধ গুলি আমরা আশাতীত সুলভ মূল্যে দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি; কত সুলভ দেখুন;—

উক্ত পঁচিশটি ঔষধের মধ্যে কোনটার সাপ্তাহিক মূল্য ৷৷৹ আনা, কোনটার সাপ্তাহিক মূল্য ১৷৷৹ টাকা, কোনটার বা ৩৲ টাকা; গড়-পড়্তায় প্রত্যেকটির সাপ্তাহিক মূল্য ১৲ টাকা ধরা গেল; এক্ষণে দেখুন—প্রত্যেক প্রকার ঔষধ এক সপ্তাহের করিয়া ২৫ টি ঔষধের মূল্য ২৫৲ টাকা, এবং ঐ হিবাবে দশ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ২৫০৲ টাকা। উক্ত মূল্যের ষোল ভাগের এক ভাগ মূল্যে অর্থাৎ মাত্র ১৬৲ টাকায় উক্ত সমস্ত ঔষধ দিতে প্রস্তুত আছি। ঔষধ গুলি উত্তম কাগজের বাক্সে পুরিয়া দিয়া থাকি; যাঁহারা সুন্দর কাঠের বাক্সে কাচের শিশিতে পরিপাটি-পূর্ব্বক সাজাইয়া দিতে বলিবেন তাঁহাদিগকে আর ২৲ টাকা বেশী দিতে হইবে; অর্থাৎ শিশি-বাক্স সহিত মূল্য ১৮৲ টাকা, নতুবা ১৬৲ টাকা মাত্র।

এ বন্দোবস্ত বড় কম সুবিধাজনক নহে, যেহেতু—মফস্বলের নূতন ব্যবসায়ী, আনুষঙ্গিক ব্যবসায়ী (অর্থাৎ যাঁহারা শিক্ষকতা বা অন্য ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবসায় করেন) এবং স্বল্প সংগ্রহী কবিরাজগণ এই ঔষধ গুলির দ্বারা নির্ভাবনায় 'ব্যবসা' চালাইতে পারিবেন—এবং তাঁহারা এই ষোলটী টাকার ঔষধে শত শত টাকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন।

য়্যালোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যদি এই ঔষধ গুলি সঙ্গে রাখেন তাহা হইলে তাঁহাদের কোনও রোগী কখনই হাত-ছাড়া হইতে পারিবে না—যখন রোগ বিশেষে

তাঁহাদের নিজের ঔষধে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না তখন ইহা দ্বারা ফল দেখাইয়া 'পশার' রাখিতে পারিবেন।

পরন্তু সাধারণতঃ গৃহস্থ লোকের পক্ষে ২৫টী ঔষধ আবশ্যক নাই। সর্দ্দি, জ্বর, কাস, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটের ব্যারাম, আমাশয়, রক্তামাশয়, ওলাওঠা প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ সচরাচর হইয়া থাকে বা অকস্মাৎ হইয়া পড়ে তাহারই প্রতীকারোপায় নিজের হাতে থাকিলেই যথেষ্ট;—১০টী মাত্র ঔষধের সংগ্রহ থাকিলেই তাঁহাদের চলিতে পারে। ১০টী ঔষধ এই—

চন্দ্রামৃত রস, নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস, নৃপবল্লভ, বজ্রক্ষার, মহাশঙ্খবটী, মৃত্যুঞ্জয়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সহজবিরেচক, সর্ব্বজ্বর হর লৌহ, স্বর্ণসত্ত্ব।

উক্ত ১০টী ঔষধের বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সে বিবরণ, চিকিৎসাশাস্ত্রে যাঁহার একটু দৃষ্টি আছে, তাঁহার পক্ষে যদিও বিলক্ষণ কার্য্যকর হইবে, অনভিজ্ঞ গৃহস্থের পক্ষে উহা যথেষ্ট নাও হইতে পারে এই বিবেচনায় পুনরায় ঐ ১০টী ঔষধের প্রয়োগ রোগানুযায়িক প্রদর্শিত হইতেছে:—

সর্দ্দি।

সর্দ্দি হইলে প্রথম দু-এক দিন স্নান বন্ধ করিয়া পরে গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া অথবা শীতল জলে স্নান করা উচিত; সর্দ্দিতে অতিরিক্ত রুক্ষ-ক্রিয়া করিলে কফ বসিয়া গিয়া কাশি উপস্থিত হয়। প্রাতে অর্দ্ধবটী নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস মশলা-শূন্য পানের মধ্যে ভরিয়া অপর অর্দ্ধবটী বৈকালে ঐরূপে খালি

পানের মধ্যে ভরিয়া খাইলে শীঘ্র সর্দ্দি সারিয়া যায়। সর্দ্দি খুব বেশী হইলে তুচারি দিন পর্য্যন্ত প্রাতে একবটী ও বৈকালে একবটি আদার রস ও মধুর সহিত সেবন কর্ত্তব্য। ৮৩ পৃষ্ঠায় "সর্দ্দি" দেখুন।

জ্বর।

সর্দ্দি-ঘটিত ম্যাজ্‌-মেজে ভাবের জ্বর হইলে দু-এক দিন আদার রসের সহিত প্রাতে ও বৈকালে একটি করিয়া নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস সেবন করিলেই সারিয়া যায়। একটু প্রবল রকমের জ্বর হইলে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও বৈকালে এক একটি মৃত্যুঞ্জয় তুলসীপাতার রস ও মধুর সহিত মাড়িয়া খাওয়াইবেন। এইরূপ করিলে, দু-তিন-চারি দিনের মধ্যে অধিকাংশ স্থলে প্রাতঃকালে বেশ বিচ্ছেদ পাওয়া যায়—সেই সময়ে আধখানা 'মৃত্যুঞ্জয়' ও এক রতি 'স্বর্ণসত্ব' মধুর সহিত মাড়িয়া খাইতে দিবেন; অথবা কফের আধিক্য থাকিলে উক্ত বিচ্ছেদ অবস্থায় এক রতি 'স্বর্ণসত্বের' সহিত একটী 'নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস' মাড়িয়া খাওয়া উচিত; এবং ঐ সঙ্গে বৈকালে শুধুই একটী 'মৃত্যুঞ্জয়' মধুর সহিত দিবেন। তিন দিন হইতে সাত দিনের মধ্যে 'মৃত্যুঞ্জয়' ঔষধে ফল না পাইলে 'পঞ্চানন রস' ঐরূপে দিনে দুবার তিনবার দিয়া বিচ্ছেদ পাইলেই তৎকালে পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্যবস্থা করিবেন। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে অগ্রে সহজ-বিরেচক দিয়া সঞ্চিত মল নির্গত করা উচিত।

জ্বর সারিয়া গেলে বলাধানের জন্য কিছু দিন পর্য্যন্ত প্রাতে

একটী 'সর্ব্বজ্বরহর-লৌহ' মধু ও সিউলীপাতার রসের সহিত অথবা শুধু মধুর সহিত সেবন কর্ত্তব্য। বজ্রক্ষার দেখুন্।

১৫৬ পৃষ্ঠায় "মৃত্যুঞ্জয়" ১৬০ পৃষ্ঠায় "স্বর্ণতত্ব" ও ৪০ পৃষ্ঠায় "জ্বর" দেখুন।

কাস।

সামান্য রকমের কাসি হইলে ২৯ পৃষ্ঠার কোনও একটি মুষ্টিযোগ ব্যবহার করুন্, একটু বেশী হইলে প্রাতে একটি চন্দ্রামৃত রস এবং বৈকালে আর একটী ঐ বটী আদার রস ও মধুর সহিত অথবা শুধু মধুর সহিত সেবন কর্ত্তব্য—দিন কয়েক এইরূপ করিলেই কাস আরোগ্য হয়, খুব বেশী শ্লেষ্মা উঠিতেছে আর জমিতেছে, এরূপ অবস্থা হইলে প্রাতে নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস আদার রস মধুর সহিত ও বৈকালে চন্দ্রামৃত শুদ্ধ মধুর সহিত এবং রাত্রে পুনরায় নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস পুর্ব্বোক্ত অনুপানে দিবেন।

কোষ্ঠবদ্ধ।

সহজ-বিরেচক চূর্ণ /০ আনা বা দেড় আনা পরিমাণ অল্প চিনি ও গরম জলের সহিত প্রাতে সেবন করিলে ১টী বা ২টী দাস্ত হইয়া পেট পরিষ্কার হয়। কিম্বা রাত্রে শয়নকালে ৶০ পরিমাণ উক্ত চূর্ণ অল্প চিনি ও শীতলজলের সহিত সেবন করিলে প্রাতে দুটি একটি দাস্ত হইতে পারে, ২৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

পেটের ব্যারাম।

সামান্য রকমের উদরাময় হইলে এই পুস্তকের ১ম ও ২য় পৃষ্ঠার মুষ্টিযোগ ব্যবহার করুন। একটু বেশী হইবামাত্র

মহাশঙ্খ বটী চালুনী জলের সহিত বা নেবুর রসের সহিত দিনে ৩ বার ৪ বার সেবন কর্ত্তব্য। মহাশঙ্খ বটীতে দু এক দিনের মধ্যে ভেদ বন্ধ না হইলে নৃপবল্লভ ব্যবস্থা করিবেন, অনুপান কর্পূরের জল বা নেবুর রস। শেষোক্তবড়ী দু তিন দিন সেবন করিলেই উক্ত রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। সাধারণ উদরাময়ের সঙ্গে একটু আমের ভাব আছে বুঝা গেলে 'নৃপ-বল্লভের' সঙ্গে সঙ্গে দু তিন ঘণ্টা ফাঁকে একটি কি দুটি 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর' মুথার রস দিয়া দিলে ভাল হয়। বজ্রক্ষার দেখুন্।

আমাশয়।

সহজ রকমের হইলে ১৫ পৃষ্ঠার একটী মুষ্টিযোগ দিন্। নতুবা আমাশয় হইবার দ্বিতীয়দিনে মুথার রসের সহিত, জীরাভাজার গুঁড়া ও মধুর সহিত বা জীরাভিজান জলের সহিত দিনে তিনবার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যবস্থা করিবেন—ইহাতে অতি শীঘ্র আমাশয় ভাল হয়; অতিরিক্ত পেট-কামড়ানি থাকিলে ঐ ঔষধের সহিত তিন ঘণ্টা ফাঁকে একটি মাত্র 'নৃপবল্লভ' শীতল জলের সহিত দিলেই যথেষ্ট। এই রোগের সহিত জ্বর-ভাব বা অম্লের ভাব বুঝা গেলে দুবার "সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর" দুবার "মহাশঙ্খবটী" দিবেন। বজ্রক্ষার দেখুন্।

রক্তামাশয়।

রক্তামাশয়ের পক্ষে কুড়চির (কুটী) তুল্য ঔষধ আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; সেই কুড়চির ক্বাথের সহিত

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যবস্থা করিলে যে এই রোগ ভাল হইয়া যায় তাহাতে সন্দেহ কি? ১৭ পৃষ্ঠায় আমরক্তের যে সব মুষ্টিযোগ লিখিত হইয়াছে তাহাও অত্যন্ত ফলপ্রদ। তন্মধ্যে ১৭ পৃষ্ঠার শেষোক্ত পাচনটি "সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর" এর অনুপান করিলে চমৎকার হয়। যদি কুড়চি হঠাৎ না পাওয়া যায়, তবে আধ ছটাক ডালিমপাতার রস বা কচি পেয়ারা পাতার রস অথবা দুর্ব্বার রসের সহিত ঐ ঔষধ দিবেন। "আমরক্ত" দেখুন্।

ওলাওঠা।

এ রোগ হইবামাত্র মহাশঙ্খবটী কর্পূরের জলের সহিত এক দিন বা এক বেলমাত্র দিয়াই পরে চালুনি জলের সহিত নৃপবল্লভ ব্যবস্থা করিবেন। ২২ পৃষ্ঠায় "ওলাওঠা", ১৪৮ পৃষ্ঠায় "নৃপবল্লভ" ১৫৫ পৃ "মহাশঙ্খবটী" ও ১৫০ পৃ "বজ্রক্ষার" দেখুন্।

শেষোক্ত ১০টি ঔষধ আট সপ্তাহ পরিমাণের মূল্য ৮০ টাকা তৎস্থানে আমরা ৮৲টি মাত্র টাকা লইয়া দিতে প্রস্তুত আছি,—ঔষধ গুলি দিব্য কাঠের বাক্সে কাচের শিশিতে পরিপাটি-পূর্ব্বক সাজান আছে; একটি বাক্স কাছে থাকিলে গৃহস্থকে আর পদে পদে ডাক্তার কবিরাজের হাতে পড়িতে হইবে না, সামান্য ৮টি টাকার ব্যয়ে কতশত টাকা বাঁচিয়া যাইবে—কত লোকের জীবন রক্ষা হইবে! অতএব এমন আশাতীত সুবিধা পরিবার-বর্গ-বেষ্টিত গৃহস্থ ভদ্র লোকের কখনই ছাড়া উচিত নয়।

আজকাল ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথি-বাক্স রাখিতে দেখা যায়—ছেলে-পিলে ওয়ালা বাড়ীতে এ বন্দোবস্ত মন্দ নয়, কিন্তু ঐ বাক্সের স্থানে বা উহার সঙ্গে সঙ্গে একটি "আয়ুর্ব্বেদীয়

বাক্স” রাখিলে শত-গুণ অধিক উপকার পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই ; যেহেতু অনেক সময়ে হোমিওপ্যাথির লক্ষণ মিলাইতে মিলাইতে এদিকে রোগীর অবস্থা ক্রমে সংশয়াপন্ন হইয়া পড়ে,—লক্ষণ মিলাইতে না পারিলে হোমিওপ্যাথি ঔষধ থাকা না থাকা সমান।

কিন্তু কবিরাজী ঔষধের সে কথা নাই, আর্য্য ঋষি-কৃত এক একটি ঔষধ নানা উপকরণে প্রস্তুত, সুতরাং এক একটি ঔষধের বহুবিধ শক্তি—যেরূপে প্রয়োগ করুন্, কোন না কোন ফল অবশ্যই ফলিবে; তন্মধ্যে আবার আমাদের নির্ব্বাচিত ঔষধগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক মৃদুবীর্য্য, সুতরাং নাড়ীজ্ঞান থাকুক্ আর না থাকুক্, রোগের সহিত মোটামুটি মিল করিয়া প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট ফল পাওয়া যাইবে—অনিষ্ট হইবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই।

শিক্ষার্থীর প্রতি

চিকিৎসা-সঙ্কেত।

পাঁচটী, সাতটী, দশ-পনরটী বা ততোধিক বস্তু এক সঙ্গে মিশাইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় প্রত্যেক ঔষধই প্রস্তুত হয়। বড়ী ত বাঁধাই রহিয়াছে—কিন্তু রোগীর রোগবৃত্তান্ত শুনিয়া আবশ্যক মত উহার উপকরণের কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইলে উপায় কি? উপায় আছে—বিবেচনাপূর্ব্বক অনুপান ব্যবহার বা দুটি একটি নূতন উপকরণ সংযোগ। যথা—কোনও রোগের

জন্য একটী ঔষধ প্রয়োগ করা গেল, উহার অভ্যন্তরে ৭টী উপকরণ আছে, তন্মধ্যে ৪টী রোগের পক্ষে হিতকর, ২টী অনাবশ্যক, একটি উপকারী অথচ কিঞ্চিৎ বিরোধী, এবং আর একটি বস্তু উহার মধ্যে থাকিলে ভাল হইত। যে চারিটি হিতকর তাহার ত কথাই নাই, যে দুটি অনাবশ্যক তাহাতেও বেশী কিছু আপত্তি নাই, যেহেতু পিপাসাকালে জলের সহিত একটু মিশ্রী খাইলে কিছুই অনিষ্ট হয় না, এবং যেটি আংশিক বিরোধী, অনুপানের দ্বারা তাহাকে সপক্ষে আনিতে হয়—যেমন সারক অনুপান যোগে লৌহের সংকোচক-শক্তিকে নষ্ট করা, এবং যেটি অধিকন্তু থাকিলে ভাল হইত সেটিকে বুদ্ধি-বিচার পূর্ব্বক যোগ করা উচিত—যেমন জ্বররোগে ফুস্‌ফুস্-বিকৃতি অনুমিত হইলে (হিঙ্গুলেশ্বর প্রভৃতি) জ্বরনাশক ঔষধে অভ্রভস্ম যোগ করা।

ঔষধ প্রয়োগ কালে চিন্তা করা উচিত—কি ঔষধ দিতেছি? এ ঔষধে আছে কি কি জিনিস্? সেই প্রত্যেক জিনিসের কি গুণ? বাত পিত্তাদি ধাতুর সহিত তাহার কিরূপ সম্পর্ক? অথবা রোগীর শরীরস্থ কোন্ যন্ত্রের উপরে উক্ত প্রত্যেকটীর কিরূপ কার্য্যকারিতা? ঔষধের উপকরণ সর্ব্বদা তন্ন-তন্নরূপে স্মরণে রাখা উচিত—দ্রব্যগুণও অতি সূক্ষ্মরূপে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; নতুবা মেহ হইলেই মেহমুদ্গার, শূল হইলেই শূলান্তক, হৃদ্রোগ শুনিলেই অর্জ্জুন ঘৃত, বা যকৃৎ শুনিবামাত্র যকৃদরি-লৌহ ব্যবস্থা করা অন্ধ-চিকিৎসা ও বিড়ম্বনা মাত্র।

সমস্ত উদ্ভিজ্জাদির গুণাগুণ যখন অতি উত্তমরূপে আয়ত্ত হইয়া যাইবে, তখন শাস্ত্র-ব্যবস্থিত প্রয়োগ গুলি একটু প্রণিধান

পূর্ব্বক দেখিতে থাকিলে, একটী উপকরণের সহিত অন্যটির কি উদ্দেশ্যে যোগ হইল তাহা বুঝা যাইবে এবং তাহা বুঝা গেলে প্রয়োগ রচনা বিষয়ে (পাচনাদি ব্যবস্থা-করণে) স্বাধীনতা জন্মিবে—যুক্তি দ্বারা উপকরণ যোগ-বিয়োগ করিয়া ব্যবস্থাটিকে রোগীর ঠিক্ অবস্থা-যোগ্য করিয়া লইতে পারা যাইবে। নিম্নে দৃষ্টান্ত দেখ।

"তীব্রেণ কুষ্ঠেন পরীতদেহো, যঃ সোমরাজীং নিয়মেন খাদেৎ।
সম্বৎসরং কৃষ্ণতিল-দ্বিতীয়াং, স সোমরাজীং বপুষাতিশেতে॥"

অর্থাৎ কুষ্ঠ-বাতরক্ত রোগী এক বৎসর পর্য্যন্ত কৃষ্ণতিলের সহিত সোমরাজী ভক্ষণ করিলে আরোগ্য লাভ করে। এক্ষণে দেখ, বাতরক্ত রোগে বায়ুদ্বারা রক্ত দূষিত হয়; রক্ত ও পিত্ত সম-প্রকৃতিক, রক্ত ও পিত্তের একই চিকিৎসা—রক্তের চিকিৎসায় পিত্তের চিকিৎসা হয় এবং পিত্তের চিকিৎসায় রক্তের চিকিৎসা হয়। বাতরক্তকে প্রকারান্তরে "বাতপিত্ত রোগ" বলা যায়,—বাতরক্ত রোগে বায়ু ও পিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিতে হয়, তাই শাস্ত্রকার বিবেচনা পূর্ব্বক লিখিলেন—যঃ সোমরাজীং ইত্যাদি"—এস্থলে কৃষ্ণতিলের উদ্দেশ্য বায়ুদমন, সোমরাজীর উদ্দেশ্য পিত্তনাশন।

আবার অন্যত্র আয়ুর্ব্বেদকার লিখিয়াছেন—

"পটোল কটুকা ভীরু ত্রিফলামৃত সাধিতং।
ক্বাথং পীত্বা জয়েৎ জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতম্॥"

অর্থাৎ ত্রিফলা, শতমূলী, পল্‌তা ও গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত উপশমিত হয়; এস্থলেও ঐরূপ চিন্তা করিয়াই প্রয়োগটী স্থিরীকৃত হইয়াছে—ত্রিফলা ও শতমূলী বায়ুনাশক,

শতাবরী ও গুলঞ্চ পিত্তনাশক। বায়ুপিত্ত জনিত রোগে বায়ুনাশক ও পিত্তনাশক দ্রব্যের কেমন একত্র সমাধান হইয়াছে!

আবার দেখ, টাকের মুষ্টিযোগ সমুদায়ের মধ্যে লিখিত আছে—(১) চিতামূল ও যষ্টিমধু (২) তুঁতেভস্ম ও হিরাকস (৩) মানকচুর রস ও আমের আঁটির রস (৪) ভেলার আঠা ও কুঁচের শিকড়, একত্রে মস্তকোপরি লাগাইলে পুনরায় কেশোদ্গম হয়। উক্ত প্রয়োগ গুলি বুঝিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে যে, উহাদের একটি উপকরণ চর্ম্ম-উত্তেজক, অপরটী কেশোৎপাদক; টাকরোগে মস্তকের চর্ম্ম কঠিন, লোমকূপহীন ও মসৃণ হইয়া পড়ে, তজ্জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা। ঠিক যেন প্রথমে লাঙ্গল দিয়া, পরে বীজ-বপন; অন্যত্র স্পষ্টই লিখিত আছে—"ধুতরাফলের দ্বারা মস্তকের চর্ম্ম ঘর্ষণ করিয়া, পরে জবাফুলের কলি বাটিয়া দিবে।"

ঐরূপে একটি, দুটি, তিনটির আভ্যন্তরিক তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই চতুর্থটি তুমি স্বয়ং কল্পনা করিয়া লইতে পারিবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক ঔষধের উপকরণ বিষয়ে পরস্পর সাদৃশ্য আছে; ঔষধের নাম যাহাই হউক বা যে অধিকারেই থাকুক, তাহাতে কিছু বৈলক্ষণ্য হয় না, উহার অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক উপকরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োগ করিলে এ রোগের ঔষধ দ্বারা সে রোগ—সে রোগের ঔষধ দ্বারা এ রোগ আরোগ্য করা যায়। দুটি ঔষধ প্রায় তুল্য হইলে আবশ্যকমত দু একটি উপকরণ যোগাযোগ করিয়া সমান করিয়া লওয়া যায় যেমন;—বাজীকরণোক্ত মন্মথাভ্র রসের উপকরণ ঠিক যক্ষ্মাধিকারোক্ত বৃহচ্চন্দ্রামৃত রসের ন্যায়, সুতরাং "মন্মথাভ্ররস"

কেন যক্ষ্মারোগে প্রযুক্ত না হইবে অথবা "বৃহচ্চন্দ্রামৃতরস"ই বা কেন ধাতুদৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত না হইবে?

যক্ষ্মাধিকারোক্ত "যক্ষ্মারিলৌহের' উপকরণ স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, লৌহ, বিড়ঙ্গ ও হরিতকী এবং 'পূর্ণচন্দ্র রসের' উপকরণ রসসিন্দূর, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, লৌহ ও বিড়ঙ্গ। সুতরাং "যক্ষ্মারি লৌহের" সহিত রসসিন্দূর ও অভ্র যোগ করিয়া অনায়াসে শুক্র সম্বন্ধীয় রোগে প্রয়োগ করা যায়! আর 'পূর্ণচন্দ্র রস' ও যক্ষ্মা রোগে প্রয়োগ করা যাইবেই, যেহেতু অভ্রভস্ম কাস কুস্-রোগে বিলক্ষণ কার্য্যকারক, এবং রসসিন্দূর প্রায় সর্ব্ব রোগেই প্রযোজ্য। এই রূপে, জীর্ণ জ্বরোক্ত 'সর্ব্বতো ভদ্ররস' ও কাসাধিকারোক্ত 'সার্ব্বভৌম', শূলাধিকারোক্ত 'শূলবজ্রিনী' ও গ্রহণী অধিকারোক্ত 'নৃপবল্লভ', এবং কাসকুঠার ও জ্বরোক্ত মৃত্যুঞ্জয়ের উপকরণ পরস্পর প্রায়ই সমান। বাতরক্তের 'গুড়ুচ্যাদি লৌহ' মেহের "বিড়ঙ্গাদি লৌহ' এবং পাণ্ডু রোগের 'নবায়স লৌহ'—এই তিনের উপকরণ মধ্যে ও বেশী কিছু পার্থক্য নাই।—এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন রোগের ঔষধের মধ্যে যে যে স্থলে সামঞ্জস্য দেখা যায় তৎসমুদায় অনুসন্ধান পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিতে শিখিলে ক্রমে চিকিৎসা-কৌশল জন্মিবে। নিম্নে দুটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল;—

একটি দৃষ্টান্ত—হাওড়া পুরানসহরনিবাসী শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী, বয়স—১৮।১৯, রোগ এই প্রকারের—বাহ্যে তিন চারি দিন পরে এক দিন হয়, রোগিণী হঠাৎ মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠেন, শরীর ভয়ানক গরম, বেশী ঠাণ্ডা ও সহ্য হয় না—যেহেতু হাত-পা কামড়ানি আছে; হাঁচিতে বুকে ব্যথা লাগে, একটি দুটি হাঁচি হইয়াই মূর্চ্ছা আরম্ভ হয়,

মূর্চ্ছা অবস্থায় অল্পজ্ঞান থাকে, হাত পা ঠাণ্ডা হয়, শরীর ঘামিতে থাকে, স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে বুকের মধ্যে, উপর হইতে যেন দু তিন অঙ্গুলি নীচে, এক ভয়ানক অসহ্য বেদনা অনুভব করেন, বেদনায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে ও হাত-পা ছুড়িতে থাকেন, কোথাকার বস্ত্র কোথায় যায়, রোগিণী অতি উচ্চৈঃস্বরে এক অব্যক্ত চীৎকার করিতে থাকেন! এই রোগের ক্রমে হোমিও-প্যাথী, এলোপাথী ও কবিরাজী চিকিৎসা হইয়া যায়, কিছুতেই কিছু ফল হয় নাই। সর্ব্বশেষে চিকিৎসার্থ আমি আহূত হই। আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া সারক পাচনের সহিত তাঁহাকে এক প্রকার বড়ী দিলাম, যে বড়ীটির নাম শুনিলে কবিরাজ মাত্রেই বোধ হয় প্রয়োগকর্ত্তাকে গো-বৈদ্য বলিয়া বিদ্রূপ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। সেই বড়ীতেই দু সপ্তাহের মধ্যে রোগিণী আরোগ্য লাভ করিলেন। বড়ীটির নাম—নৃপবল্লভ! নৃপ-বল্লভ কিন্তু অজীর্ণ-গ্রহণী-আমাশয়ে ব্যবহার্য্য বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, তথাপি উহার মধ্যে যে লৌহ, হিং, গন্ধক, ছোট এলাচ প্রভৃতি মসলা এবং অন্যান্য উপকরণ আছে, পূর্ব্বোক্ত উপসর্গসমূহের উপরে সে সমস্ত উপকরণের কি কি কার্য্য-কারিতা আছে তাহা দ্রব্য-গুণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

আর একটী দৃষ্টান্ত—কলিকাতা অপর সার্কুলার রোডস্থিত বেঙ্গল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্‌ কোম্পানীর কর্ম্মাধ্যক্ষ, নাম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সিংহ, ইহাঁর পায়ে শ্লীপদ রোগ (গোদ) আংশিক প্রকাশ পায়; ... ... তজ্জন্য তিনি কলি-কাতার এক সুবিখ্যাতকবিরাজকে দেখান, কবিরাজ মহাশয়

তাঁহাকে নিত্যানন্দ রস ব্যবস্থা করেন; ইহাতে এক মাসের মধ্যে অতি সামান্য উপকার হয়। তৎপরে তিনি আমাদের নিকটে উপস্থিত হন, রোগ পরীক্ষান্তর আমি শিশি হইতে ৭টি বড়ী লইয়া তাঁহাকে দিলাম, রোগী জিজ্ঞাসা করিলেন—ঔষধের নাম কি? আমি বলিলাম নাম শুনিয়া আপনার কি হইবে? রোগ সারিলেই ত হইল! রোগী একথায় তৃপ্ত হইলেন না—স্বয়ং উঠিয়া শিশির গাত্রস্থ কাগজ পড়িয়া দেখিলেন লেখা আছে—বাত গজেন্দ্র সিংহ! রোগী দেখিয়া চমকিত হইলেন—সেকি! আমার ত বাত রোগ নয়! তখন আমি আর কি করি, বৈদ্যকগ্রন্থখানি খুলিয়া তাঁহাকে এইরূপে বুঝাইতে লাগিলাম—দেখুন গ্রন্থে এই লেখা আছে, এ ঔষধে এই কটি ধাতুদ্রব্য, আর এই কটা উদ্ভিদ্‌বস্তু; আপনার এই শ্লীপদ রোগে, এই ধাতু দ্রব্য গুলির এইরূপ শক্তি ও উদ্ভিজ্জগুলির এই শক্তি আছে, অতএব ঔষধের নাম বাতগজেন্দ্রই হউক, আর শ্বাসগজেন্দ্রই হউক, আপনার শরীরের আভ্যন্তরিক অবস্থা অনুসারে ঈদৃশ উপকরণ-সমষ্টিতে নিশ্চয় উপকার হইবে! এইরূপ কবিরাজী অন্যান্য অনেক ঔষধের উপকরণ বিষয়ে পরস্পর অনেকটা মিল আছে, কিন্তু নাম সম্পূর্ণই ভিন্ন ভিন্ন, ইহা বুঝিয়া ব্যবহার করিলে এক ঔষধে অনেক রোগ চিকিৎসা করা যায়। যাহা হউক ঐ বাতগজেন্দ্র সেবনেই রোগীর অল্পদিনেই বিশেষ উপকার হইল। ধন্য ঋষিকৃত ঔষধের সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি।

নাড়ী পরীক্ষা।

হৃৎপিণ্ড হইতে শোণিত-প্রবাহ বায়ু কর্ত্তৃক ধমনীর অভ্যন্তরে নিরন্তর সঞ্চালিত হইতেছে বলিয়া ধমনীতে যে বেগ বা প্রতিঘাত উপস্থিত হয় সেইটাই নাড়ীর গতি। হৃৎপিণ্ড নিশ্চল হইলে নাড়ীও নিশ্চল হইয়া পড়ে। দেহের যে যে স্থানে ধমনী মাংস-মধ্যে গভীর-রূপে প্রবিষ্ট নহে সেই স্থানের নাড়ী-দ্বারাও স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যায়,—পাদ-গ্রন্থির (পায়ের গাঁইট) নিম্নস্থ ও গলদেশের ধমনী দ্বারাও দেহের অবস্থা জানা যায়; কিন্তু অঙ্গুষ্ঠ-মূলের ধমনীই নাড়ী-পরীক্ষা-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

নাড়ীজ্ঞান অতি সহজে আয়ত্ত হইবার নহে; যেহেতু অন্যান্য কৌশলের ন্যায় ইহা মুখে বলিয়া শিখাইয়া দেওয়া যায় না। বহুকালাবধি অনেক লোকের নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা পারদর্শিতা জন্মে। নিম্নে কতকগুলি স্থূল সঙ্কেত মাত্র লিখিত হইল; রোগী পাইবা মাত্র আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমাগত নাড়ী দেখিতে থাকিলে ঐ গুলি হইতেই ক্রমে বিজ্ঞতা জন্মিবে ও বাড়িবে।

নাড়ী-পরীক্ষার সঙ্কেত।

হস্তের নাড়ী পরীক্ষা-কালে চিকিৎসক রোগীর মণিবন্ধ-স্থানে (অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির নীচে হাতের কব্জায়) আপনার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী (১) মধ্যমা (২) ও অনামিকা (৩)-নামক তিনটী অঙ্গুলি পর পর স্থাপন করিবেন, তাহা হইলেই নাড়ী

(১) বৃদ্ধাঙ্গুলির পরেই যে অঙ্গুলী (২) তর্জ্জনীর পরেই (৩) মধ্যমার পরেই।

যে ভাবে স্পন্দিত হইতেছে তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে। পুরুষের দক্ষিণ ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করিতে হয়। কিন্তু কাহারো স্বভাবতঃ বামহস্তে কাহারও বা দক্ষিণ হস্তে উহা প্রবল থাকে সুতরাং স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, রোগীর কেবল এক হস্ত দেখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত নহে, এক হস্ত মাত্র দেখিলে অনেক সময়ে ভ্রমে পড়িতে হয়। কোন কোন হৃষ্ট-পুষ্ট সুস্থকায় ব্যক্তির নাড়ী আপাততঃ বড় মৃদুগতি ও ক্ষীণ বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু তাই বলিয়াই তাঁহাকে দুর্ব্বল বা রুগ্ন জানিতে হইবে না—সেরূপ তাঁহার স্বাভাবিক।

সাধারণতঃ নাড়ী প্রাতঃকালে (কফের সময়) মৃদুগতি, মধ্যাহ্নে (পিত্তের সময়) চঞ্চল ও উষ্ণ এবং সন্ধ্যাকালে (বায়ুর সময়) নাড়ীর গতি অধিকতর তীব্র ভাবে স্পন্দিত হইয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায় যে ব্যক্তি-বিশেষে নাড়ীর উক্ত গতির তারতম্য হইয়া থাকে,—কফ-প্রধান ব্যক্তির নাড়ী মধ্যাহ্নে বা সন্ধ্যাকালে সমধিক স্পন্দিত হয় না এবং পিত্ত-প্রধান ব্যক্তির নাড়ী প্রাতঃকালেও তাদৃশ মৃদুগতি হয় না। এক মিনিটে বৃদ্ধের নাড়ী যতবার স্পন্দিত হয়, যুবার তদপেক্ষা বেশী বার স্পন্দিত হয়, আবার যুবার নাড়ী এক মিনিটে যতবার স্পন্দিত হয়, শিশুর নাড়ী তদপেক্ষা আরো বেশী বার স্পন্দিত হইয়া থাকে—ইহা স্বাভাবিক; অতএব রোগ পরীক্ষাকালে শিশুর গাত্রের বাহ্যিক উত্তাপ দেখিয়া যেন তাহার বিজ্বর-নাড়ীতে জ্বর ভ্রম না হয় অথবা বাহ্যিক উত্তাপের অভাববশতঃ বৃদ্ধের সজ্বর নাড়ীতেও 'জ্বর নাই' বলিয়া ভ্রম না

হয়। জ্বরের অবস্থায় শিশুর স্বভাব-চঞ্চল নাড়ী অত্যন্তই চঞ্চল হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য মতে সুস্থাবস্থায় শিশুর নাড়ীতে এক মিনিটে ১৩০ হইতে ১৪০ বার, যুবার এক মিনিটে ৭০ হইতে ৮০ বার এবং বৃদ্ধের এক মিনিটে ৫০ হইতে ৬৫ বার স্পন্দন হইয়া থাকে।

বাত-পিত্ত-কফানুসারে নাড়ীর গতি।

বায়ুর আধিক্যে নাড়ী জলৌকা (জোঁক) ও সর্পের ন্যায় বক্র, ক্রমিক-লম্ফমান, দোলায়িত-গতি ও কিঞ্চিৎ দ্রুত হয়, অর্থাৎ কখন জোঁকের ন্যায় সম্মুখদিকে টানিয়া টানিয়া চলিতে থাকে, কখন বা সাপের মত একবার এপাশে একবার ওপাশে যেন ঠেলিয়া ঠেলিয়া (স্বাভাবিক অপেক্ষা) ঈষৎ দ্রুত যায়। পিত্তের আধিক্যে নাড়ী কাক ও ভেকের ন্যায় অর্থাৎ ভয়প্রাপ্ত কাক ও ভেক যেমন শশব্যস্তভাবে ভূমির উপরে পিড়ক্-পিড়ক্ পিড়ক্ করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হয় তেমনি পিত্তের নাড়ী দ্রুত, চঞ্চল ও সূক্ষ্মভাবে কেবল সম্মুখ-টানে নাড়তে থাকে। কফের প্রকোপে নাড়ীর গতি হংস ও পারাবতের ন্যায় হয় অর্থাৎ ভারবাহী ব্যক্তি যেমন প্রতিপদে আপনাকে আপনি টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে, সেইরূপে শ্লেষ্মার নাড়ী ঈষৎ স্থূল, মৃদুগতি ও যেন ভারাক্রান্ত ভাবে স্পন্দিত হয়।

রোগানুযায়িক নাড়ীর গতি।

জ্বর হইলে নাড়ীর গতি স্বাভাবিক-অবস্থা অপেক্ষা উষ্ণ ও অধিকতর বেগশালী হয়। বাতজ্বরে নাড়ী ঈষদুষ্ণ, ঈষৎ-স্থূল, কঠিন (চাপ দিলে যেন নামিতে চায়না) দ্রুত ও দোলায়িত-

গতি হয়। পিত্তজ্বরে নাড়ী উষ্ণ, সূক্ষ্ম, অতিদ্রুত, সবল ও দীর্ঘ (অর্থাৎ বায়ু ও কফের নাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত) বলিয়া বোধ হয়। শ্লেষ্মজ্বরে নাড়ী উষ্ণতা-হীন, ধীরগতি ও কোমল-আবরণ-কর্তৃক-আবৃত-বৎ বোধ হয়। বাতপিত্তজ্বরে নাড়ী চঞ্চল, দোলায়মান, ঈষৎ-স্থূল ও কঠিন (অর্থাৎ চাপ দিতে যেন একটু জোর লাগে, কোনরূপ আবরণ শূন্য, ও মসৃণ) এবং বেহালার তার টিপিলে যেমন বোধ হয়, তেমনি অনুভূত হয়। বাতশ্লেষ্মজ্বরে নাড়ী পুষ্টাঙ্গ, কর্কশ আবরণ-দ্বারা আবৃত-বৎ, অল্পোষ্ণ ও মৃদুগতিযুক্ত বোধ হয়। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে উষ্ণ, চঞ্চল, অল্প স্ফীতাঙ্গ, বেগবতী অথচ শিথিল-স্পন্দ হয়। বিসূচিকারোগে প্রথমে বাতশ্লেষ্ম, পরে পিত্তশ্লেষ্ম, শেষে বাত-পিত্তের নাড়ী প্রাপ্ত হয়, কখন দ্রুত কখন মৃদুগামী হয়, কখন অবসন্ন ও কখন তীক্ষ্ণ বোধ হয়।

অজীর্ণে—নাড়ী কোমলতাহীন, বুদ্বুদ-পূর্ণের ন্যায়, জড়-প্রায়, বাহ্যের বেগকালে দ্রুতগতি এবং উদরের স্থির অবস্থায় নাড়ী স্থিরগতি হয়।

গ্রহণীতে—পাদ-স্থিত নাড়ী হংসের ন্যায় মন্দ মন্দ এবং কর-স্থিত নাড়ী ভেক-গতির ন্যায় লম্ফমান হয়। অথবা এইরূপ হইলে তাহার গ্রহণী হইবার আশঙ্কা আছে।

কোষ্ঠ বদ্ধ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে—নাড়ীর গতি শ্লেষ্মার নাড়ীর ন্যায় বোধ হয়, অর্থাৎ নাড়ী পুষ্ট, ভারাক্রান্ত, কষ্ট-গতিযুক্ত হয়।

প্রমেহ রোগে—নাড়ী গ্রন্থি বিশিষ্টারন্যায় বোধ হয়। এবং বাত-পিত্ত-কফের যেটী প্রধান থাকে তাহার লক্ষণও প্রকাশ পায়।

বায়ুজনিত শূলে—নাড়ী বক্রগামিনী, পিত্ত শূলে নাড়ী তীক্ষ্ণ ও তাপ-যুক্তা ও উদারাধ্মান যুক্ত শ্লেষ্মশূলে নাড়ীতে পুষ্টি অনুভূত হয়।

পাণ্ডু রোগে—নাড়ী সূক্ষ্ম, দ্রুতগতি ও পিত্তের লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়।

অর্শঃ রোগে—নাড়ী তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম, বক্র ও দ্রুতগামী হয়।

মূর্চ্ছা রোগে—নাড়ী সূক্ষ্ম হয় এবং বায়ুর প্রাধান্য বশতঃ নাড়ীর নানারূপ গতি প্রকাশ পায়।

কাস রোগে—নাড়ী চঞ্চল অথচ ক্ষীণ, হিক্কারোগে দ্রুতগতি ও কম্পনশীল, ক্রিমিরোগে ক্ষীণ ও জড়তাপন্ন, রক্তপিত্তে দ্রুতগতি ও কঠিন।

যক্ষ্মা রোগে—তন্তুবৎ সূক্ষ্ম, চঞ্চল ও নমনশীল অর্থাৎ চাপদিলে অনায়াসে নত হয়।

সন্নিপাত জ্বরে বা বিকারাবস্থায়—কখনও নাড়ী স্থূল, কখনও সূক্ষ্ম, কখনও মৃদুগতি, কখনও শীঘ্রগতি, কখনও উষ্ণ, কখন শীতল বোধ হয়। কখনও নাড়ী ধীরে ধীরে গমন করে, কখনও বা শীঘ্র শীঘ্র গমন করে, কখনও সূত্র-সঞ্চারের ন্যায়, কোন সময়ে একদিকে হেলিয়া হেলিয়া যায়, কখনও বা তর্জ্জনীতে একবার বোধ হয়, একবার বোধ হয় না, এবং কখন ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া নাশ পায়, কখনঃমণিবন্ধ ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠিয়া যায় এবং পুনর্ব্বার স্বস্থানে নামিয়া আইসে। নাড়ীর মৃত্যু-সূচক গতি ঃ—

শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত ও গাত্রদাহ বর্ত্তমানে নাড়ী অত্যন্ত শীতল বোধ, অথবা শরীর শীতল কিন্তু নাড়ী তাপযুক্ত হইলে রোগীর প্রাণ সংশয় হয়। যে রোগীর নাড়ীর গতি তর্জ্জনী স্থানে অনুভব হয় না, তাহারও শীঘ্র মৃত্যু হয়। তর্জ্জনী স্থান কিঞ্চিৎ চাপিয়া ধরিলে যে রোগীর নাড়ীর গতি অঙ্গুলীর মধ্যস্থ বোধ না হইয়া কেবল সেই অঙ্গুলির এক পার্শ্বে পুনঃ পুনঃ আহত হইতে থাকে সে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। যদি নাড়ী স্বস্থান ত্যাগ করে, এবং হৃদয়ে তীব্র জ্বালা বা ব্যথা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে রোগী সেই জ্বালা বা ব্যথা পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। একটী রেখার ন্যায় সূক্ষ্ম নাড়ী নিশ্চলভাবে অবস্থিত বোধ হইলে রোগীর মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিবে। কেবল অনামিকার অর্দ্ধভাগমাত্র স্থানে নাড়ীর গতি বোধ হইলে, সত্বর মৃত্যু হয়। সবলের দুর্ব্বল নাড়ী এবং দুর্ব্বলের সবল নাড়ী মৃত্যু-সূচক। অপমৃত্যুর সময়েও নাড়ী ঠিক্ সন্নিপাতের লক্ষণ বিশিষ্ট হইবে।

ঔষধের মাত্রানির্ণয়।

মাত্রা বিষয়ে শাস্ত্রে লিখিত আছেঃ—

"মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষ মগ্নিং বলং বয়ঃ।
ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রয়োজয়েৎ॥"

অর্থাৎ মাত্রার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কিছুই নাই ; দোষ, অগ্নি, বল, বয়ঃক্রম, ব্যাধি, দ্রব্য ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করা কর্ত্তব্য।

(১) দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ বিবেচনা করিয়া মাত্রা নির্ণয়, যথা—বায়ুপ্রধান ধাতুর লোকের শ্লেষ্মরোগ হইলে শ্লেষ্মহর ঔষধের মাত্রা কিছু কম করিলেই ভাল হয়। কিন্তু ঐরূপ ধাতুর ব্যক্তির বাতব্যাধি হইলে বাতহর ঔষধের মাত্রা যথাসম্ভব অধিক হওয়া আবশ্যক।

(২) অগ্নি-অনুসারে মাত্রানির্ণয়, যথা—মন্দাগ্নি-বিশিষ্ট ব্যক্তি-দিগের পক্ষে 'ছাগলাদ্য' প্রভৃতি ঘৃত-ঘটিত ঔষধ অল্পমাত্রায় দিতে হয়; অথবা প্রভূত ভোজন-ক্ষম বিশাল-দেহ ব্যক্তিকে কোনও একটী ঔষধ অপেক্ষাকৃত গুরুতর মাত্রায় দেওয়া বিধেয়। এ স্থলে একটী রহস্যজনক দৃষ্টান্ত মনে পড়িল—আমি যখন ৺ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের চরণান্তরালে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতাম তখন একদিন তাঁহার পরিচিত একটী ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে আসিলেন,—ব্রাহ্মণটীর সামান্য রকমের অজীর্ণ রোগ। কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে প্রায় ২০টা "বৃহৎ-অগ্নিকুমার" একবারে একসঙ্গে সেবন করিতে দিলেন। এই বিস্ময়কর-ব্যবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"এই ব্রাহ্মণটীর নাম 'আধ-মোমে ঠাকুর'—ইনি আধমণ মিষ্টান্ন অনায়াসে খাইতে পারেন—ইঁহার আহারশক্তি অদ্ভুত * * *।"

(৩) বলানুযায়ী মাত্রানির্ণয়, যথা—কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোকের জন্য ঔষধের মাত্রা অনেকস্থলে নির্দ্দিষ্ট-অপেক্ষা কম করিতে হয়। অথবা, আমাদের এই মৃদুবীর্য্য কবিরাজী বড়ী কোনও পাঞ্জাবী বা ইংরেজকে অথবা গ্রামীয় মহা-বলিষ্ঠ কৃষককে দিতে হইলে মাত্রা অবশ্যই বাড়াইতে হয়।

(৪) বয়সানুসারে মাত্রা, যথা—পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির মাত্রা

অপেক্ষা শিশুর মাত্রা অনেকাংশে অল্প হওয়া উচিত। পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত সিকি, তাহার কমে অষ্টমাংশ বা ষোড়শাংশ দেওয়া উচিত। কিন্তু ক্ষীণশিশুর পক্ষে, একই ঔষধের মাত্রা, বলবান্ শিশুর মাত্রা অপেক্ষা কম করিতে হইবে।

(৫) ব্যাধি অনুসারে মাত্রা, যথা—স্বপ্নদোষ, হিষ্টিরিয়া, বমিরোগ, জ্বরাতিসার, গর্ভিণীর রোগ, বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে অল্প ঔষধ বা মৃদু ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

(৬) দ্রব্য (ঔষধ ও ঔষধোপকরণ) অনুযায়ী মাত্রা, যথা—তাম্র, সর্পবিষ, জয়পাল প্রভৃতিঘটিত ঔষধ অবশ্যই অল্পপরিমাণে প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

(৭) কোষ্ঠ বিবেচনা-পূর্ব্বক মাত্রানির্ণয়, যথা—যাঁহার প্রায় কখন ঔষধ সেবন অভ্যস্ত নাই অথবা যাঁহার অল্প রেচক-ঔষধে অধিক মলভেদ হয় এরূপ মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির জন্য মাত্রা লঘু কিন্তু যিনি সুদীর্ঘকাল বহুবিধ ঔষধ সেবন করায় ঔষধের প্রভাবকে সহসা অনুভব করিতে পারেন না কিম্বা যাহার রেচকাদি ঔষধের দ্বারা কিছুতেই কোষ্ঠ চালিত হয় না এরূপ ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে মাত্রা অধিকতর হওয়া আবশ্যক।

ঔষধ লঘুমাত্রায় অকার্য্যকর এবং অতিমাত্রায় অনিষ্টজনক হইয়া থাকে, অতএব মাত্রা বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক।

অনুপান-প্রয়োগ।

অধিকাংশ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের শক্তি অনুপানের উপরে নির্ভর করে। বেশ্ বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপান প্রয়োগ করিতে

পারিলে সামান্য ঔষধে অধিক ফল দেখান যায়। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন কখন কখন গেরিমাটীর গুঁড়া দিয়া অন্যান্য চিকিৎসকের পরিত্যক্ত দুঃসাধ্যরোগ আরোগ্য করিতেন—কিন্তু সেকি গেরিমাটীর বলে?—কখনই নহে, সঙ্গে যে একটী অতি চমৎকার অনুপান দিতেন, তাহারই বলে; ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহার দ্রব্যগুণবিষয়ে কত গভীর জ্ঞান ছিল! এই পুস্তকে যে ঔষধের যে যে অনুপান লিখিত হইয়াছে সেগুলি ব্যতীত আর কিছু দিতে হইবে না এমন নয়, অনুপানের কিছু বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই; বুদ্ধি-বিবেচনাপূর্ব্বক আবশ্যক মত নানা সময়ে নানা প্রকার করিতে হয়। কখন একটী পাতার রস (যেমন পলতার রস) কখন দু তিনটী দ্রব্যের রস (যেমন আদা, বেলপাতা ও শেফালিকা পাতার রস) কখন কোন একটী দ্রব্যের চূর্ণ (যেমন পিপুলচূর্ণ) কখন দু তিন বস্তুর চূর্ণ (যেমন প্লীহায় হিং, পিপুল ও সৈন্ধবচূর্ণ অথবা কাশে পিপুল, বংশলোচন ও ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম) কখন বা একটী পাচন (যেমন নবকার্ষিক পাচন, মাষবলাদি পাচন ইত্যাদি) অনুপান-স্বরূপ ব্যবহার করিতে হয়। পরন্তু যদিও ঐরূপে অনুপানের বিভিন্নতা হইয়া থাকে, তথাপি কতকগুলি অনুপান সাধারণতঃ একপ্রকার নির্দ্দিষ্টই আছে, সেগুলি এইঃ—

নবজ্বরে—আদার রস, বেলপাতার রস, তুলসীপাতার রস, পানের রস, পল্‌তার রস ইত্যাদি।

পুরাতনজ্বরে—শেফালিকাপাতার রস, পল্‌তার রস, চিরতার জল, কালমেঘের রস, ঘুস্‌ড়া বা নানা প্রকার পাচন।

অজীর্ণে—কর্পূরের জল, চালুনির জল, মুথার রস, নেবুর রস, চূণের জল ইতাদি।

আমাশয়ে—থুলকুড়ীর রস, জীরাভাজার গুঁড়া, আমরুলের রস, মুথার রস, বেলশুঁঠের কাথ, কচিবেল-পোড়া ইত্যাদি।

রক্তামাশয়ে—কুক্‌সিমার রস, থুলকুড়ির রস, নিমুখী বা আকন্দের রস, জামপাতা, পেয়ারাপাতা বা ডালিমপাতার রস, দুর্ব্বার রস, কুড়্‌চির কাথ, গোয়ালিয়া লতার রস ইত্যাদি।

কাশে—বচচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ, আদার রস, পানের রস, কর্পূর ইত্যাদি।

শ্বাসে—জটামাংসীচূর্ণ, বচচূর্ণ, হিং ও কর্পূর, বড় এলাচবাটা, কণ্টকারীর রস, কুলবীজের শাঁস ইত্যাদি।

অর্শে—জঙ্গীহরিতকীচূর্ণ, ত্রিফলার জল, দুর্ব্বার রস, আয়াপানার রস, ওলকচুচূর্ণ, মাথন মিশ্রী ও নাগেশ্বর ইত্যাদি।

ক্রিমিতে—চূণের জল, আনারস-পাতার রস, বিড়ঙ্গভিজান জল, ভাঁটপাতার রস ইত্যাদি।

পাণ্ডুরোগে—দারুহরিদ্রার কাথ, কাঁচা হলুদ ও পল্‌তার রস, কুলেথাড়ার রস, পুনর্নবার রস ইত্যাদি।

রক্তপিত্তে—বাসকপাতার রস, আয়াপানার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, শেওড়া-পাতার রস, পুরাতন কুমড়ার জল ইত্যাদি।

বমিরোগে—ডাবের জল, ত্রিফলার জল, কাঁচা আমলকীর রস ইত্যাদি। বাতরক্তে গুলঞ্চের রস, শতমূলী-অনন্তমূল-ও গুলঞ্চের কাথ, ছাতিমছালের রস ইত্যাদি। কুষ্ঠে নিমপাতার রস, শরপুঙ্খের রস, চালমুগরার কাথ, পঞ্চনিম্বের কাথ ইত্যাদি। বাতরোগে আদার রস ও সৈন্ধব চূর্ণ, বেল-

পাতার রস, নিশিন্দাপাতার রস, রসুনের রস ইত্যাদি। **অম্লপিত্তে** চূণের জল, ধনে-পলতাল ক্বাথ, কাঁচা আমলকার রস, কাগজীলেবুর রস, মউরী-গোলাপফুল-ও জাঙ্গীহরিতকীর ক্বাথ ইত্যাদি। **স্রাব-যুক্তমেহে** সিমুলছালের রস, কাঁচ সিমুলমুলের রস, যজ্ঞডুমুরের রস, কাঁচা আমলকীর রস, গঁদ-ভিজান জল, বাবলাপাতার রস ইত্যাদি। **জ্বালাযুক্ত মেহে** কাঁচাহলুদের রস, গ্যাঁদাপাতার রস, কাবাবচিনির গুঁড়া, দুর্ব্বার রস, আয়াপানার রস, সোরার জল, তিসি-ভিজানজল ইত্যাদি। **মূত্রকৃচ্ছ্রে** বরুণছালের ক্বাথ, পাথরকুচী, পুনর্নবা বা কুলেখাড়ার রস। **বহুমূত্রে** ঝিঙ্গা-পোড়ার রস, তেলাকুচার শিকড়ের রস, জামের বীচির গুঁড়া, যজ্ঞডুমুরের বীচির গুঁড়া, মোচার রস। **রক্তপ্রদরে** দুর্ব্বার রস, ত্রিফলার জল, অশোকছালের ক্বাথ। **শ্বেতপ্রদরে** কৃষ্ণতিলবাটা, গ্যাঁদাপাতার রস, খএরকাষ্ঠ ও মঞ্জিষ্ঠার ক্বাথ। **বায়ুরোগে** শতমূলীর রস, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, ত্রিফলার জল ইত্যাদি।